ইমাম খোমেনী

# শ্রেষ্ঠ জিহাদ

بسم الله الرحمن الرحيم

# শ্রেষ্ঠ জিহাদ

( সবচেয়ে বড় জিহাদ ঃ নফ্‌সের বিরুদ্ধে জিহাদ )

ইমাম খোমেনী

---

ইমাম জা'ফর সাদেক (আঃ) থেকে বর্ণিত, হযরত নবী করীম (সঃ) একটি বাহিনীকে যুদ্ধে প্রেরণ করেছিলেন। বাহিনীর লোকেরা যখন ফিরে এলো, তখন নবী করীম (সঃ) তাদের সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে বললেন ঃ 'সেই লোকদের শুভাগমন হয়েছে যারা তুলনামূলকভাবে ছোট জিহাদ সমাপ্ত ও সম্পূর্ণ করেছে এবং এখন তাদের উপর সব চাইতে বড় জিহাদের দায়িত্ব অবশিষ্ট রয়েছে।'

জিজ্ঞাসা করা হ'ল ঃ হে আল্লাহ্‌র রসূল! সব চাইতে বড় জিহাদ কি? জওয়াবে তিনি বললেন ঃ 'নফ্‌সের সাথে জিহাদ।' (আল্‌-অসায়েল ঃ ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১২৪ পৃঃ)

www.pathagar.com

# শ্রেষ্ঠ জিহাদ

প্রকাশনায় ঃ
ইমাম প্রকাশনী, ২৯-এ পল্লবী
হাউজ নং ৭, মিরপুর-১২
ঢাকা

পরিবেশনায় ঃ
বাংলাদেশ ল' হাউজ
২০/৮, পল্লবী, মিরপুর—১২, ঢাকা

প্রকাশকাল ঃ জুলাই ১৯৮৫

প্রচ্ছদ ও ইনার মুদ্রণে ঃ
তিতাস প্রিন্টিং এ্যাণ্ড প্যাকেজিং লিঃ
২৩, যদুনাথ বসাক লেন,
( টিপু সুলতান রোড, ) রথখোলা, ঢাকা—১
ফোন ঃ ২৫১৬৯৪
২৩৯৪১৫

মূল্য ঃ দশ টাকা মাত্র

Bengali Version of Imam Khomeini's Speech on Zihad Published

www.pathagar.com

# উৎসর্গ

ইসলামের সেই শহীদদের প্রতি,
যাঁরা শাহাদাত বরণ করেছেন
ইরানে,
আফগানিস্তানে
এবং ইরাকে
এ ছাড়া সকল স্থানের আল্লাহর পথে জিহাদকারী লোকদের প্রতি —
এই প্রচেষ্টার সওয়াব হাদিয়া পাঠালাম।

www.pathagar.com

# সম্পাদকের কথা

ইরানে সংঘটিত ইসলামী বিপ্লব বিষয়ে অনেক কিছুই লেখা হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ইমাম খোমেনীর অর্জিত মহা বিজয় লাভের মূলে নিহিত তত্ত্ব-রহস্য উদ্ঘাটনের প্রয়োজনে অনুসন্ধান চালানো একান্তই আবশ্যকীয় হয়ে দেখা দিয়েছে।

অমুসলিম লেখকদের পক্ষে একজন ঈমানদার ইসলামী নেতার বিজয় ও সাফল্য লাভের নিগূঢ় তত্ত্ব অনুধাবন করা কিছুতেই সম্ভবপর হতে পারে না। কেননা তারা তো পাশ্চাত্য কিংবা প্রাচ্য চিন্তা-পদ্ধতির অধীন ও অনুসারী. তাই ইসলামের নিগূঢ় তত্ত্ব ও বিপ্লবী ভাবধারার সাথে সম্পূর্ণরূপে সম্পর্কহীন। ইরানে যা কিছু ঘটেছে তার নিগূঢ় তত্ত্ব অনুধাবন ও রহস্য উদ্ঘাটন কেবলমাত্র সেই লোকদের পক্ষেই সম্ভব, যারা মহান আল্লাহর প্রতি ঐকান্তিকভাবে ঈমানদার। যারা পর্যবেক্ষণের মৌল নীতিসমূহই হারিয়ে ফেলেছে তারা উত্তরকালে ঈমান ও ইনসাফের নিগূঢ় তত্ত্ব অনুধাবনের কোন অবকাশই পায়নি। তাদের অনুসন্ধান কার্য বস্তুগত হিসাব-নিকাশের ধূসর মরুপ্রান্তরে হাতড়িয়ে নিঃশেষ হয়ে যায়, তাগুতী শক্তিসমূহকে চূড়ান্তভাবে ধ্বংস করে দেয়ায় মুমিনগণের আয়ত্তাধীন শক্তি ও ক্ষমতার রহস্য কোন দিনই তারা উদঘাটন করতে সমর্থ হয় না।

o o o o

বস্তুতঃ ইসলামী বিপ্লবের সাফল্য ও সে ব্যাপারে আল্লাহর সর্বাত্মক সাহায্য লাভের জন্য ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে সর্বপ্রথম শর্ত হচ্ছে ইখলাস—একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য ঐকান্তিক নিষ্ঠা। আর তার অর্থ ঈমানের সত্যতা যথার্থতা এবং ঈমানের গভীরতা ও সূক্ষ্মতা। ইমাম আয়াতুল্লাহ খোমেনীর এই দু'টি মহৎ গুণ কি পর্যায়ের ও কি মাত্রার ছিল, এ গ্রন্থটি থেকে তা স্পষ্ট ও সম্যকভাবে জানা যাবে।

জানা আবশ্যক, এ বইখানি মূলতঃ গ্রন্থাকারে রচিত ছিল না। এ বইটি হয়েছে কয়েকটি ভাষণের সমষ্টি, যা ইমাম খোমেনী ইরাকস্থ নজফ আশরাফ-এর জামেয়া-ই-ইলমিয়ার ছাত্রদের সামনে পেশ করেছিলেন। তাঁকে ইরান থেকে নির্বাসিত করা হয়েছিল তুরস্কে, পরে সেখান থেকে ইরাকে। এ ভাষণগুলো সেই সময়ই প্রদান করেছিলেন।

এ ভাষণগুলো সম্পাদনাকালে এমন কিছু কিছু বাক্যাংশ বাদ দিয়েছি, যা না থাকলেও মূল বক্তব্য স্পষ্ট ও সম্পূর্ণ হয়ে যায় বলে মনে করেছি। কিন্তু এই ভাষণসমূহের মৌল ধারাবাহিকতা আমি পুরোপুরিভাবে সংরক্ষিত করেছি। কেননা ইমাম খোমেনীর চিন্তা প্রকাশের একটি বিশেষ ধরন ও পদ্ধতি রয়েছে। তিনি সব সময়ই এবং সম্ভবতঃ ইসলামী শরীয়াতের সহজ কথাগুলো অত্যন্ত সহজ ভংগীতে বলতেই অভ্যস্ত।

ইমাম খোমেনীর ইসলামী জিহাদের সাফল্যের নিগূঢ়তত্ত্ব যাঁরা জানতে ও বুঝতে চান, এ গ্রন্থখানি তাঁদের জন্যই পেশ করছি।

www.pathagar.com

# প্রকাশকের কথা

নফসের বিরুদ্ধে জিহাদের কথা আমরা প্রায়ই শুনে থাকি। কিন্তু কিভাবে তা করতে হবে আমরা জানি না। আমাদের দেশের যে সমস্ত পীর-দরবেশগণ "তাজকীয়ায়ে নফস" ( নফ্সের পবিত্রকরণ ) এর পদ্ধতি বাত্লেছেন তা অনুসরণ করা গুটিকয় সংসার ত্যাগী লোক ছাড়া সাধারণ মানুষের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। আমাদের দেশের আলেমদের বিভিন্ন জায়গায় বিরাট বিরাট ওয়াজ করতে শোনা যায়, মানুষকে অসাধারণ সব ধর্মীয় উপদেশ দিতে শোনা যায়, কিন্তু বহু ক্ষেত্রে দেখা যায় তাঁরা নিজেরাই ঐ সমস্ত উপদেশ অনুসরণ থেকে অনেক দূরে। আমাদের দেশে কিছু রাজনৈতিক-ধর্মীয় দল জোর গলায় ইসলামী হুকুমাত প্রতিষ্ঠার কথা বলে কিন্তু ইসলামী আদর্শ অনুসরণের কোন মডেল তাঁরা জনগণের সামনে পেশ করতে পারেন না। কথা ও কাজের বিরোধ দূর করা সম্পর্কিত কোরআনী আয়াতের সাইনবোর্ড যারা তৈরী করেন তাঁদেরই কথা আর কাজের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় দুস্তরতম ব্যবধান।

কিভাবে একজন আলেম বা সাধারণ মুসলমান খাঁটি মু'মিন হওয়ার পথে অগ্রসর হতে পারেন এবং জনগণের সামনে উপস্থাপন করতে পারেন ইসলামী আদর্শ অনুসরণের যথার্থ মডেল সে আলোচনাই স্থান পেয়েছে ইসলামী বিপ্লব ও দুনিয়ার মজলুম মানুষের নেতা ইমাম খোমেনীর এ গ্রন্থে। যদিও এখানে তাঁর বক্তৃতা সরাসরী মাদ্রাসার ছাত্রদের উদ্দেশে, তবু এ গ্রন্থ পাঠে যে কোন মুসলমানই উপকৃত হবেন বলে আমাদের বিশ্বাস।

আমরা জানি এ একটি গ্রন্থই আপনার সমস্ত ধর্মীয় জিজ্ঞাসার জবাব দেয়ার জন্যে যথেষ্ট নয়। তাই আমরা একটা ইসলামী প্রকাশনা সিরিজ করার কার্যক্রম গ্রহণ করেছি। আপনার সহযোগিতা, মতামত, পরামর্শ আমাদের উৎসাহিত করবে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে 'সিরাতাল মুস্তাকীম' এর পথে দৃঢ় থাকার তওফীক দিন। আমীন।

প্রকাশক
ইমাম প্রকাশনী

www.pathagar.com

## বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

ধরে নাও, আমাদের জীবনের আর একটি বছর অতিবাহিত হয়ে গেল। আর তোমরা হে যুবকরা, বার্ধক্য ও জরা-জীর্ণতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছ এবং আমরা বয়োবৃদ্ধরা এগিয়ে যাচ্ছি মৃত্যুর দিকে। তোমরা এ শিক্ষা বছরে জ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে কতটা অগ্রগতি লাভ করেছ, জ্ঞানগত লক্ষ্য কতটা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছ, তা সবই তোমাদের নিশ্চয়ই জানা আছে। আর জ্ঞানের ক্ষেত্রে কতটা উন্নতি লাভ করতে সক্ষম হয়েছ, তাও আশা করি জানতে ও বুঝতে কিছুই বাকী নেই।

কিন্তু তা সত্ত্বেও এ প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে, নৈতিকতার ক্ষেত্রে, শরীয়াত সম্পর্কিত আদব-কায়দা শিখতে, ইসলামী নিয়ম-কানুন অনুসরণে, নফসের পবিত্রতা-পরিশুদ্ধতা ও পরিপাট্যতা কতটা অর্জন করা সম্ভব হয়েছে? এ বিষয়ে ইতিবাচক পদক্ষেপ কতটা গ্রহণ করতে সমর্থ হয়েছ? ·· এটা খুবই গুরুত্ব সহকারে বিবেচনার দাবী রাখে।

এ সব প্রশ্নও তুলতে হচ্ছে যে, তোমরা নিজেদের নফসকে সংশোধন করতে, পরিশুদ্ধকরণের দিকে আদৌ কোন মনোযোগ দিয়েছ কি? ··এইদিকে কি কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছ? তোমাদের চিন্তা-পরিকল্পনা বাস্তবায়নে এ পর্যায়ে আদৌ কোন চেষ্টা করেছ কি?

আমি অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে বাধ্য হচ্ছি, এ পর্যায়ে তোমরা উল্লেখযোগ্য কোন কাজ করনি। সম্মুখের দিকে কিছুটাও অগ্রগতি লাভ করেছ বলে খুব একটা দাবীও তোমরা করতে পার না।

www.pathagar.com

# শিক্ষাঙ্গনে নৈতিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

শিক্ষা নিকেতনে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা দান একান্তই জরুরী। অবশ্য এগুলোর পাশাপাশি থাকতে হবে বর্তমানের জ্ঞানগত বিষয়াদি। তবে আধ্যাত্মিক-মূলক বিষয়াদি, ঈমানী শক্তি বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ ও উপদেশ-নসীহতের ধারা অপরিহার্য করে নিতে হবে।

মূলতঃ নৈতিক কার্যসূচী, নফ্সের পরিশুদ্ধতা বিধান ও খোদায়ী মারেফাত শিক্ষাদানই হচ্ছে নবী-রসূলগণকে (তাঁদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক) প্রেরণের আসল লক্ষ্য। কাজেই ছাত্রের শিক্ষণীয় বিষয়াদির মৌল ভিত্তি হিসাবে এই পর্যায়ের শিক্ষাকে গ্রহণ করা একান্তই বাঞ্ছনীয়।

কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, এই ধরনের জরুরী ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে শিক্ষার ক্ষেত্রে খুব কমই স্থান দেয়া হয়েছে। ফলে নৈতিকতা সংক্রান্ত বিদ্যা খুব কম গুরুত্ব পাচ্ছে। এই কারণে আমার মনে খুব ভয় জেগেছে যে, আমাদের শিক্ষা কেন্দ্রসমূহ ভবিষ্যতে নৈতিক শিক্ষাদান এবং নৈতিক জ্ঞানসম্পন্ন আলেম ও প্রশিক্ষক তৈরী করতে হয়ত অক্ষম হয়ে পড়বে। পরিণামে সবচাইতে বেশী গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক বিষয়টি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন ও চিন্তা-ভাবনা-গবেষণা নিঃশেষ হয়ে যাবে। অথচ কুরআন মজীদ ও মহানবী (সঃ) এই বিষয়ের উপরই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। শুধু তা-ই নয়, আল্লাহর প্রেরীত সব নবী-রসূল ও অলী-উল্লাহ্গণের নিকট নৈতিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ হচ্ছে বেশী গুরুত্বের অধিকারী।

আমি বলতে চাই, মহান আলেমগণ ও শিক্ষকবৃন্দ তাঁদের শিক্ষাদানের ফাঁকে ফাঁকে নৈতিক চরিত্রের প্রশিক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য যেন খুব বেশী লক্ষ্য দেন, এর প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন।

সেই সাথে শিক্ষার্থী ছাত্র সমাজেরও কর্তব্য হচ্ছে, তারা যেন উন্নতমানের যোগ্যতা, প্রতিভা অর্জনে নফ্সের পরিশুদ্ধি বিধানের দিকে বিশেষ লক্ষ্য প্রদান করে। এই দিক দিয়ে তাদের উপর যে কঠিন ও দুর্বহ দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে, তাকে যেন তারা কিছুমাত্র হালকা বা গুরুত্ব হীন মনে না করে।

আজকের দিনে তোমরা যারা এই সব শিক্ষাকেন্দ্রে লেখাপড়া করছ, যারা ভবিষ্যতে জাতির জনগণের নেতৃত্বের আসনে আসীন হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করছ, তোমরা মনে কর না যে, সকল প্রকারের ব্যবহারিক শিক্ষাসমূহের উপর সম্যক



www.pathagar.com

দক্ষতা অর্জন করতে তোমরা চরম মাত্রার সাফল্য অর্জনে সক্ষম হয়েছ। কখখনও নয়। আসলে তোমাদের এ ছাড়া আরও অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে।

তোমাদের সর্ব প্রথম দায়িত্ব হচ্ছে, তোমরা নিজেদেরকে এমনভাবে গড়ে তুলবে যে, গ্রামে বা শহরাঞ্চলে বসবাসকারী জনগণকে যেন তোমরা হেদায়েত করার দায়িত্ব যোগ্যতা সহকারে পালন করতে পার।

এই সব জ্ঞান কেন্দ্রে তোমাদের দিন-রাত অবস্থানের মাধ্যমে তোমরা নিজেদেরকে সুন্দরভাবে গড়ে তুলবে, এমন যোগ্যতা সম্পন্ন হয়ে উঠবে যেন তোমরা জনগণকে ইসলামের বিধানাবলী ও শিক্ষার সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষা করে জনগণকে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হও—তোমাদের প্রতি এই আশাই পোষণ করা হচ্ছে।

কেননা তোমরা নিজেদেরকে যদি সংশোধন ও দোষ-ত্রুটিমুক্ত পরিচ্ছন্ন-পরিশুদ্ধ না কর, তোমরা যদি নৈতিকতার ক্ষেত্রে ও তাৎপর্যগতভাবে উন্নতমান ও পরিশুদ্ধি অর্জন না কর, তা'হলে খুবই ভয় রয়েছে যে, তোমরা জনগণকে হেদায়েতের পরিবর্তে গুমরাহ্ করে দিবে এবং জনগণের সম্মুখে ইসলাম ও দ্বীনী আলেমদের একটা অত্যন্ত বীভৎস রূপ তুলে ধরবে।

———



www.pathagar.com

# দ্বীনী আলেমগণের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব

বস্তুতঃ তোমাদের উপর অত্যন্ত কঠিন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পিত রয়েছে, এক্ষণে জ্ঞান আহরণ ও বিদ্যার্জনের কেন্দ্রে অবস্থানকালেই যদি তোমরা তোমাদের দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা অর্জন না কর, তোমরা যদি তোমাদের নিজেদেরকে পরিচ্ছন্ন-পরিশুদ্ধ করার জন্য সাগ্রহে যত্নবান না হও, —কেবল ফিক্‌হী ও অসূলী মস্‌লা-মাসায়েল শেখার কাজেই এই সময়টা অতিবাহিত হয়ে যায়, তাহলে ভবিষ্যতে তোমরা অচিরেই সমাজ ও জনগণের জন্য কল্যাণের না হয়ে ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়াবে। জনগণের উপকার করার পরিবর্তে তোমরা তাদের ক্ষতি করার কাজে লিপ্ত হবে। এমন কি, তাদের গুমরাহ্ হয়ে যাওয়ার তোমরাই বড় কারণ হয়ে দাঁড়াতে পার। আর তোমাদের আচার-আচরণও কাজ-কর্মের কারণে মুসলিম উম্মাতের একজন ব্যক্তিও যদি পথভ্রষ্ট হয়ে যায়, তা'হলে তোমরা অতিবড় গুনাহ্ করে বসবে, তোমরা হবে সবচাইতে বড় অপরাধী। তখন এমন অবস্থার উদ্ভব হওয়াও অসম্ভব নয় যে, তখন তওবা করলেও সে তওবা খোদার নিকট কবুল হবে না।

ঠিক যেমন, তোমাদের কারণে একজন ব্যক্তিও যদি হেদায়েতপ্রাপ্ত হয়, তা'হলে তা তোমাদের জন্য হবে সূর্যালোকের চাইতেও কল্যাণের কারণ। হাদীস শরীফে তা-ই বলা হয়েছে।

মনে রাখতে হবে, তোমাদের কর্তব্য সাধারণ মানুষের কর্তব্য থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। এমন অনেক ব্যাপার বা কাজ-ই হয়ত আছে, যা সাধারণ মানুষের জন্য মুবাহ্ ( অনুমোদিত ) হলেও তোমাদের জন্য তা হারাম হয়ে আছে। খুব বেশী বেশী মুবাহ্ কাজ তোমরা করবে, এটা জনগণ তোমাদের প্রতি আশা করে না। অত্যন্ত খারাপ ও শরীয়াত বিরোধী কাজ-কর্মের কথা তো অনেক দূরের। কিন্তু খোদা না-করুন, সেই ধরনের কিছু তোমাদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হলে তোমরা ইসলাম ও ইসলামের আলেমগণের অত্যন্ত লজ্জাস্কর চিত্রই জনগণের সম্মুখে তুলে ধরবে।

এই বিষয়টি খুব গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা আবশ্যক। জনগণ যখন কোন দ্বীনদার ব্যক্তির দ্বারা কোন খারাপ কাজ—শরীয়াত বিরোধী আচরণ হতে দেখবে, তখন তাদের মনে কেবল সেই ব্যক্তি সম্পর্কেই নয়—সমস্ত দ্বীনদার লোকদের সম্পর্কেই অত্যন্ত খারাপ ধারণার সৃষ্টি হবে। যার দ্বারা খারাপ কাজটি অনুষ্ঠিত



www.pathagar.com

হ'ল, খারাপ ধারণা কেবল সেই ব্যক্তি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ করে রাখলে তো কোন কথাই ছিল না। কিন্তু তা তো হবার নয়। তারা তো সেই ধারণাটিকে বিস্তার করে অনুরূপ অন্য লোকদেরকেও তার মধ্যে শামিল করে নিবে। এটাই হচ্ছে আজকের সমাজের ইতিবৃত্ত। কোন পাগড়ীওয়ালাও যদি কোন অবাঞ্ছনীয় কাজ করেন, জনগণ সে কাজকে কখনও হালাল মনে করে নেয় না। বিভিন্ন পেশায় উপার্জনশীল ও চাকুরীজীবীদের মধ্যে যেমন বিভ্রান্ত ও অসৎ পথের লোক রয়েছে, তেমনি এই পাগড়ীধারীদের মধ্যে কিছু অসৎ ও বিপথগামী লোক রয়েছে। সাধারণভাবে লক্ষ্য করা যায়, কোন সব্জী বিক্রেতা যদি বিপথগামী হয়, লোকেরা তখন তাকেই বিপথগামী সব্জীওয়ালা বলে অভিহিত করে। অনুরূপভাবে কোন আতর বিক্রেতা যদি বিপথগামী হয়, তা'হলে লোকেরা তাকেই কেবল সেইরূপ পরিচয়ে অভিহিত করে। কিন্তু পাগড়ীওয়ালা যখন কোন অবাঞ্ছনীয় কাজ করে, তখন লোকেরা বলে ঃ এই পাগড়ীওয়ালারাই খারাপ।

সত্যি কথা, দ্বীনী আলেম ও দ্বীনী ইল্‌মের শিক্ষার্থীগণের অত্যন্ত কঠিন ও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব রয়েছে। সে দায়িত্ব সাধারণ মুসলিম জনগণের দায়িত্ব থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও ভিন্নতর।

আমরা যখনই হাদীসের কিতাবসমূহে দৃষ্টিপাত করি, এই দায়িত্ব সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট চিন্তা ও আলোর দিশা পাই, এর গুরুত্বের বিরাটত্ব ও ব্যাপকতা সম্পর্কে একটা ধারণা জন্মে।

১—আবু বুছাইর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ আমি আবদুল্লাহ (রাঃ)কে বলতে শুনেছি, আমীরুল মু'মিনীন বলেছেন, হে ইল্‌ম শিক্ষার্থীগণ ; ( জেনে রাখ ) ইল্‌ম বিপুল মর্যাদা ও মাহাত্ম্যসম্পন্ন। তার শীর্ষদেশে রয়েছে বিনয়। অহিংসতা তার চক্ষু, তার কর্ণ হচ্ছে বোধশক্তি, তার রসনা সততা ; তার সংরক্ষণ হচ্ছে অনুসন্ধান, তার অন্তর হচ্ছে নেক নিয়ত; তার বিবেক হচ্ছে বাস্তব জ্ঞান, তার হাত হচ্ছে দয়া অনুগ্রহ ; তার পা হচ্ছে আলেমের সাহচর্য ; তার উদ্যম হচ্ছে শান্তি-নিরাপত্তা; তার কৌশল হচ্ছে ভীতি; তার স্থিতি স্থান হচ্ছে মুক্তি-নিষ্কৃতি ; তার পরিচালক হচ্ছে ক্ষমা ; তার বাহন হচ্ছে ওয়াদা পূরণ; তার হাতিয়ার হচ্ছে নম্রতা; তার তলোয়ার হচ্ছে সন্তুষ্টি, তার তীর-ধনুক হচ্ছে মার্জনা ও গতিশীলতা, আলেমদের পরিভাষা-পরামর্শ হচ্ছে তার সৈন্যবাহিনী; শালীনতা-ভদ্রতাই হচ্ছে তার ধন-দৌলত, পাপ পরিহার হচ্ছে তার সঞ্চয়; ভালো কাজ হচ্ছে তার সম্বল; বিনয় হচ্ছে তার আশ্রয়; হেদায়েতই হচ্ছে তার পথ প্রদর্শক; ভালো লোকের ভালবাসাই হচ্ছে তার সহচর।[১]

---

১। الكافي ج ١ ص ٤٨ / باب النوادر ج ٢



www.pathagar.com

২—আবু আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রসূলে করীম (সঃ) ইরশাদ করেছেন ঃ ফিকাহ্‌বিদগণ হচ্ছে নবী-রসূলগণের পুত্রবৎ যতক্ষণ তারা দুনিয়ায় প্রবেশ না করবে। জিজ্ঞাসা করা হল ঃ হে রসূল, দুনিয়ায় প্রবেশ করার তাৎপর্য কি? বললেন ঃ রাজা-বাদশাহ-শাসকদের অনুসরণ। তারা যদি তা করে, তা'হলে তোমাদের দ্বীনের ব্যাপারে তাদেরকে ভয় করবে, তাদের ব্যাপারে সাবধান থাকবে।'[২]

৩—আবু আবদুল্লাহ (আঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ নিঃসন্দেহে আমি অবশ্যই ভালোবাসি সেই লোককে যে বুদ্ধিমান, সমঝদার, ফিকাহ্‌বিদ, ধৈর্যশীল, ব্যবস্থাপক, সহিষ্ণু, অতীব সত্যবাদী, ওয়াদা পূরণকারী। বস্তুতঃই আল্লাহ নবী-রসূলগণকে অতীব উত্তম চরিত্রে বিশেষভাবে ভূষিত করেছেন। কাজেই যার এইরূপ চরিত্র আছে, সে যেন সে জন্য মহান আল্লাহর প্রশংসা করে—শোকর আদায় করে। আর যার তা নেই, সে যেন আল্লাহর নিকট বিনয় কাতর কণ্ঠে কান্নাকাটি করে এবং তা তার নিকট পেতে চায়। আমি বললাম, আমি আপনার জন্যে উৎসর্গকৃত, সেই সব উত্তম চরিত্র কি? বললেন ঃ তা হচ্ছে চারিত্রিক পবিত্রতা, অল্পে তুষ্টি, ধৈর্য-সহিষ্ণুতা, শোকর-কৃতজ্ঞতা, কোমলতা-সহানুভূতি, লজ্জাশীলতা, বদান্যতা, সাহসিকতা-বীরত্ব, আত্মমর্যাদাবোধ, পুণ্যশীলতা, সত্য কথা বলা ও আমানতদারী।[৩]

৪—আমীরুল মু'মিনীন (আঃ) বলেছেন ঃ আল্লাহতায়ালা আলেমগণ হতে জবাবদিহি চাইবেন না যদি তারা যালেমের অতি ভোজন ও মযলুমের অল্প ভোজনের মেহমানদারী না করেন।'

৫—জমীল ইবনে দরাজ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি আবু আবদুল্লাহ (আঃ)কে বলতে শুনেছি ঃ নফ্‌স যখন এই পর্যন্ত পৌঁছে যায়—এই বলে তিনি তার হাত দ্বারা তাঁর গলদেশ দেখালেন—তখন আলেমের তওবার অবকাশ থাকে না। পরে তিনি এই আয়াতাংশ পাঠ করেন ঃ

'তওবা আল্লাহর নিকট গ্রহণীয় হয় কেবলমাত্র সেই লোকদের যারা মূর্খতার কারণে কোন খারাপ কাজ করে।'[৪]

৬—হাফ্‌স ইবনে কিয়াস আবু আবদুল্লাহ (আঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ হে হাফ্‌স, আলেমের একটি গুনাহ্ মাফ করে দেওয়ার পূর্বে মূর্খের সত্তরটি গুনাহ্ মাফ করে দেয়া হবে।[৫]

---

২। الكافي ج ١ ص ٤٦ ৩। الوسائل ج ٦ ص ١٥٥ ৪। نهج البلاغة / الشقشقية

৫। الوافي ج ١ ص ٥٣



www.pathagar.com

৭—রসূলে করীম (সঃ) বলেছেন ঃ আমার উম্মাতের মধ্যে এমন দুই শ্রেণীর লোক আছে যারা নেককার হলে আমার গোটা উম্মাত নেককার হবে। আর তারা বিপথগামী হলে আমার গোটা উম্মাত বিপথগামী হবে। জিজ্ঞাসা করা হ'ল ঃ তারা কারা? বললেন ঃ 'আলেমগণ ও শাসকমণ্ডলী'।

৮—কাইস আল হিলালীর পুত্র সলীম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ আমি আমীরুল মু'মিনীনকে রসূলে করীম (সঃ) থেকে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি। তিনি তার একটি কথা প্রসংগে বলেছেন ঃ "আলেমগণ দুই ধরনের হন। এক ধরনের আলেম, যারা তাদের ইল্মকে ধারণ ও গ্রহণ করে। তারা মুক্তিপ্রাপ্ত। আর এক ধরনের আলেম, যারা তাদের ইল্ম পরিত্যাগ করে, তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। ইল্ম পরিত্যাগকারী আলেমের দুর্গন্ধে জাহান্নামবাসীরাও কষ্ট পাবে। আর এইসব কারণে দুনিয়ায় ইসলাম ও মুসলমানদের কল্যাণ বা ক্ষতির ব্যাপারে আলেম ও জাহেলের ভূমিকার মধ্যে তাদের মর্যাদাগত পার্থক্য অনুপাতে বিরাট পার্থক্য দেখা দেবে।

"বিপদগামী আলেম গোটা উম্মাতকেই গুমরাহ করতে সক্ষম হতে পারে। আর সুদৃঢ় সুপথগামী উন্নতমানের চরিত্র সম্বলিত, নফ্স পরিশুদ্ধকারী ইসলামী নিয়মাবলী বাধ্যতামূলকভাবে পালনকারী আলেম গোটা উম্মাতকে সংশোধন করতে, কল্যাণমুখী করতে ও পরিশুদ্ধ করতে সক্ষম হতে পারে।

গ্রীষ্মকালে যে সব শহরে আমি গমন করতাম সেগুলোর কোথাও আমি প্রত্যক্ষ করেছি যে, জনগণ খুবই শালীনতাপূর্ণ, পরিশুদ্ধ, ভদ্র। আমার মতে তার স্পষ্ট কারণ হচ্ছে, সেই এলাকার আলেমগণ খোদাভীরু, তাক্ওয়া সম্পন্ন ও নেককার।

বস্তুতঃ মুত্তাকী আলেম ব্যক্তির কোন এলাকায় নিছক অবস্থানই সেই এলাকার লোকদের সুপথগামী হওয়ার জন্য ও তাদের উপর শুভ প্রভাব বিস্তারের জন্য যথেষ্ট এমনকি তারা ইতিবাচক ও সক্রিয়ভাবে ওয়ায-নসীহত না করলেও।

৯—ফযল ইবনে আবু মুররা কর্তৃক আবু আবদুল্লাহ (আঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ রসূলে করীম (সঃ) ইরশাদ করেছেন ঃ ঈসা ইবনে মরিয়ম (আঃ) এর হাওয়ারী (সমর্থনকারী)গণ তাঁকে বললেন ঃ হে আল্লাহ্র রূহ ঃ আমরা কোন্ লোকদের সাথে উঠা-বসা ও সম্পর্ক রক্ষা করব? উত্তরে তিনি বললেন ঃ সেই লোকদের সাথে করবে যাদের দর্শন ও সাক্ষাৎ তোমাদিগকে আল্লাহকে স্মরণ করিয়ে দিবে, যাদের আমল তোমাদিগকে পরকালের প্রতি আগ্রহান্বিত বানাবে এবং যাদের কথা তোমাদের ইল্ম বৃদ্ধি করে দিবে'।

১০—আবু ইয়াফুর থেকে বর্ণিত, আবু আবদুল্লাহ (আঃ) বলেছেন ঃ তোমাদের ওয়াজ-নছিহত ছাড়াই তোমরা জনগণের জন্য সৎপথের দাওয়াত দাতা হও।



www.pathagar.com

লোকেরা যেন তোমাদের মধ্যে খোদাভীতি, নেক কাজে তৎপরতা, নামাজ ও কল্যাণময় কাজে আগ্রহ দেখতে পায়। বস্তুতঃ এইগুলোই হচ্ছে কার্যত আল্লাহর দিকে আহবানকারী।

আমরা এমন বহু লোকের অস্তিত্ব দেখেছি, যাদের শুধু অস্তিত্ব বা অবস্থানই আল্লাহকে স্মরণ করিয়া দেয়, নসীহত কবুল করতে উদ্বুদ্ধ করে ও সে দিকে লক্ষ্য দিতে আগ্রহী বানায়।

আমি এক্ষণে মোটামুটি জানতে পেরেছি, তেহরানের বিভিন্ন এলাকার অবস্থার মধ্যে খুবই পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়। যে এলাকায় খোদাভীরু পবিত্র হৃদয় আলেম বাস করেন তা সেই এলাকা থেকে ভিন্নতর যেখানে নিয়ন্ত্রণহীন বিপর্যয় ও বিপথ গামী লোকেরা বাস করে। প্রথমোক্ত এলাকায় লক্ষ্য করা যাবে, সাধারণ মানুষ ঈমানদার, নেককার। আর শেষোক্ত এলাকার লোকদের দেখতে পাবে, তারা নানা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ও বিপথগামী। কেননা এই এলাকার আলেমরা তাদের মসজিদকে ব্যবসায়ের দোকান বানিয়ে নিয়েছে।

বস্তুতঃ দ্বীন নিয়ে ব্যবসা করা ও আমলহীন ইল্‌মই ঠিক সেই দুর্গন্ধ যার কারণে জাহান্নামী লোকেরাও কষ্ট পাবে বলে হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। আলেমে সূ অর্থাৎ খারাপ চরিত্রের আলেমগণ দুনিয়ায় যেসব খারাপ আমল করে, তা-ই পরকালে অত্যন্ত ঘৃণ্য ও কষ্টদায়ক দুর্গন্ধে পরিণত হবে। ব্যাপারটা এই নয় যে, সেখানে বাড়তি দুর্গন্ধ যোগ করার কারণে তা এমন দুঃসহ দুর্গন্ধে পরিণত হবে, সে কারণে জাহান্নামে অগ্নিদগ্ধ লোকগুলোও অধিক কষ্ট পেতে পারে। না, তা কখনই হবে না। বে-আমল ও চরিত্রহীন আলেমের দুর্গন্ধ এই দুনিয়ায়ই তাদের সংগে যুক্ত হয়ে আছে। কিন্তু দুনিয়াবাসীদের আঘ্রাণ শক্তি তা অনুভব করতে পারে না।

আলেম যখন দুশ্চরিত্র হয়, দিন-রাত শরীয়াত বিরোধী কাজের চিন্তায় মগ্ন থাকে, তখন তার বিপদটা অত্যন্ত সাংঘাতিক হয়ে থাকে। সাধারণ মানুষ সে রকমটা হয় না। সাধারণ মানুষ কখনই অন্য লোকদের বিভ্রান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায় না। একজন আলেম যদি হালাল-হারাম নির্বিশেষে দুষ্কর্মে লিপ্ত হয় তা হলে যতটা খারাপ হতে পারে, একজন সাধারণ মানুষ তা পারে না। সাধারণ মানুষতো নিজেকে হেদায়েতকারী, ইমাম, নবী বা ইলাহ্ হওয়ার দাবীদার হয় না কখনও। বিপথগামী আলেম-ই বিশ্বজনতাকে বিপর্যয়ের দিকে টেনে নেয়। আলেম খারাপ হলে জগতটাও খারাপ হয়ে যায়। কিন্তু সাধারণ মানুষের বেলা এই কথা খাটে না।



www.pathagar.com

# দ্বীনের আলেমবেশে দ্বীনের ব্যবসায়ী

আমাদের সমাজে এমন বহু লোকই রয়েছে যারা বাহ্যিক ও প্রদর্শনীমূলকভাবে নিজেদের ধার্মিকতা প্রচার করে অসংখ্য লোকের বিভ্রান্ত ও বিপথগামী হওয়ার কারণ ঘটিয়েছে। এদের মধ্যে কেউ কেউ উচ্চতর শিক্ষা কেন্দ্র থেকে শিক্ষা লাভ করেছে বলেও দাবী করছে। এমনকি ভ্রান্ত দল-উপদলসমূহের জনৈক প্রধান ব্যক্তি এই জ্ঞান-কেন্দ্রের প্রধান ছিল কোন এককালে। কিন্তু এদের দ্বীনী জ্ঞান কেন্দ্রে অধ্যয়ন নফ্সের প্রশিক্ষণ ও পরিশুদ্ধি সাধনের সাথে যুক্ত ছিল না বলেই কর্মজীবনে তারা সিরাতুল মুস্তাকীমের সরল-সঠিক পথে চলার সৌভাগ্য অর্জন থেকে বঞ্চিত রয়ে গেছে। ফলে নৈতিক অবক্ষয় ও পাপ পথে স্খলন থেকে তারা নিষ্কৃতি পায়নি। এই কারণে তাদের পরিণতি হয়েছে অত্যন্ত মর্মান্তিক ও ধ্বংসাত্মক।

হ্যাঁ, এ কথায় সন্দেহ নেই যে, মানুষ যদি পাপ কাজ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে না পারে, তার দ্বীনী অধ্যয়ন যত দীর্ঘ ও ব্যাপকই হোক-না কেন, এই অধ্যয়ন তার কোন কল্যাণে আসবে না, বরং সাংঘাতিকভাবে তার ক্ষতি সাধন করবে। কেননা দ্বীনী ইল্ম অতীব পবিত্র, তা যদি কোন নাপাক স্থানে অবস্থান গ্রহণ করে, তা'হলে তা অনতিবিলম্বে বিষ-বৃক্ষ উৎপাদন করবে এটাই স্বাভাবিক। মলিন-কলুষ যুক্ত দিল ও অপরিশুদ্ধ নফ্স্ যত বেশী মাত্রার ইল্ম-ই লাভ করুক, সেই দিল ও নফ্সে নিঃছিদ্র অন্ধকার ততবেশী ঘনীভূত হয়ে উঠবে। এইরূপ মনে ইল্ম এক ধরনের অন্ধকারাচ্ছন্ন আবরণের সৃষ্টি করে। আর কার্যতঃ তা-ই হয়ে দাঁড়ায় সবচাইতে বড় শক্ত আবরণ। এই কারণেই একজন বিপথগামী আলেমের সৃষ্ট বিপর্যয় অন্যান্য সকল প্রকার অনিষ্ট ও অন্যায় থেকেও অধিক মারাত্মক ও বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়ায়।

বস্তুতঃ ইল্ম হচ্ছে 'নূর'। কিন্তু সে' নূর' নির্মল আলোবিচ্ছুরণে সক্ষম হয় যদি তা পরিচ্ছন্ন পরিশুদ্ধ পাত্রে বা অন্তরে সংস্থাপিত হয়। কলুষ যুক্ত মলিন দুর্গন্ধময় পাত্রে তথা অন্ধকারাচ্ছন্ন অন্তরে তা আলোবিচ্ছুরণে বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। অনুরূপভাবে কেউ যদি ইল্ম অর্জন করে বৈষয়িক মান-সম্মান ও প্রকাশ প্রচার-মূলক খ্যাতি অর্জনের লক্ষ্যে, তা'হলে তা-ই আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের কারণ হওয়ার পরিবর্তে অনেক অনেক দূরত্ব সৃষ্টি করবে।

আল্লাহ্র তওহীদ—একত্ব ও অনন্যতা সংক্রান্ত ইল্ম যদি একান্তভাবে আল্লাহর জন্য আল্লাহরই পথে অর্জিত না হয়, তা'হলে তা-ই আল্লাহ্র একত্ব অনুধাবনের



www.pathagar.com

পথে একটা দূরতিক্রম্য প্রতিবন্ধক ও অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে। কেউ যদি চৌদ্দ রকমের পাঠরীতিসহ কুরআন মজীদ হিফ্‌য্‌ও করে, কিন্তু তার লক্ষ্য যদি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন না হয়, তা'হলে এই হিফ্‌য-ই-কুরআন তাকে আল্লাহ্‌র নিকটে পৌঁছে দিতে পারবে না। তথায় আরো বেশী মাত্রার দূরত্বই সৃষ্টি করবে।

তোমাদের কেউ যদি খুব লেখা-পড়া করে ও তাতে কষ্ট স্বীকার করে, তা'হলে সম্ভবতঃ সে একজন আলেম হয়ে উঠবে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে গভীরভাবে অনুধাবন করা আবশ্যক যে, একজন নিছক আলেম ও একজন পরিশুদ্ধ মন-মানসিকতা সম্পন্ন ব্যক্তির মধ্যে অনেক তফাৎ রয়েছে।

আমাদের একজন উস্তাদ বলতেন ঃ তোমার পক্ষে একজন 'আলেম' হয়ে উঠা খুবই সহজ। কিন্তু খুব বেশী কঠিন হচ্ছে একজন সত্যিকার মানুষ হওয়া। আমি বলব, কথাটি ঠিক নয়। ঠিক কথা হচ্ছে, একজনের আলেম হওয়া বেশ কঠিন বটে কিন্তু একজনের মানুষ হওয়া কতকটা অসম্ভবের পর্যায়ভুক্ত।

উন্নতমানের নৈতিক চরিত্র, পবিত্র-নির্মল আদব-কায়দা, আচার-আচরণ এবং মানবীয় মান অর্জন খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও অতিশয় কষ্টসাধ্য কাজ। আর এই দুর্বহ বোঝা-ই তোমাদের কাঁধে চাপানো রয়েছে।

সতর্ক থাকবে, তোমরা শরীয়াতী ইল্‌ম—বিশেষ করে অতীব উত্তম ফিক্‌হ্‌ সংক্রান্ত ইল্‌ম অর্জনে মশ্‌গুল হয়ে আছ বলেই তোমরা আসল দায়িত্ব পালনে রত আছ বলে কখনই ধারণা করবে না। তোমাদের নিকট যা চাওয়া হচ্ছে তা-ই তোমরা করছ বলে মনে করতে পার না যতক্ষণ না তোমাদের মধ্যে ইখলাস্‌—ঐকান্তিকতা ও নিঃস্বার্থতা যথেষ্ট মাত্রায় জেগে উঠছে। কেননা শুধু এই ইল্‌ম-ই তো আর কোন কল্যাণ দিতে পারে না।

তোমাদের এই জ্ঞান অর্জন যদি আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয় আর তা হয় নফ্‌সের খাহেশ পূরণার্থে, সামাজিক নেতৃত্ব, বৈষয়িক মান-সম্মান ও সুযোগ সুবিধা লাভের জন্য তা হলে তোমরা নিজেদের জন্য পাপের বোঝাই অর্জন করলে আর দুঃখ-বিপদ ও মর্মান্তিক পরিণতিই টেনে আনলে।

তোমরা ইল্‌ম-এর ক্ষেত্রে যে সব বিষয় শিখছ, তা যদি তাক্‌ওয়া ভিত্তিক ও তাক্‌ওয়া সমন্বিত না হয়, তা'হলে তার মাত্রা ও পরিমাণ যতই বেশী হোক দুনিয়া ও আখেরাতে সমগ্র মুসলিম উম্মাতকে তা খুবই ক্ষতিগ্রস্ত করবে, কিছু মাত্র কল্যাণ দিবে না। এই শুধু বিষয় জ্ঞান অর্জনই তো আর কোন ফায়দা দিতে পারে না, পারে না মনে ও জীবনে কোন প্রভাব বিস্তার করতে। তওহীদী ইল্‌ম-এর সাথে



www.pathagar.com

যদি মনের পরিচ্ছন্নতা ও পরিশুদ্ধির সংযোগ সাধিত না হয়, তা হলে তা তার ধারকদের জন্য বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

তওহীদের আলেমের সংখ্যা অনেক বেশী হয়েছে, সন্দেহ নেই; কিন্তু তারা বিপুলসংখ্যক মানুষের চরম গুমরাহীর কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এমন বহু ব্যক্তি আছেন তাঁরা যা কিছু অধ্যয়ন করেছেন তাতে অনেক বেশী ব্যুৎপত্তি লাভ করেছেন বটে; কিন্তু তাঁরা নিজেদের নফ্‌সকে সংশোধিত-পরিশুদ্ধ করেননি বলে সামাজিক কর্মক্ষেত্রে অবতরণ করেই তারা নানাভাবে জনগণের গুমরাহীর ও জনজীবনে বিপর্যয় সৃষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছেন।

এ সব শুষ্ক নিরস পরিভাষাসমূহ যদি তাক্‌ওয়া ও পরিশুদ্ধির সার ছাড়াই মনের যমিনে বপিত হয়, তা হলে তা যে অহংকার-দাম্ভিকতার ফসল ফলাবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

যে আলেমে সূ' অর্থাৎ খারাপ চরিত্রের আলেমের উপর অহংকার ও দাম্ভিকতা সওয়ার হয়ে বসবে, সে কখনই স্বীয় নফস্‌কে সংশোধন করতে পারবে না, সংশোধন করতে পারবে না সমাজকেও। তখন ইসলামের পক্ষে তা শুভ পরিণতি নিয়ে আসবে না, নিয়ে আসবে না গোটা মুসলিম জনগণের জন্যেও। কয়েক বছর জ্ঞান অর্জনে ও শরীয়াতের হুকুক উদ্ধারে অতিবাহিত হওয়ার পর তা মুসলিম জনগণের অগ্রগতি লাভের পথে একটা মস্তবড় বাধা হয়ে উঠবে, তাদের জন্য বিভ্রান্তি ও গুমরাহীর কারণ হয়ে দাঁড়াবে। জ্ঞান-কেন্দ্রে তার দীর্ঘকালীন অবস্থান এবং অধ্যয়ন ও চর্চার কাজে অতিবাহন কুরআনে নিহিত মহাসত্য সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করার উপায় হতে পারবে না। বরং তার এই অবস্থান গোটা সমাজ-সমষ্টির ইসলাম সম্পর্কিত নির্ভুল জ্ঞান লাভের পথে বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়াবে। আর তা-ই হবে প্রকৃত দ্বীনী আলেমের জন্য মর্যাদা বিনষ্টকারী।

———



www.pathagar.com

# শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ অবিচ্ছিন্ন

আমি বলছি না, তোমরা পড়া-শুনা করবে না, জ্ঞান-শিক্ষার জন্য কষ্ট স্বীকার করো না। আমার কথা হ'ল, এ সবের মাধ্যমে তোমাদেরকে অবশ্যই চেষ্টা করতে হবে যে, তোমরা সমাজের জন্য সর্বোতভাবে কল্যাণকর হয়ে গড়ে উঠবে। তোমরা মুসলিম উম্মাতকে ইসলামের দিকে পরিচালিত করবে, ইসলামী প্রেরণায় তাদের উদ্বুদ্ধ করে তুলবে। তোমরা যদি ইসলামের প্রতিরক্ষায় আত্মনিয়োগ কর, ইসলামের মান-মর্যাদা রক্ষা করতে ইচ্ছুক হও, ইসলামের সংকট দেখে তোমরা হও দুঃখভারাক্রান্ত তা'হলে তোমাদের পড়া-শুনা খুবই গভীর ও সূক্ষ্ম হওয়া উচিৎ। তা'হলেই তোমরা ইসলামী ফিকহ্‌র ক্ষেত্রে কোন না কোন মত প্রকাশের যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে. আর যদি মনোযোগ সহকারে তোমরা পড়া-শুনাই না কর, তা'হলে দ্বীনী মাদরাসায় তোমাদের অবস্থান গ্রহণ তোমাদের জন্য সম্পূর্ণ হারাম। দ্বীনী ইল্‌ম অর্জনকারী লোকদের জন্য যে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা নির্দিষ্ট করা হয়েছে, শরীয়াত সম্মত যে সব অধিকার রাখা হয়েছে দ্বীনী-ইল্‌ম অর্জনে মশ্‌গুল থাকা ছাত্রদের জন্য, তা গ্রহণ করার কোন অধিকার-ই তোমাদের থাকতে পারে না। প্রচলিত ফিকহ্‌ ও উসূলের জ্ঞান সূক্ষ্মতা সহকারে অর্জন করা স্বাভাবিক-ভাবেই তোমাদের কর্তব্য এবং তা অত্যন্ত জরুরী ব্যাপারও।

এই পর্যায়ে চূড়ান্ত কথা হচ্ছে, আমি তোমাদের সতর্ক করে দিতে চাই যে, নফ্‌স-এর সংশোধন ও পরিশুদ্ধকরণের জন্যও অবিশ্রান্ত শ্রম ও কষ্ট স্বীকারের বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। মূলতঃ তোমাদের এই দু'টো ক্ষেত্রেই সমানভাবে পরিশ্রম করতে হবে। দু'টি ক্ষেত্রেই উচ্চতর স্থানে পৌঁছা-ই হতে হবে তোমাদের লক্ষ্য বিন্দু। তন্মধ্যে কেবল মাত্র একটি ক্ষেত্রের উপর সমগ্র চেষ্টা ও সাধনা নিবদ্ধ করা কিছুতেই ঠিক হবে না—যথেষ্ট হবে না। অর্থাৎ কেবল ইল্‌ম শিখলেই দায়িত্ব পালন হবে না। ইল্‌ম শেখার ক্ষেত্রে তোমরা যদি এক পা অগ্রসর হও, তা'হলে তোমাদের কর্তব্য হবে নফ্‌স সংশোধন ও পরিশুদ্ধকরণে ও সাথে সাথেই এক পা অগ্রসর হওয়া, নফ্‌সে যে-সব খারাপ ইচ্ছা-বাসনা, চিন্তা-ভাবনা রয়েছে তা থেকে নফ্‌সকে মুক্ত, পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করতে হবে। সেই সাথে আত্মিক শক্তিসমূহকে উজ্জীবিত করতে হবে, উন্নতমানের চরিত্রে নিজেদের ভূষিত করতে হবে, যথার্থভাবে তাক্‌ওয়া বা খোদা-ভীতি অর্জন করতে হবে।



www.pathagar.com

তোমরা এখানে যে সব ইল্‌ম অর্জন কর, তা অতি উচ্চতর মানের নৈতিক চরিত্র অর্জনের ভূমিকা—প্রাথমিক পর্যায় মাত্র। তোমরা সারাটি জীবন এই ভূমিকা বা প্রাথমিক পর্যায়ের মধ্যে মশগুল হয়ে থাকবে, কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে বা চরম পরিণতিতে পেঁছবে না, তা কখনই বাঞ্ছনীয় হতে পারে না। এ বিষয়ে তোমরা অবশ্যই সাবধান হবে।

সন্দেহ নেই, তোমরা এই পর্যায়ে বিভিন্ন ইল্‌ম শিক্ষা লাভ কর। কিন্তু তা নিশ্চয়ই কোন উচ্চতর লক্ষে পৌঁছার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ মাত্র। সে উচ্চতর লক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহর মারিফাত (যথার্থ পরিচিতি) লাভ এবং নফ্‌সকে আবর্জনামুক্ত পরিচ্ছন্ন ও পরিশুদ্ধকরণ। আর তা-ই হচ্ছে দ্বীনী-ইল্‌মের ফল। তা লাভ করাই এই ইল্‌ম শেখার চূড়ান্ত লক্ষ্য। অতএব সেই আমল ও মৌলিক লক্ষ্যে পেঁছতে পারার জন্য তোমাদের চেষ্টা ও সাধনা একান্তভাবে নিয়োজিত হওয়া আবশ্যক।

শিক্ষা-কেন্দ্রে ভর্তি হবার সাথে সাথে অন্য সব কিছুর আগে তোমাদের উচিৎ নিজেদের নফ্‌সের সংশোধন ও পরিশুদ্ধকরণে মনোযোগ দেয়া। আর এই লক্ষ্যের জন্য তোমাদের সর্বাধিক চেষ্টা নিবদ্ধ থাকা উচিৎ এই শিক্ষা-কেন্দ্রে থাকার শেষ দিন পর্যন্ত। অতঃপর তোমরা যে সামাজিক-সামষ্টিক কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়বে, তখন তোমাদের উন্নতমানের আদর্শ চরিত্র দ্বারা জনগণকে উপকৃত হওয়ার সুযোগ দিবে—ইসলামী আদর্শ চরিত্র গ্রহণে তাদের অনুপ্রাণিত করবে, এটাই তোমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিৎ।

সুতরাং সমাজের কাজে লেগে যাওয়ার পূর্বেই তোমাদের উচিৎ সাধ্যানুযায়ী নিজেদের নফ্‌সকে সংশোধন ও পরিশুদ্ধ করা। আর সে জন্য এখনই উপযুক্ত সময়। এখন তো তোমাদের বিপুল সময় ও অবকাশ রয়েছে। এখনই যদি নিজদিগকে সংশোধন করে না লও, তা'হলে সামাজিক দায়িত্ব গ্রহণের পর তোমরা তা কি করে করতে পারবে? তখন তো তোমাদেরকে অনেক কাজ করতে হবে, কাজে দিন-রাত ব্যতিব্যস্ত হয়ে থাকতে হবে। বলতে গেলে সমস্ত সময়টাই তোমাদের অতিবাহিত হয়ে যাবে সে সব কাজে! তখন এদিকে ভ্রূক্ষেপ করারও অবকাশ পাওয়া সম্ভব হবে না তোমাদের পক্ষে।

সত্যি কথা, তোমরা যখন দুনিয়ার কাজে-কর্মে ব্যস্ত হয়ে পড়বে, দুনিয়া তোমাদেরকে গ্রাস করে নিবে। তখন তোমাদের নফ্‌সকে সংশোধন করার দিকে কোন ভ্রূক্ষেপ করবার সময় পাবে না। তখন সমাজের লোকদের পারস্পরিক ব্যাপারাদি মিটমাট করা, তাদের সংশোধন করার পথে অনেক বাধা মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে। আর সে সব বাধার মধ্যে তোমাদের এই লম্বা দাড়ি ও বিরাট পাগড়ী



www.pathagar.com

অন্যতম হবে। তার পূর্বেই স্বীয় নফ্সকে পরিশুদ্ধ করে না থাকলে দ্বীনী ইল্ম হাসিল করায় ধারাবাহিকতা রক্ষা করাও কঠিন হবে। কেননা তখন একজন ছাত্রের মত পাঠ গ্রহণে উপস্থিত হওয়াটা সঠিক ও মর্যাদার পক্ষে উপযোগী বলে বিবেচনা করাও সহজ হবে না। তখন এই নফ্সে আম্মারাকে পদদলিত করে পাঠ গ্রহণের জন্য শিক্ষা-কক্ষে চলে যাওয়া ও ইল্মী তত্ত্ব জানার জন্য চেষ্টা করা তোমাদের পক্ষে খুবই দুষ্কর ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে।

প্রখ্যাত ইসলামী মনীষী শায়খ তূসী (রঃ) তাঁর জীবনের পঞ্চাশ-বায়ান্ন বছর বয়সেও একজন ছাত্রের মতই পাঠ গ্রহণের জন্য শিক্ষাকেন্দ্রে চলে যেতেন। অথচ এই সময় পর্যন্ত যে মূল্যবান গ্রন্থাদি রচনা করেছিলেন, তার সংখ্যা ছিল বিশ ও ত্রিশের মাঝামাঝি। জানা যায়, তিনি এই সময়ই তাঁর التهذيب গ্রন্থখানি রচনা করেন। কিন্তু তখনও তিনি সাইয়েদ আল-মুরতযা'র দরসের মজলিসে রীতিমত হাজির হতেন। আর সেই কারণেই তিনি ইল্মের উচ্চতর মর্যাদায় উন্নীত হতে পেরেছেন, এ কথা সহজেই বলা যায়।

তাই পাগড়ীধারী লোকদের উচিৎ পাগড়ীটা খুব বিরাট না করা। আর নৈতিক চরিত্রের উচ্চতর মান ও সুবিমল মাহাত্ম্য অর্জনের পূর্বে পর্যন্ত নিজ সাদা দাড়ির বিরুদ্ধে কেউ যেন যুদ্ধে লিপ্ত না থাকে। কেননা এ সব তো যেমন হওয়া উচিৎ তেমনিই হবে। মাঝখানে বেহুদা কাজে সময় নষ্ট করে কোন লাভ হয় না।

তোমরা এই সময়টির মূল্য অবশ্যই বুঝবে। বৃদ্ধ হয়ে যাওয়ার আগে যত পার চেষ্টা ও সাধনা কর। জনগণের নেতা হওয়ার পূর্বে, বহু দৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দু হওয়ার আগে তোমরা নিজেদের অবস্থা সূক্ষ্ম পর্যালোচনা করে দোষ-ত্রুটি মুক্ত হতে চেষ্টা করবে।

তোমরা আল্লাহর নিকট তওফীক চাও, তোমাদের নফ্সকে পরিশুদ্ধ ও নির্মল করার পূর্বে যেন তোমাদেরকে সমাজের নেতৃত্বের স্থানে বসতে না হয়। কেননা তা হতে হলে সব জিনিসই তোমরা খারাপ করে দিবে। তোমরা নিজেরাই চরম গুমরাহীর মধ্যেও পড়ে যেতে পার, তা অসম্ভব নয়। তাই তোমাদের হাতে নেতৃত্বের রশি আসার আগেই তোমরা নিজেদেরকে উত্তমভাবে সংশোধন করে নাও, নফ্সকে কর পরিশুদ্ধ, পবিত্র। তোমাদের অতীব উত্তম চরিত্রের ভূষণে ভূষিত হতে হবে। চরিত্রের খারাপ দিকগুলো পরিহার করতে হবে। তোমরা কলুষমুক্ত এবং তোমার ইখ্লাস—ঐকান্তিক নিষ্ঠা-ই যেন হয় জ্ঞান শেখার আসল চালিকা শক্তি। তা'হলে তা-ই তোমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দিবে।


www.pathagar.com

মনে রেখো; সমস্ত কাজের মূলে নিয়ত যদি খালেসভাবে আল্লাহর জন্য না হয় তা'হলে সেই কাজসমূহ মানুষকে আল্লাহর রহমতের দরবার থেকে অনেক দূরে নিয়ে যাবে। তোমাদের সাবধান থাকা উচিৎ এই ব্যাপারে যে, সত্তর বছর এই দুনিয়ায় জীবন যাপন পূর্ণ হয়ে যাওয়ার পর তোমাদের এক-একজনের আমলনামা খুলে যখন দেখা যাবে যে, তোমাদের এই জীবনটা আল্লাহ থেকে সত্তর বছর পিছিয়ে রয়েছে, তাহ'লে বড়ই মর্মান্তিক অবস্থা দেখা দিবে।

খোদার নিকট পানাহ্ চাও। তোমরা সেই পাথরটির কথা নিশ্চয়ই শুনেছ, যা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হয়েছে আর সত্তর বছর পরও তার পতন ধ্বনি শুনা গিয়েছে। রসূলে করীম (সঃ) থেকে একজন সত্তর বছর বয়সের বৃদ্ধ এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। অথচ তার এই সত্তর বছর বয়স জাহান্নামের দিকেই অতিবাহিত হয়ে গেছে।

তোমাদের এক-একজনের জীবনের পঞ্চাশটি কিংবা তারও অধিক বয়স এই শিক্ষা-কেন্দ্রে অতিবাহিত হয়ে যাবে প্রাণান্তকর কষ্ট স্বীকার ও শ্রম-সাধনার মধ্য দিয়ে, আর শেষ কালে দেখা যাবে যে, তোমাদের এই জীবনটা জাহান্নামের দিকেই চলে গেছে। তখন দুঃখ ও আফসোস করেও কোন ফায়দা হবে না। ... ... তাই এখনই পরিণাম সম্পর্কে তোমাদের চিন্তা-ভাবনা করা উচিৎ বিশেষ গুরুত্ব সহকারে।

এখন তোমাদের নফ্সকে পরিশুদ্ধ করার ও নৈতিকতাহীন কার্যকলাপ থেকে নিজেদের চরিত্র সংশোধনের জন্য চেষ্টা শুরু করে দাও। এখনই সে জন্য কার্যসূচী তৈরী কর। তোমাদের এক-একজন নৈতিক চরিত্রের শিক্ষক হও, ওয়ায ও নসীহতের জন্য মজলিস্ গড়ে তোল। তা' হ'লে এই ক্ষেত্রে তোমাদের জন্য খুবই সহায়তা হবে। কেননা, একক চেষ্টা ও নিঃসংঘ্ অভিযাত্রা কোন সুষ্ঠু আদর্শ অনুসরণে ও মনপূত সুফল লাভে কোন রূপ সাহায্য করে না।

মনে রেখো, শিক্ষা কেন্দ্রসমূহ যদি নৈতিক শিক্ষার শিক্ষক শূন্য হয়ে যায়, ওয়ায ও নসীহতের মজলিস্ না বসে, তাহলে এই শিক্ষা কেন্দ্রসমূহ ধ্বংস-বিলুপ্ত হয়ে যাওয়াই মংগলজনক হবে।

শিক্ষা ক্ষেত্রে ইল্মে ফিকহ ও 'ইল্মে উসূল' শিক্ষাদানের জন্য যেমন শিক্ষকের প্রয়োজন, অনুরূপভাবে দুনিয়ার প্রত্যেক জ্ঞান ও বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য শিক্ষক নিয়োজিত থাকা আবশ্যক। লোকেরা যদি নিয়মতন্ত্র মেনে না চলে, পরিকল্পনাবিহীন অবস্থায় কাজ করে, তা'হলে কোন ক্ষেত্রেই বিশেষজ্ঞ হওয়া সম্ভব হয় না। তা'হলে নবী-রসূল প্রেরণের চরম লক্ষ্য যে নৈতিক শিক্ষা ও চারিত্রিক উৎকর্ষ যা অতীব



www.pathagar.com

সূক্ষ্ম জ্ঞানের ব্যাপার, সে জন্য কোন শিক্ষকের প্রয়োজন হবে না—তা শেখার জন্য বিশেষ কার্যসূচী গ্রহণ করা হবে না তা আমরা কি করে মনে করতে পারি ?

পড়া-শুনা না করে কেউ ফিকহ্‌বিদ্‌ হতে পারে না। তাই কোন রূপ অধ্যয়ন ও প্রশিক্ষণ ব্যতিরেকে এক একজন মুত্তাকী বা চরিত্রবান ব্যক্তি তৈরী হবে, তাও কল্পনা করা যেতে পারে না।

আমি বহুবার-ই শুনেছি, ফিকহ্‌ ও উসূলের উস্তাদ শায়খুল আনসারী ( রঃ ) একজন চরিত্র বিদ্যার শিক্ষকের নিকট পাঠ গ্রহণ করেছেন। আল্লাহর নবীগণ মানুষ বানানোর লক্ষ্যে—মানুষকে প্রশিক্ষণ দেয়ার উদ্দেশ্যেই প্রেরিত হয়েছিলেন। সকল প্রকার হীন ও নীচ চরিত্র দোষ-কলুষযুক্ত কাজকর্ম থেকে জনগণকে পবিত্র-করণই ছিল তাদের প্রধান সাধনা। তাঁরা সব সময় উন্নতমানের নেক চরিত্র গ্রহণের জন্য জনগণকে উৎসাহ দান করতেন। খোদ নবী করীম ( সঃ ) ইরশাদ করেছেন ঃ

بعثت لا تمم مكارم الاخلاق

'আমি প্রেরিতই হয়েছি অতীব উত্তম মর্যাদা-মাহাত্ম্যপূর্ণ চরিত্রকে পূর্ণত্বে পেঁছাবার জন্য।'

বস্তুতঃ চরিত্র বিদ্যা এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, আল্লাহতায়ালা তার শিক্ষাদানের জন্য প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থায়ই সম্পূর্ণ করেছেন। এই উদ্দেশ্যে নবী-রসূল পাঠিয়েছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এখনকার শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহে এ জন্য কোন বাস্তব ও কার্যকর ব্যবস্থা আদৌ গ্রহণ করা হয়নি। এমন কেউ নেই, যে এই বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করবে। ইসলামী আচার-আচরণের ক্ষেত্রে যে ভাঙ্গন ও বিপর্যয় দেখা দিয়েছে, নৈতিকতার দিক দিয়ে যে ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখা দিয়েছে আমাদের জীবনে, তদ্দরুন আমাদের সমাজে বহু প্রকারের বৈষয়িক ও বস্তুগত কঠিন সমস্যারও সৃষ্টি হয়ে পড়েছে। বহু আধ্যাত্মিক ও নৈতিক সমস্যাও মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। এমন কি আজকের দিনে সাধারণতঃ লোকেরা বুঝতে পারে না একজন লোকের দ্বীনী আলেম হওয়ার প্রকৃত তাৎপর্য কি ? কি তার দায়িত্ব ও কর্তব্য, তার কোন্ কার্যসূচী অনুসরণ করে কাজ করা উচিৎ, কোন্ কার্যকলাপ তার আঞ্জাম দেয়া বাঞ্ছনীয় ?

আমাদের মধ্যে অনেকেই এমন, যারা কিছু কথা শেখার জন্য তৎপর হয়। তার পরই তাদের এলাকায় ফিরে যায়, কিংবা চলে যায় অন্য কোথাও সামাজিক মান-মর্যাদা ও পজিশন পাওয়ার উদ্দেশ্যে। তখন আমাদের সম্মুখে খোশামুদে (Servile) নীতি অবলম্বন করে। এ ধরনের লোকেরাই বলে থাকে ঃ



www.pathagar.com

আমাকে সুযোগ দিন, আমি পড়িয়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে দিব ... ...
আর তখন আমি জানতে পারব, কি করে একটি গ্রামের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের
কি করে হাত করতে হয় ... ... ?

তোমরা বিদ্যা শিক্ষা করে কোন ব্যক্তি বিশেষের বা কেন্দ্র বিশেষের কাছে মর্যাদা হাসিল করতে চাইবে না কখনও। কোন বিশেষ শহর বা নগরের প্রধান হওয়াও তোমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিৎ নয়। কোন জনবসতির অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা হওয়ার মধ্যে জীবনের সার্থকতা বা সাফল্য নিহিত নেই। আর তা-ই যদি কারও লক্ষ্য হয়ে যায়, তা'হলে হয়ত সে তার লক্ষ্যে পৌঁছে যাবে, কিন্তু পরিণামে সে নিজের জন্য ও সমাজ সমষ্টির জন্য দুঃখ ও দুর্ভাগ্যই টেনে আনবে, তাতে সন্দেহ নেই।

তাই তোমাদের কর্তব্য, জনগণের নেতা ও প্রধান হওয়ার পূর্বেই তোমাদের নিজেদের নফ্‌সকে পবিত্র-পরিশুদ্ধ করার কাজ সম্পন্ন করে নাও। তারপরে জনগণের সংশোধনের ও তাদের পুনর্গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করবে। এরূপ হলেই তোমাদের যথার্থ লক্ষ্য হতে পারবে ইসলাম ও মুসলমানদের খেদমত।

তোমরা যখন আল্লাহ্‌র কাজে মশগুল হয়ে পড়বে এবং এই পথে কষ্ট স্বীকার করতে থাকবে, তখন তোমরা অবশ্যই অনুভব করতে পারবে যে, তিনিই প্রকৃত পক্ষে দিল পরিবর্তনকারী, তিনিই তোমাদিগকে জনগণের নিকট প্রিয় বানিয়ে দিবেন। যেমন আল্লাহ নিজেই বলেছেন ঃ

ان الذين امنوا وعملوا الصلحت سيجعل لهم الرحمن ودا۔

'নিশ্চয়ই সে সব লোক যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে, মহা দয়াময় আল্লাহ তাদের জন্য বন্ধুতার সৃষ্টি করে দিবেন।'

তোমরা আল্লাহর পথে জিহাদ কর। এই পথে তোমরা কোরবানী দাও, ত্যাগ-তিতিক্ষা গ্রহণ কর। আল্লাহ তোমাদেরকে সওয়াব ও শুভ প্রতিফল না দিয়ে কখনও তোমাদেরকে ত্যাগ করবেন না। তা যদি এই দুনিয়ায় না-ও হয়, নিশ্চয়ই তোমরা তা পরকালে অবশ্যই পাবে। আর আল্লাহ এই দুনিয়ায় যদি তোমাদের কোন শুভফল না দেন, তা'হলে তা তোমাদের জন্য খুবই ভালো। কেননা এ দুনিয়া তো খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। কেননা এই আহাজারী, হাহাকার—এই হিসাব-নিকাশ সবই তো নিঃশেষ হয়ে যাবে। এখানকার যা কিছু আয়োজন ও ব্যবস্থাপনা, তা তো কয়েক দিনের জন্য মাত্র। মানুষের সম্মুখ থেকে তা স্বপ্নের মত তিরোহিত হয়ে যাবে। কিন্তু পরকালীন শুভ কর্মফল চিরন্তন ও শাশ্বত, তার কোন সীমা নেই, কোন দিন-ই তা শেষ হবে না।



www.pathagar.com

# জ্ঞান-কেন্দ্রসমূহের বিপর্যয়ের বিপদ

সম্ভবতঃ কোন অশুভ শক্তি আমাদের মাঝে নীতিহীনতার বিষ ছড়াচ্ছে এবং আমাদের জ্ঞান ও শিক্ষা কেন্দ্রসমূহে নৈতিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের কার্যসূচীর গুরুত্বকে হ্রাস করার জন্য ব্যাপক ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে। যেমন তাদের স্বার্থপর প্রচারণাসমূহ কেন্দ্রীভূত হচ্ছে এই বিষয়ের উপর যে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোন ওয়াজ-নসীহতের মঞ্চ কায়েম করা শিক্ষাদর্শের পরিপন্থী। এ নীতির ফলে বড় বড় ইলমী ব্যক্তিত্ব মিম্বারের উপর দাঁড়িয়ে দ্বীনী হেদায়েতের কথা বলতেও ভয় পাচ্ছেন। এতে ইসলামের দুশমন কুচক্রীদের ষড়যন্ত্র সফল হয়ে যাচ্ছে। আর সে ষড়যন্ত্রের লক্ষ্য দ্বীনি শিক্ষার্থীদিগকে নির্ভুল দ্বীনী ও নৈতিক প্রশিক্ষণ দান থেকে এ সব বড় বড় আলেমকে বিরত রাখা এবং ছাত্রদেরকে এই ব্যক্তিত্বদের উচ্চমানের জ্ঞান থেকে আলো লাভ থেকে বঞ্চিত রাখা।

সন্দেহ নেই, জ্ঞান-শিক্ষার কেন্দ্রে মিম্বারের উপর দাঁড়ানোর ব্যাপারে লোকেরা ভুলে গেছেন যে, স্বয়ং রসূলে করীম (সাঃ)ও মিম্বারের উপর আরোহন করতেন এবং সেখান থেকেই তিনি সমগ্র উম্মাতের প্রতি গুরুত্বপূর্ণ নসীহত প্রদান করতেন। তাঁর পরে ইমামগণও এই কাজ-ই করে গেছেন।

সম্ভবতঃ স্বার্থান্বেষী মহল আমাদের জ্ঞান-কেন্দ্র ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহে এ সব ক্ষতিকর ও হীন চিন্তা-ভাবনা প্রচার করছে আমাদের এই প্রতিষ্ঠানসমূহকে সব রকমের নৈতিক ও চারিত্রিক পবিত্র ভাবধারা থেকে সম্পূর্ণ রিক্ত ও শূন্য করে দেয়ার উদ্দেশ্যে। আর তা'হলেই এসব প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে, সেখানে মারাত্মক ধরনের মুনাফেকী ছড়িয়ে পড়বে, এ সব প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত ব্যক্তিরা হীন স্বার্থপরতা ও আত্মম্ভরিতায় নিমগ্ন হবে। পারস্পরিক মতভেদের প্রাচীর অনেক উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। এই ব্যক্তিগণ শেষ পর্যন্ত পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াই-ঝগড়ায় লিপ্ত হয়ে পড়বে। তারা বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে ও গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে যাবে। প্রত্যেক গোষ্ঠী অপর গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারে উঠে পড়ে লেগে যাবে, একে অপরের ওপর কঠিন কঠিন অভিযোগ তুলে সমাজের সম্মুখে কলঙ্কিত ও লাঞ্ছিত করবে। পরিণামে সকলেরই মান-সম্মান ধূলায় লুণ্ঠিত হবে। সবচেয়ে বড় কথা, এ সব প্রতিষ্ঠান সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হবে মুসলিম উম্মাতের আস্থা ও বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে। তাদের সমর্থন থাকবে না এ সব প্রতিষ্ঠানের প্রতি, সাহায্য-সহযোগিতাও সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যাবে।.....আর এই উপায়েই তো ইসলামের শত্রুরা এ সব প্রতিষ্ঠানকে কঠিন সমস্যার মধ্যে নিক্ষেপ করে



www.pathagar.com

ইসলামী জ্ঞান-দুর্গের উপর প্রচণ্ড ও চূড়ান্ত আঘাত হানবার জন্য সংকল্প গ্রহণ করেছে। এর ফলে যেন, এই সবের নাম-চিহ্নও অবশিষ্ট না থাকে।

এসব জ্ঞান-কেন্দ্র ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহের পশ্চাৎ মুসলিম উম্মাতের যে কতখানি সমর্থন রয়েছে এবং তার গভীরতা ও প্রসারতা কত ব্যাপক, তা ইসলামের এই শত্রুদের খুব ভালোভাবেই জানা আছে। আর তারা এ-ও জানে যে, এই অবিচল ও প্রবল সমর্থন থাকা পর্যন্ত তারা এ সব প্রতিষ্ঠানের কোনরূপ ক্ষতি সাধন করতে সক্ষম হবে না, সমর্থ হবে না এ সবের প্রভাব একবিন্দু ক্ষুণ্ণ করতে। কিন্তু এ সব প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত ব্যক্তিগণ—ছাত্র ও শিক্ষকগণ—যখনই নৈতিক ভিত্তি হারিয়ে ফেলবে, ইসলামী মর্যাদা চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে, পরস্পরের মান-সম্মান ক্ষুণ্ণ করার কাজে লিপ্ত হবে, আর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীতে ছিন্ন-ভিন্ন ও বিভক্ত হয়ে পড়বে, তারা হয়ে পড়বে পরস্পরের সাথে মারাত্মক সংঘর্ষে লিপ্ত, নিমজ্জিত হবে বীভৎস-জঘন্য চরিত্রহীনতার কাজে, তখন মুসলিম জনতার দৃষ্টিতে এসব প্রতিষ্ঠান স্বাভাবিকভাবেই নিজেদের ভাবমূর্তি সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে ফেলবে। আর তার ফলে তারা এ সবের সমর্থন ও সাহায্য-সহযোগিতা করাও বন্ধ করে দিবে, তখন এ সবের উপর প্রচণ্ড ধ্বংসাত্মক আঘাত হানা তাদের পক্ষে খুবই সহজসাধ্য হয়ে পড়বে। এ কথা তো জানা-ই আছে যে, রাষ্ট্র দ্বীনী আলেম ও এসব জ্ঞানকেন্দ্রগুলোকে খুব একটা ভয় পায় না। মূলতঃ তারা ভয় করে জনগণকে। আর জনগণের আস্থা-বিশ্বাস ও সমর্থনেই নিহিত রয়েছে এই কেন্দ্রসমূহের আসল শক্তি।.....

তা এ জন্য যে, কাফের রাষ্ট্রসমূহ জানে যে, একজন দ্বীনী আলেমকে অপমান করা হলে তার তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে জনগণের মধ্যে। তারা বিক্ষুব্ধ হবে, তাদের রুদ্ররোষে পড়তে হবে সরকারকে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে আলেমগণের মধ্যেই যদি মতভেদ দেখা দেয়, অনৈক্য প্রচণ্ড হয়ে উঠে ও একে অপরের বিরুদ্ধে কুৎসা রটাতে লিপ্ত হয়, তা হলে উপরোক্ত ধরনের প্রতিক্রিয়া নিশ্চয়ই দেখা দিবে না। তখন ইসলামী ভাবধারা ও মান-সম্মান বোধের দিক দিয়ে তাদের প্রতি কোনরূপ আদব রক্ষা করা হবে না। কেননা তারা ইতিমধ্যেই জাতির আস্থা ও শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলেছে।

আমীরুল মু'মিনীন (সঃ) বলেছেন ঃ

> 'ইল্‌মের ধারকগণ যদি তা যথাযথ মর্যাদা সহকারে ধারণ করে, তা'হলে নিশ্চয়ই আল্লাহ্, তাঁর ফিরেশ্‌তাগণ এবং তাঁর সৃষ্টিকুলের মধ্য থেকে তাঁর অনুগত শ্রেণী তাদের অবশ্যই ভালবাসবে। কিন্তু তারা যদি তা ধারণ করে দুনিয়ার স্বার্থ লাভের জন্য, তা'হলে আল্লাহ তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন এবং তারা লোকদের নিকট মান-মর্যাদাহীন হয়ে পড়বে।'



www.pathagar.com

হে পাগড়ীধারী ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত-প্রশিক্ষিত ব্যক্তিগণ। মুসলিম জনতা তোমাদের প্রতি এই আশা পোষণ করে যে, তোমরা হিয্‌বুল্লাহ্‌—আল্লাহ্‌র দল হয়ে গড়ে উঠবে! তোমরা দুনিয়ার চাকচিক্যে মত্ত হবে না। দুনিয়ার আনন্দ-ফুর্তির দিকে কিছুমাত্র আকৃষ্ট হবে না। তোমরা আল্লাহর কালেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র ব্যাপক প্রচার সাধনে তোমাদের পক্ষে যা কিছু এবং যত কিছু করা সম্ভব, তা করতে বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করবে না। তোমাদের লক্ষ্য নিবদ্ধ হবে একমাত্র আল্লাহর দিকে, তাঁরই সন্তুষ্টি বিধানের দিকে। তোমরা দুনিয়ার কোন মানষের সন্তুষ্টি পাওয়ার জন্য সচেষ্ট হবে না, সে যে-ই হোক-না কেন এবং তার পরিণতি যা-ই হোক না কেন?

উম্মাতের জনগণ যখন তোমাদেরকে এর বিপরীত পথে চলতে দেখবে, যখন দেখবে যে, তোমাদের চেষ্টা-সাধনার লক্ষ্য প্রবৃত্তির উর্ধে নিবদ্ধ নয়, দেখবে দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট, ব্যক্তিগত স্বার্থ ও সুযোগ-সুবিধা লাভের দিকে,—দুনিয়ার অন্য লোকেরা যেমন করে। দুনিয়ার ব্যাপার নিয়ে যখন তোমাদেরকে পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত দেখবে, স্বার্থের লড়াইয়ে তৎপর দেখবে, দুনিয়ার হীন স্বার্থোদ্ধারে মশগুল দেখবে, দ্বীনকে দোকানের পণ্য বানাতে ও দ্বীন নিয়ে ব্যবসা করতে দেখবে, তখন উম্মাতের জনগণ তোমাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে। তোমাদের সম্পর্কে তাদের ধারণা অত্যন্ত খারাপ হয়ে যাবে। তখন এই অবস্থার জন্য তোমরা নিজেরাই দায়ী হবে।

কোন পাগড়ীধারী যখন এ সব জ্ঞান-কেন্দ্রের উপর দুর্বহ বোঝা হয়ে দাঁড়াবে কেবল সমস্যার পর সমস্যার সৃষ্টিতেই ব্যস্ত হয়ে পড়বে, ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য মত পার্থক্যের আগুন জ্বালাবে, পরস্পরের ইজ্জতের উপর আক্রমণ করবে, একজন অপর জনকে ফাসেক-কাফের বলতে শুরু করবে, খুবই নীচ ও সংকীর্ণ মনোবৃত্তির পরিচয় দিবে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপার নিয়ে ঝগড়ায় লিপ্ত হবে, তখনই তারা ইসলাম ও কুরআনেরই খিয়ানত করবে, আল্লাহ তাদের যে মহান আমানতের সংরক্ষণের জন্য দায়ী বানিয়েছিলেন, সেই বিষয়েই তারা বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধ করে বসবে।

বস্তুতঃ ইসলাম এক মহান পবিত্র আমানত। আল্লাহতায়ালা এই আমানত আমাদের হাতে সোপর্দ করে দিয়েছেন। কুরআন মজীদ অতীব গুরুত্বপূর্ণ আমানত আমাদের নিকট। দুনিয়ার আলেমগণ-ই এই মহান আমানতের ভারপ্রাপ্ত। কাজেই তার পূর্ণ সংরক্ষণ এবং সে আমানতের এক বিন্দ খিয়ানত না করা একান্তই কর্তব্য।

কিন্তু সমাজে যে বিভেদ-বিচ্ছেদ, মতপার্থক্য, সন্দেহ সংশয়, চিৎকার-হাহাকার—যার কোন শেষ বা সমাপ্তি নেই ইসলাম ও তার মহান নবীর (সঃ) প্রতি খিয়ানত করা ছাড়া আর কিছুই নয়।



www.pathagar.com

# মতবিরোধ কেন ?

আমি জানি না, আমাদের মধ্যে এত মতবিরোধ ও এত দলাদলি কেন ? তা যদি এই দুনিয়া ও দুনিয়ার কোন কিছুর জন্য হয়ে থাকে, তা হলে জিজ্ঞেস করি, এই দুনিয়ায় তোমাদের জন্য কি আছে ? দুনিয়ায় যদি কিছু থেকেও থাকে যা নিয়ে এত বিরোধ ও পার্থক্য, তা হলে তা নিয়ে তোমাদের এই মত বিরোধে পড়া তো একটা বড়ই আশ্চর্যের ব্যাপার এবং তোমাদের ক্ষেত্রে অভিনব-ও।.....হে খোদা, তুমি আমাদের পানাহ্ দাও, এই আলেমগণের আলেমত্ব কি শুধু আবাকাবা আর পাগড়ীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকবে। যে আলেম নিজেকে আল্লাহর সাথে সম্পর্কযুক্ত মনে করে—যা প্রাকৃতিক ব্যবস্থার উর্ধের ব্যাপার—যে আলেম দ্বীনী মাদ্রাসায় তৈরী ও প্রশিক্ষিত হয়ে উঠে, ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান থেকে যে লোক দৃঢ় প্রত্যয় ও মনোভাব গ্রহণ করে, সে ভালো করেই জানে যে, এই দুনিয়া ও তাতে লালসা-বাসনা-কামনার চরিতার্থতাকে লক্ষ্যরূপে গ্রহণ করা অত্যন্ত বিপজ্জনক। সে এই বিষয়ে চিন্তা-ভাবনাও করতে পারে না। তা নিয়ে বা তার কারণে কোন রূপ মতপার্থক্য বা ঝগড়া-বিবাদের সৃষ্টি করা তো অনেক দূরের ব্যাপার। এ জন্য দলাদলি করাও তার পক্ষে সম্ভব হতে পারে না।

তোমরা যারা আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলীর (রাঃ) অনুসরণের দাবীদার, তোমরা তাঁর জীবন-কাহিনী সম্পর্কে অন্ততঃ কিছু না কিছু জ্ঞান অর্জন কর। তা'হলে তোমরা বুঝতে পারবে যে, তোমরা কার্যতঃ তাঁর নিয়মধারা ও আচার-পদ্ধতির কিছুই অনুসরণ করছ না। তাঁর পরহেজগারী, তাকওয়া, খোদাপরস্তি, তাঁর প্রশস্ত উদার জীবন-যাত্রা ও পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে সত্যিই কোন ধারণা বা জ্ঞান তোমাদের আছে কি ? তা থেকে কোন কিছু কি তোমরা তোমাদের জীবনে বাস্তবায়িত করছ ?

এই মহান শাশ্বত নেতা যুলুম, খোদাদ্রোহিতা ও স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে যে অবিশ্রান্ত জিহাদ করেছেন, তার কোন তাৎপর্য কি তোমরা অনুধাবন করতে পার ? তিনি কিভাবে মযলুম-দুর্বল, অক্ষম-অসহায়, নির্যাতিত ও বঞ্চিত মানুষের রক্ষা করার জন্য বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন, তা কি তোমরা জান ? আর যদি জান-ই, তা'হলে তার কোন কিছুই কি তোমরা নিজেদের জীবনে অনুসরণ ও প্রতিফলনের চেষ্টা করেছ ?

যে সব লোক বা রাষ্ট্রশক্তি দুনিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে বর্তমানে সর্বধ্বংসী আগুন জ্বালিয়েছে, এক একটি দেশ ও দেশের নিরীহ অক্ষম-অসহায় জনতাকে দাউ-দাউ



www.pathagar.com

করে জ্বলে উঠা আগুনের অতল গহবরে নিক্ষেপ করছে, চরম বিপর্যয়ের সৃষ্টি করেছ জনজীবনে, নৈতিকতায় ও সভ্যতা-সংস্কৃতিতে মানুষের জীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলছে, তারা আসলে এই সব করছে জাতিসমূহের উপর কর্তৃত্ব স্থাপনের ও তাদের নিকৃষ্ট গোলাম বানিয়ে রাখার লক্ষ্যে, তাদের জাতীয় সম্পদ ও বৈভব আয়ত্ত করার উদ্দেশ্যে। তাদের মধ্যে যা কিছু মূল্যবান, যা কিছু কল্যাণকর আছে তা লুটেপুটে নেয়ার অসৎ উদ্দেশ্যে। এ সব দুর্বল পশ্চাদপদ জনবসতি-গুলোকে পায়ের তলায় নিয়ে তিলে তিলে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার মতলবে। আর এই কারণেই তারা দুনিয়ার কোথায়ও-না কোথায়ও যুদ্ধের প্রচণ্ড সর্বগ্রাসী আগুন জ্বালাচ্ছে। তারা অবশ্য এ জন্য নানা ধোঁকাবাজিরও আশ্রয় নিচ্ছে। কখনও তারা জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের নামে এই সব করছে, কখনও করছে জাতীয় উন্নতি-অগ্রগতি ও জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধি সাধনের ধুঁয়া তুলে। আবার কোথায় কোথায়ও স্বাধীনতা রক্ষার শ্লোগান দিচ্ছে! কিন্তু গোপনে গোপনে লোকচক্ষুর অন্তরালে তারা তাদের আসল লক্ষ্যকে সফল করার কাজে লিপ্ত হয়ে আছে। বিভিন্ন দুর্বল জাতির মাথার উপর নিক্ষেপ করছে লক্ষ লক্ষ পাউণ্ড ওজনের বোমা।

বস্তুতঃ এ সব যুদ্ধের সাফাই গাওয়া হচ্ছে দুনিয়াবাসীদের পার্থিব যুক্তি ও কলুষিত বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী। কিন্তু তোমাদের পারস্পরিক যুদ্ধ—পারস্পরিক মতপার্থক্য সেই মানদণ্ডেও উত্তীর্ণ হয় না। কেননা আমরা যখন ওদেরকে জিজ্ঞেস করি, তোমরা পরস্পর বিবাদ ও লড়াই-ঝগড়া করছ কেন? তখন তারা বলে আমরা অমুক রাষ্ট্রটি দখল করতে চাই, আমাদের কর্তৃত্বের অধীন বানাতে চাই। কিন্তু তোমাদেরকে যখন জিজ্ঞেস করা হবে যে, তোমরা কেন পরস্পর বিবাদ কর? ... কি কারণে বা কোন্ জিনিসের জন্য তোমাদের এই ঝগড়া? তা'হলে তোমরা এ প্রশ্নের কি জওয়াব দেবে? এর জওয়াবে কি বলার আছে তোমাদের নিকট? কেননা, তোমরা তোমাদের পারস্পরিক এই বিবাদের ফলে দুনিয়ারও কোন কিছু লাভ করতে পারবে না। এ সব করে তোমরা সেই সামান্য সম্পদও লাভ করতে পারবে না, যা অন্যরা তাদের কুকুরের গলায় ঝোলানো ঘন্টা-মালা ক্রয় করার জন্য ব্যয় করে থাকে।... তা'হলে তোমরা কেন পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হবে?

ওয়াশিংটনের পাদ্রী-পুরোহিতদের বিভিন্ন ত্রুটি-বিচ্যুতি দূরীকরণার্থে ভ্যাটিকান প্রদত্ত উপদেশমালা কোন কোন পত্রিকায় দেখতে পেয়েছি। চিন্তা করলে দেখা যাবে, সে সবের অনেক কথাই আমাদের এ সব শিক্ষা কেন্দ্রের ত্রুটি-বিচ্যুতির সাথে পুরোপুরি মিলে যায়।... এর পরেও দুনিয়ার স্বার্থ নিয়ে তোমাদের এই পারস্পরিক লড়াই কি অব্যাহতভাবে চলতেই থাকবে?


www.pathagar.com

জীবনের প্রকৃত সুনির্দিষ্ট পবিত্র লক্ষ্য হারিয়ে ফেলার দরুন পরস্পরের মধ্যে যত মতপার্থক্যেরই সৃষ্টি হয়, তা সব-ই হয় দুনিয়া প্রেমের কারণে। আর তোমাদের মধ্যে এই ধরনের বিবাদ-বিসম্বাদ অব্যাহত থাকার দরুন এই সত্যই প্রমাণিত ও প্রকাশিত হয় যে, তোমরা দুনিয়ার প্রেম এখনও তোমাদের দিল থেকে বহিষ্কৃত করতে পারনি। কিন্তু দুনিয়ার সুযোগ-সুবিধা সংক্রান্ত স্বার্থ তো খুবই সীমিত, এ সত্ত্বেও তোমাদের মধ্যকার পারস্পরিক বিবাদ অত্যন্ত তীব্র হয়ে থাকে। তোমরা অর্জন করতে চাও কোন বিশেষ স্থান, পদ বা মর্যাদা, কিংবা সুযোগ-সুবিধা। অন্যরাও ঠিক সেই লক্ষ্যেই চেষ্টা করছে। উভয়ের হৃদয়-মন দুনিয়ার প্রেমে কানায় কানায় ভরপুর। ফলে এখানে পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ ও মতপার্থক্যের সৃষ্টি হওয়া একান্তই স্বাভাবিক।

কিন্তু আল্লাহ্‌র যে সব বান্দাহ্ নিজেদের দিল থেকে দুনিয়ার মুহাব্বাৎ নিঃশেষ ও নির্মূল করে দিয়েছে—যারা তার উর্ধে উঠেছে, নিজেদের দিলকে পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র করেছে, তারা কিন্তু কখনই এই সব বিপদ ও বিপর্যয়কর অবস্থার সম্মুখীন হয় না। আমরা যদি ধরে নেই, আল্লাহ্‌র সব নবী-রসুল বিশেষ কোন একটি শহরে বা জনবসতিতে একত্রিত হয়েছেন, এক্ষণে এ কথাও নিশ্চিত ও চূড়ান্ত যে, তাঁদের মধ্যে মতপার্থক্য কখনই হবে না। তাঁরা সকলেই থাকবেন ঐক্যবদ্ধ, একই কাতারভুক্ত, যেন শিশাঢালা প্রাচীর বিশেষ। তার কারণ এই যে, তাঁদের সকলেরই লক্ষ্য এক, উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে অভিন্ন। সকলেরই দিল মহান পবিত্র আল্লাহর দিকে নিবদ্ধ। তাঁদের কারো দিলেই এক বিন্দু দুনিয়া প্রেম নেই। দুনিয়ার প্রতি তাঁদের নেই কোন আগ্রহ বা কৌতুহল। কোন সম্পর্কও নেই দুনিয়ার সাথে।

তোমাদের কাজ-কর্ম ও তৎপরতা এখন যেমন আছে তা-ই যদি স্থায়ী ও অপরিবর্তিত থাকে, আর এই অবস্থায়ই যদি তোমরা দুনিয়া থেকে চলে যাও তা'হলে মনে রাখবে, স্পষ্ট প্রমাণিত হবে যে, তোমরা আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলীর ( রাঃ ) দলভুক্ত নও। এ অবস্থাকে তোমাদের ভয় করা উচিৎ। আর এ অবস্থা থেকে খালেস তওবা করার সুযোগ না পাওয়ার ব্যাপারেও তোমাদের সতর্কতা অবলম্বন করা উচিৎ। কেননা তাহ'লে তোমরা তো নবীর ও তাঁর শাফায়াত থেকেও বঞ্চিত থেকে যাবে। তাই সময় থাকতে মুক্তি ও নিষ্কৃতির পথ কি হতে পারে, সে বিষয়ে তোমাদের গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করা উচিৎ। অতএব বর্তমান সস্তা মতপার্থক্যকে হৃদয়-মন থেকে বহিষ্কার কর। নিজদিগকে তা থেকে মুক্ত কর। এই সব দলাদলি ও বাক-বিতণ্ডা যে মারাত্মক ভুল, অত্যন্ত ক্ষতিকর, তাতে এক বিন্দু সন্দেহ নেই। ভেবে দেখ, তোমরা কি একই মিল্লাতের



www.pathagar.com

অনুসারী, না দুই মিল্লাতের ? তোমাদের এই অভিন্ন মিল্লাতে কি বহু পথ ও মত রয়েছে ?...তোমরা সচেতন হচ্ছ না কেন ?... তোমরা কেন সতর্ক হচ্ছ না নিজেদের মর্মান্তিক পরিণতির ব্যাপারে ? ... তোমাদের পরস্পরের মধ্যে আন্তরিকতা, অকৃত্রিমতা, ভালোবাসা, ভ্রাতৃত্ববোধ ও একাত্মতা পাওয়া যাবে না কেন ? ... কেন, কেন ?

মনে রাখবে, এ সব মতপার্থক্য অত্যন্ত মারাত্মক এবং খুব বেশী ক্ষতিকর। এর পরিণামে নানারূপ বিপর্যয়কর অবস্থা দেখা দিতে পারে যা প্রতিরোধ করা কোনক্রমেই সম্ভব হবে না। এ সব মতপার্থক্য জ্ঞান-কেন্দ্রসমূহকে খুব বেশী খারাপ পরিণতির দিকে ঠেলে দিতে পারে। এর ফলে তোমাদের সামাজিক মর্যাদা তোমরা হারিয়ে ফেলতে পার। আর গোটা জনতার নিকট তোমরা অত্যন্ত হীন ও নীচ সাব্যস্ত হ'তে পার। তোমাদের পারস্পরিক বাক-বিতণ্ডা থেকে তোমরা কল্যাণকর কিছু লাভ করতে পারবে না। বরং খুবই ক্ষতিকর পরিণতি হতে পারে এবং সে ক্ষতি কেবল তোমরা একলাই ভোগ করবে না। তাতে গোটা মুসলিম উম্মাত-ই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাতে ক্ষতি হবে ইসলামের। আর এর ফলে যে সামষ্টিক গুনাহ্ হবে, তা কখনই ক্ষমা পাবে না। সে গুনাহ্ অনেক বড় বড় গুনাহের চাইতেও বড় ও কঠিন। কেননা তোমাদের এই গুনাহ্তো গোটা সমাজ সংস্থাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিবে। আর তোমাদের উপর তোমাদের পরম শত্রুদের কর্তৃত্ব ও আধিপত্য বিস্তারের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যাবে।

সম্ভবতঃ দ্বীনী জ্ঞান-কেন্দ্রসমূহকে ছিন্নভিন্ন করার কাজে কোন ষড়যন্ত্র-কারীর কালো হাত সদা কর্মরত হয়ে আছে। সেই হাত-ই বপন করছে মুনাফিকী, মতপার্থক্য ও দলাদলি, হিংসা-বিভেদের বীজ। জনগণের চিন্তাকেই বিষাক্ত করার জন্য সর্বক্ষণ কাজ করে যাচ্ছে। যেন এই সব ঝগড়া-বিবাদের দরুন শরীয়াত পালনের তাকীদ-ও সংশয়পূর্ণ হয়ে যায়। প্রত্যেক জনগোষ্ঠী এহেন অভ্যাসগত অবস্থার মধ্য দিয়ে কেবল মাত্র নিজস্ব দৃষ্টিতে সব কিছু বুঝতে অভ্যস্ত হয়ে পড়বে। শরীয়াতের হুকুম অমান্য হতে থাকবে। আর তখন বিপর্যয় ও ভাঙ্গনের শিকড় খুবই দৃঢ় হয়ে বসবে। আর এ উপায়েই শত্রু পক্ষ তাদের একমাত্র লক্ষ্যে মুসলিম উম্মাতকে ধ্বংস করায়—সাফল্যমন্ডিত হয়ে যাবে। সাবধান থাক, এই বস্তুরাই কিন্তু এসব জ্ঞান-কেন্দ্রে সর্বক্ষণ যুদ্ধরত রয়েছে।

এরূপ অবস্থায় তোমাদের সবচেয়ে বড় কর্তব্য হচ্ছে জাগ্রত হওয়া, সচেতন ও চতুর হওয়া, তোমাদের মধ্যে সুস্থ বিবেক-বুদ্ধির উদয় হওয়া। তোমরা নিজেদেরকে কখনই শয়তানের হাতের পুতুল হতে দিবে না। তা'হলে মুসলিম জনগণ মনে করবে, দ্বীনী শিক্ষা লাভ করলে এমনি অবস্থাই দেখা দিবে এবং শরীয়াত পালনের



www.pathagar.com

অনিবার্য পরিণতি বুঝি এই। তখন তো দ্বন্দ্ব ও কলহ সর্বাত্মক হয়ে দাঁড়াবে। বিরোধ হবে অত্যন্ত গভীর। এরূপ অবস্থায় কখনও শয়তান কর্তৃত্ব গ্রহণ করবে মানুষের জন্য আইন রচনার। তখন সে-ই বলতে শুরু করবে কার কি কর্তব্য। আবার কখনও নফসে আম্মারা-ই হবে মানুষের উপর কর্তৃত্বশালী, মানুষের পরিচালক।

একজন মুসলমান অপর একজন মুসলমানকে অপমান করবে—এটা শরীয়াতের বিধান নয়। মুসলমান তার কোন দ্বীনী ভাইকে কখনই খারাপ অবস্থার মধ্যে নিক্ষেপ করতে পারে না।

এ সব কাজের পিছনে শরীয়াতের কোন সমর্থন নেই। এ হচ্ছে দুনিয়া প্রেম ও নফসের প্রেমের অনিবার্য পরিণতি। এ হচ্ছে আত্মম্ভরিতা। এ হচ্ছে শয়তানের প্ররোচনা। সে-ই তো আমাদেরকে বর্তমান করুণ অবস্থায় পেঁৗছিয়েছে।

এ ধরনের বিবাদ-বিসম্বাদ, ঝগড়া-ফ্যাসাদ ও পারস্পরিক শত্রুতা মু'মিন লোকের কাজ হ'তে পারে না। এ হচ্ছে জাহান্নামী লোকদের কাজ ও অভ্যাস। বস্তুতঃ এ হচ্ছে জাহান্নামী লোকদের পারস্পরিক ঝগড়া-ফ্যাসাদের অনিবার্য পরিণাম।

জাহান্নামে একটা স্থান রয়েছে ঝগড়া-ফ্যাসাদ ও বিসম্বাদের জন্য। জাহান্নামী লোকেরা নিজেদের নখ দ্বারা পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াই করবে। আর তোমরা দুনিয়ার নিতান্ত বৈষয়িক স্বার্থ নিয়ে পরস্পর দ্বন্দ্ব-কলহ করে জাহান্নামের দিকেই ধাবিত হচ্ছ। সেই খানেই তোমরা নিজেদের জন্য স্থান বানিয়ে নিচ্ছ।

স্পষ্ট কথা, পরকালীন ব্যাপারসমূহ নিয়ে কোন দ্বন্দ্ব-কলহ—কোন ঝগড়া-বিবাদ হতে পারে না। পরকালীন সফলতা লাভকারী ব্যক্তিরা দুনিয়ার আবর্জনা ও জঞ্জাল থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত,—তার অনেক উর্ধে থাকে। তারা পরস্পরের সাথে মিল-মুহাব্বাৎ সহকারে জীবন যাপন করে। তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক থাকে খুবই ক্লেদ মুক্ত, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। তাদের দিল আল্লাহর মুহাব্বাতে ভরপুর থাকে, আল্লাহ্‌র ইবাদতে তারা দিন-রাত মশগুল থাকে। বস্তুতঃ আল্লাহ্‌র মুহাব্বাৎ স্বাভাবিক কারণ হয়ে দাঁড়ায় আল্লাহ্‌র মুমিন বান্দাহ্‌দের পারস্পরিক মুহাব্বাতের। বান্দাহ্‌গণের পারস্পরিক মুহাব্বাৎ মূলতঃ মহান আল্লাহর মুহাব্বাতেরই ছায়া মাত্র।

মানুষ তার নিজের বদ আমল ও হীন চালচলন দ্বারা জাহান্নামের আগুনকে উৎক্ষিপ্ত ও উত্তেজিত করে। আর জাহান্নামের আগুন মানুষের বদ আমল ছাড়া আর কোন জিনিসই দাউদাউ করে জ্বালিয়ে দিতে পারে না। আমীরুল মু'মিনীন (রাঃ) বলেছেন ঃ আগুনই আমাদের বিচ্ছিন্ন করেছে, অথচ তা ছিল নির্বাপিত,



www.pathagar.com

নিলিপ্ত মানুষ জাহান্নামের আগুন উৎক্ষিপ্ত করার আমল না করা পর্যন্ত আগুনের স্পর্শ ছাড়াই কঠিন পর্যায় অতিক্রম করতে পারে।

দুনিয়ার দিকে ঝুঁকে পড়ার অর্থ জাহান্নামের উপর ঝুঁকে পড়া ও জাহান্নামের আগুন নিয়ে খেলা করা। মানুষ এই তত্ত্ব অনুভব করতে পারবে ঠিক তখন যখন সে পরকালে স্থানান্তরিত হবে। মাঝখানের আচরণ বা অন্তরাল ছিন্ন ভিন্ন হয়ে পড়ে যাবে। তখন মানুষ বুঝতে পারবে যে, সেখানে যা কিছুরই সে সম্মুখীন হয়েছে তা সবই নিজে উপার্জন করে অগ্রে পাঠিয়ে দিয়েছিল। মূলতঃ আল্লাহ তাঁর বান্দাহ্‌গণের উপর বিন্দু মাত্র যুলুমকারী নন। সেই সময় নিম্নোদ্ধৃত আয়াতটির তাৎপর্যও অনুধাবন করা তার পক্ষে সম্ভবপর হবে ঃ

ووضع الكتاب ط فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا مالهذا الكتاب لايغادر صغيرة ولاكبيرة الا احصاها ٥ ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا ٥

—আমলনামা সম্মুখে রেখে দেয়া হবে। তখন তুমি হে নবী অপরাধীদের দেখতে পাবে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থার মধ্যে তারা পড়ে গেছে। আর বলছে আমাদের জন্য তো বড় বিপদ! এই আমলনামার কি হয়েছে, কোন একটা ছোট বা বড় গুনাহ্‌ও ছেড়ে দেয়নি সব-ই হিসাবে এসে গেছে। তারা যে যে আমল করেছে তা সবই তার সম্মুখে উপস্থিত, দেখতে পাবে। আর তোমার খোদা তো কারুরই উপর যুলুম করেন না।'

মানুষ এই দুনিয়ায় যা কিছু করে, যা কিছু তার থেকে প্রকাশিত-উৎসারিত হয়, সবই সে পরকালীন জগতে দেখতে পা'বে। তা তার সম্মুখে শরীরী হয়ে দাঁড়াবে। আল্লাহতায়ালা ইরশাদ করেছেন ঃ

فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره

'অতএব যে লোক-ই সামান্য পরিমাণের উত্তম কাজ করবে, সে তা দেখতে পাবে এবং যে-লোক-ই বিন্দু পরিমাণ খারাপ কাজ করবে, সে তা দেখতে পাবে।'

মানুষের প্রত্যেকটি কাজ, প্রত্যেকটি কথা তথায় তার সম্মুখে উপস্থাপিত করে দেয়া হবে, মনে কর, ঠিক যেমন বর্তমানকালে ফিল্মের ছবিতে দেখানো হয়। তার মূল্যায়নের জন্য তা পেশ করা হবে। তখন কারুর পক্ষেই তার নিজের কৃতকর্মকে অস্বীকার করা সম্ভবপর হবে না। কেননা আমরা যা কিছুই করছি



www.pathagar.com

তা যেমন আমরা দেখব, তেমনি তার সত্যতা প্রমাণের জন্য আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রকাশ্যভাবে সাক্ষ্য দিবে। আমাদের কাজে-কর্মে তো এগুলোই ব্যবহৃত হয়েছে। কোরআনে বলা হয়েছে ঃ

قالوا انطقنا الله الذى انطق كل شىء

'ওরা বলবে, আমাদের দ্বারা আল্লাহই কথা বলিয়েছেন, যিনি সব জিনিসকেই কথা বলার শক্তি দিয়েছেন।'

সেখানে তোমরা সকলে আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত থাকবে। ফলে নিজেদের কৃত কোন কাজকেই তোমরা তা কর নাই বলে দাবী করতে পারবে না। কেননা আল্লাহ সব জিনিস দ্বারা কথা বলিয়ে সাক্ষ্য দেওয়ায়ে তা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করিয়ে দিবেন। অতএব তোমরা অবস্থাটা একটু গভীরভাবে বিবেচনা করে দেখ। সেই দূর পরকালের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত কর, পরিণতি কি হতে পারে, তা এক বার গুরুত্বসহকারে ভেবে দেখ। তোমরা সেই ভয়াবহ পরকালের কথা চিন্তা কর, যেখানে তোমরা অবশ্যই উপস্থিত হবে। তা ছাড়া কবরের আযাবের কথাও তোমাদের স্মরণে রাখা দরকার। বরজখের জীবনের কঠোরতা-ভয়াবহতা এড়িয়ে যাওয়ার কোন উপায়ই নেই। জাহান্নাম রয়েছে, এই কথা মনে নিশ্চিতরূপে স্থান দিয়েই কাজকর্ম কর। কেননা সেই ভয়াবহ নিশ্চিত পরিণতির কথা স্মরণে রাখলে বৈষয়িক জীবনের কাজকর্ম ও আচার-আচরণ ভিন্নতর হতে বাধ্য।

যদি তোমরা এ সব বিশ্বাস করতে, এ সবের ওপর যদি তোমাদের প্রত্যয় সৃষ্টি হত, তাহলে কিছুতেই তোমাদের জীবনধারা এ রূপ হত না। তোমাদের ইচ্ছা, অভিলাষ ও তোমাদের কার্যধারা এরূপ হত না। তখন তোমরা কথাবার্তা সংযত করতে, চেষ্টা-চরিত্রকে সংহত করতে এবং নিজেদের সংশোধনের জন্য কষ্ট স্বীকার করতে।

---



www.pathagar.com

# আল্লাহর সীমাহীন অনুগ্রহ

আল্লাহতায়ালা তাঁর বান্দাহ্‌গণের প্রতি অসীম রহমাত ও অনুগ্রহ বর্ষণ করেছেন। তিনি-ই মানুষকে বিবেক-বুদ্ধি দিয়েছেন। সেই সাথে নিজেদের নফ্‌সকে পবিত্র-পরিচ্ছন্ন ও সংস্কৃতি-সম্পন্ন করার শক্তি-সামর্থ্যও দান করেছেন। তিনি নবী-রসূল ও অসীয়াতকারী পাঠিয়েছেন। তাঁরা লোকদেরকে হেদায়েত ও সংশোধনের মাধ্যমে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু লোকদেরকে সতর্ককরণ ও জাহান্নামের পথ থেকে বিরত রাখার ব্যাপারে এইসব চেষ্টা যখন কোন ফায়দা দেয়নি তখন আল্লাহ তাদেরকে অন্য পথে ও অন্য উপায়ের সাথে পরিচিত করেন। আর তা হচ্ছে কঠিন বিপদ, দারিদ্র্য, অধীনতা, নানা ব্যাধি, রোগ ও জ্বরা। এগুলো তখন সফল চিকিৎসকের মত কাজ করে। যেমন দক্ষ সহানুভূতিশীল চিকিৎসক তার রোগীকে দুরপনেয় রোগ থেকে মুক্তি ও নিষ্কৃতি দানের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে থাকে।

কোন বান্দাহ্ যখন আল্লাহর মহা অনুগ্রহের বর্ষণ কেন্দ্র হয়ে যায়, তখন সে নানারূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে পড়ে। সেই অবস্থার মধ্যেই সে তাঁর মহান আল্লাহর দিকে ঝুঁকে পড়ে তখনই সে নিজের নফ্‌সকে পরিশুদ্ধ ও পবিত্র করে তুলতে পারে। আসলে নফ্‌সকে পবিত্র-পরিশুদ্ধ করার এটাই হচ্ছে যথার্থ পথ। এ ছাড়া অন্য কোন পথেই তা সম্ভব হয় না। কিন্তু মানুষ যদি নিজে থেকে এই পথে চলতে শুরু না করে এবং কাংখিত লক্ষ্য-ও অর্জিত না হয়—অথচ সে আল্লাহর নিকট জান্নাতের নিয়ামত প্রাপ্তির উপযুক্ত বিবেচিত হয়, তখন আল্লাহতায়ালা তাকে কঠিন অবস্থার মধ্যে নিক্ষেপ করেন ও তার উপর বিশেষ কঠোরতা প্রয়োগ করেন। করেন এই আশায় যে, লোকটি হয়ত নসীহত গ্রহণ করবে, ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক হয়ে যাবে। এই জিনিসও যদি তার জন্য কল্যাণ নিয়ে আসতে না পারে, তা'হলে তখন আসে কবর—বরজখের জগত। তা-ই হয় তার গাফলতির নিদ্রাভংগকারী। আর তার পরেই আসে আযাবের অধ্যায়। এই সব কিছুই এই মানুষকে জাগ্রত ও সচেতন করার কাজ করে। আর তা চলতে থাকে যতক্ষণ না বান্দাহ্ জাহান্নামে পৌঁছে যায়। জাগ্রত ও সচেতনকরণের এই সব কয়টি অধ্যায়ই মহান আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ, সন্দেহ নেই। তা পূর্ণ শক্তিতে ও সর্ব উপায়ে বান্দাহ্‌কে জাহান্নামে যাওয়া থেকে বিরত রাখতে চেষ্টা করে। মানুষ যেন জাহান্নামে যাওয়ার যোগ্য বিবেচিত না হয়, তার ব্যবস্থা গ্রহণ করে।



www.pathagar.com

বিবেচনা করার বিষয়, মানুষ যদি এই সব সজাগ-সচেতনকারী ও দৃষ্টি আকর্ষণকারী ঘটনার দরুন জাগ্রত ও সচেতন না হয়, এই সবের দরুনই সতর্কতাবলম্বন না করে, তা হ'লে তার অনিবার্য পরিণতি কি দেখা দিবে ?... অতঃপর কোন জিনিসই তাকে রক্ষা করতে পারবে না। তখন তো তাকে জাহান্নামে জ্বালানো একান্তই আবশ্যক হয়ে পড়বে। এত সব সতর্ককারীও যাকে সতর্ক করতে পারলো না, জাহান্নামে যাওয়ার কাজ থেকে বিরত রাখতে ব্যর্থ হ'ল, তাকে আগুনের উত্তাপে জ্বালিয়েই সংশোধন করতে হবে, যেমন কোন ধাতুকে খাঁটি ধাতুতে পরিণত করা আগুনে না জ্বালিয়ে সম্ভব হয় না।

তাবরাসী লিখিত 'মাজমাউল বয়ান' গ্রন্থে لابثين فيها احقابا (তারা তাতে (জাহান্নামে) অবস্থান করবে যুগ-যুগ ধরে) এই আয়াতটি প্রসংগে হিমরান থেকে বর্ণিত আইয়্যাশীর বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে। বলেছেন ঃ 'আমি উক্ত আয়াত সম্পর্কে হযরত জা'ফর (আঃ) কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। জওয়াবে তিনি বলেছিলেন ঃ এ আয়াতটি সেই লোকদের প্রসংগে অবতীর্ণ, যারা জাহান্নাম থেকে নির্গত হবে'।

এ আয়াতটি আমাদের ও তোমাদের উপরও প্রযোজ্য হতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, আয়াতের শব্দ حقب বলতে কতটা সময়—কতটা দীর্ঘকাল বুঝায় ? প্রকৃত কথা তো আল্লাহ্ জানেন। তা হাজার হাজার বছরেরও হতে পারে।

অতএব আমাদের কর্তব্য হচ্ছে আমাদেরকে যেন গুনাহ্র পংকিলতা থেকে পবিত্র ও মুক্ত হওয়ার এবং এ সব নিশ্চিত সত্য উপলব্ধির জন্য অনুরূপ দীর্ঘমেয়াদী স্তরসমূহ পার হতে না হয়। তা'হলে তো এমন অবস্থাও দেখা দিতে পারে যে, আমরা কখনই জান্নাতে যাওয়ার অধিকারী হব না, বরং চিরকালই জাহান্নামে পড়ে থাকতে ও ভস্ম হতে বাধ্য হব।

হ্যাঁ, উক্ত আয়াতটি সেই লোকের প্রসংগে যার গুনাহ্ খুব ব্যাপক নয় এবং যে অবস্থায় পৌঁছলে আল্লাহর রহমাত ও মাগ্ফিরাত থেকে বিতাড়িত ও বঞ্চিত হওয়ার যোগ্য সাবস্ত হয়, সেই অবস্থায় পৌঁছায়নি। এ আয়াতটি সেই লোকদের সম্পর্কে কথা বলছে, যারা সব সময়ই জান্নাতে দাখিল হওয়ার কিছু-না-কিছু ব্যক্তিগত অধিকার রাখে। তাই আমরা মহান আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন আমাদেরকে তাঁর রহমাত পাওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে না দেন। তাঁর মাগফিরাত পাওয়া থেকেও যেন আমরা কখনই বঞ্চিত হয়ে না যাই। যেসব কারণে লোকেরা চিরকাল জাহান্নামে থাকতে বাধ্য হবে,—হে খোদা, তুমি আমাদেরকে তাদের মধ্যে শামিল করো না।

তোমরা অবশ্যই সতর্ক ও সাবধান হবে যাতে করে তোমাদের কাজ-কর্ম ও চরিত্র যেন তোমাদেরকে এইরূপ অবস্থায় না পৌঁছায়। তা' না হলে কিন্তু



www.pathagar.com

তোমাদের উপর আল্লাহর গজব বর্ষিত হবে। যদিও তোমাদের কেউ-ই অগ্নিদগ্ধ একটা প্রস্তর খণ্ড-ও মুটির মধ্যে চেপে ধরে রাখতে পারো না এক মুহূর্তের তরেও। অতএব তোমরা জাহান্নামের আগুনকে ভয় কর। তোমাদের জ্ঞান-কেন্দ্র ও শিক্ষা-কেন্দ্রসমূহকে সে আগুন থেকে দূরে সরিয়ে রাখ। দূরে সরিয়ে রাখ তোমাদের পারস্পরিক মতবিরোধসমূহ। তোমাদের দিলসমূহ মুনাফিকী থেকে পবিত্র কর ও পবিত্র রাখ। আল্লাহর বান্দাহ্‌দের সাথে তোমাদের আচার-আচরণকে সুন্দর-নির্মল কর। অন্তরের দরদ ও ভালবাসার বন্ধনে তাদের বেঁধে ফেলো। আল্লাহর নাফরমান লোকদের নাফরমানীর মুকাবিলায় তোমরা সুস্পষ্ট নীতি গ্রহণ কর। তাদের মা'রূফ—শরীয়াত সম্মত কাজের আদেশ কর, তাদের বিরত রাখ—ফিরে থাকতে বাধ্য কর যাবতীয় শরীয়াত বিরোধী, অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে। আর নেককার মু'মিনদের মধ্যে যারা আলেম, তাদের দ্বীনী ইল্‌ম-এর কারণে সম্মান কর। যারা হেদায়েতের পথে চলছে তাদের সম্মান কর তাদের নেক আমলের কারণে। তা'হলেই তোমাদের আচার-আচরণ হবে আদর্শমূলক ভারসামপূর্ণ। লোকদের ভালবাস, তাদের সাথে প্রাণখোলা কথা-বার্তা বল, তাদেরকে ভাইরূপে গ্রহণ কর। তোমরা তোমাদের মনকে স্বচ্ছ-পরিচ্ছন্ন ও নির্মল ভাবধারাপূর্ণ কর। তোমাদের লক্ষ্য হচ্ছে মুসলিম উম্মাতকে হেদায়েত করা, তাদের দ্বীনের পথে পরিচালিত করা। আর যে লোক নিজেকে সংশোধন করতে পারে না, নিজের ইচ্ছা, সংকল্প ও মন-মানসিকতা পরিচ্ছন্ন করতে পারে না, সে অন্য মানুষকে কি করে হেদায়েত করতে পারে। কি করে পারে অন্য লোকদের ইচ্ছা-বাসনা ও মনোভাবকে সঠিকরূপে গড়ে তুলতে!

মনে কর, এটা শা'বান মাস। এর পরই তো রমযান। এই সময়ই যদি তোমরা তওবা করে নিজেদেরকে সত্য পথের পথিক বানিয়ে নিতে পার, তা'হলে পবিত্র রমযান মাসকে অতীব পবিত্র ও ক্লেদমুক্ত হৃদয়ে তোমরা যথার্থ মর্যাদা সহকারে সংবর্ধনা জানাতে পারবে।

———



www.pathagar.com

# শা'বান মাসের দোয়া

শা'বান মাসের প্রত্যেকটি দিন নিম্নোদ্ধৃত দোয়াটি পাঠ করার নির্দেশ বিভিন্ন হাদীসে উদ্ধৃত হয়েছে। তোমরা কি সে দোয়া পাঠ করে আল্লাহ্‌র নিকট মুনাজাত করেছ, সে দোয়ায় যে ঈমানী ভাবধারাপূর্ণ জোরদার কথাগুলো রয়েছে, তা কি তোমরা অনুধাবন করতে পেরেছ ?

এই মুনাজাত প্রসঙ্গে আমরা এ-ও জানতে পেরেছি যে, ইমাম আমীরুল মু'মিনীন (আঃ) এবং তাঁর পরে ইমামগণ এই দোয়া পড়েই আল্লাহ্‌র নিকট মুনাজাত করতেন। ফলে এ'তে কোনই সন্দেহ থাকে না যে, এই মুনাজাতের একটা অতিবড় গুরুত্ব রয়েছে। এই কারণেই তাঁরা এই দোয়া সব সময়ই গুরুত্ব সহকারে পাঠ করতেন এবং তা পড়ে মুনাজাত করতেন। এ ছাড়া আরও কিছু কিছু দোয়া আছে, যা তাঁরা সময়-সময় পাঠ করতেন।

**দোয়াটি এই :**

اللهم صل على محمد وآل محمد وأسمع دعائي إذا دعوتك وأسمع ندائي إذا ناديتك . إلهي أنا عبدك الضعيف المذنب ومملوكك المنيب ( المعيب ) فلاتجعلني ممن صرفت عنه وجهك وحجبه سهوه عن عفوك الهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعزّ قدسك إلهي واجعلني ممن ناديته فاجابك ولاحظته فصعق لجلالك ، فناجيته سراً وعمل لك جهراً . إلهي لم اسلط على حسن ظني قنوط اليأس ولا لنقطع رجائي من جميل كرمك . إلهي أن كانت الخطايا قد اسقطتني لديك فاصفح عني بحسن توكلي عليك ، إلهي إن حطتني الذنوب من مكارم لطفك فقد نبهني اليقين إلى كرم عفوك ، إلهي إن انامتني الغفلة عن الاستعداد للقائك فقد نبهتني المعرفة بكرم آلائك إلهي ان دعاني إلى النار عظيم عقابك فقد دعاني إلى الجنة جزيل ثوابك إلهي فلك أسأل ، وإليك ابتهل وأرغب فأسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعلني ممن يديم ذكرك ولا ينقض عهدك ولا يغفل عن شكرك ولا يستخف بأمرك . إلهي والحقني بنور عزك الابهج



www.pathagar.com

فأكون لك عارفاً وعن سواك منحرفاً ومنك خائفاً مراقباً يا ذا الجلال والاكرام وصلى الله على محمد رسوله وآله الطاهرين وسلم تسليماً كثيراً . ( بحار الانوار ـ الأدعية والمناجاة )

শা'বান মাসের এই মুনাজাত প্রকৃত পক্ষেই মানুষকে প্রস্তুত ও উদ্বুদ্ধ করে পবিত্র রমযান মাসের বিশেষ কার্যাবলী যথাযথ পালনের জন্য। সম্ভবতঃ এই কারণেই এই দোয়া-মুনাজাতের উপর খুব বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে যেন মানুষ রোজা রাখার মহান বিরাট ফায়দা সংগ্রহের জন্য খুবই আগ্রহী হয় এবং সে জন্য পূর্ণ মাত্রায় প্রস্তুত হয়।

ইমামগণ অনেক প্রকারের সমস্যাই এই দোয়াসমূহের মাধ্যমে সমাধান করতেন, অনেক জিজ্ঞাসার সুস্পষ্ট জওয়াবও সে সবের মাধ্যমে পাওয়া যেত। তবে দোয়ার ধরন-ধারণ ও ভাষা বিভিন্ন রকমের হ'ত। অনেক দোয়ার মাধ্যমে তাঁরা শরীয়াতের হুকুম-আহকামও বয়ান করে দিতেন। তা'থেকে জানা যেত অনেক ঈমানী ও আকীদাগত তত্ত্ব। অনেক দোয়া থেকে মহান আল্লাহর মা'রে-ফাতের সাথে সংশ্লিষ্ট বহু সূক্ষ্ম তত্ত্ব ও বিষয়াদিও স্পষ্টভাবে জানা যেত। তাঁরা তা এই দোয়াসমূহের মাধ্যমে স্পষ্ট করে বলে দিতেন। দুঃখের বিষয়, আমরাও এই দোয়াসমূহ পাঠ করি। কিন্তু তার তত্ত্ব চিন্তা-বিবেচনা না করেই এবং তার গভীরে মনোযোগ নিবদ্ধ না করেই আমরা বলে যাই। এ সব দোয়ার মাধ্যমে ইমামগণ কোন্ সব তত্ত্বের সাথে আমাদের পরিচিত করতে চেয়েছিলেন, তা জানতেও চেষ্টা করি না।

উপরোদ্ধৃত দীর্ঘ মুনাজাতের অংশ ঃ

> হে আমার আল্লাহ্! আমাকে দান কর তোমার দিকে পূর্ণ মাত্রায় একনিষ্ঠ হওয়ার গুণ এবং আমাদের দিলের দৃষ্টি শক্তিকে তোমার দিকে তাকানোর আলোকে উদ্ভাসিত ও উজ্জীবিত কর। যেন দিলের দৃষ্টিশক্তি জ্যোতির আবরণ দীর্ণ করতে পারে এবং তা পৌঁছতে পারে মহত্ত্বের কেন্দ্রস্থলে এবং আমাদের রূহ্ তোমার পবিত্রতার মর্যাদার সাথে সম্পর্কিত হয়ে যেতে পারে
>
> এখানে 'হে আল্লাহ, আমাকে তোমার দিকে পূর্ণ মাত্রায় একনিষ্ঠ একান্ত হওয়ার তওফীক দান কর' বাক্যটিই সমগ্র মহা সত্যকে উদ্‌ঘাটিত করে দেয়।

বস্তুতঃ প্রকৃত ও ঐকান্তিক ঈমানদার ব্যক্তির কর্তব্য হচ্ছে, পবিত্র রমযান মাসের আগমনের পূর্বেই দুনিয়ার সব স্বাদ-আস্বাদনকে পরিহার করা। ( এই



www.pathagar.com

পরিহারেরই চূড়ান্ত পরিণতি হচ্ছে আল্লাহ্‌র দিকে পূর্ণমাত্রায় একনিষ্ঠ ও একান্ত হওয়া ) রোযার মাসের ঈমানী পরিবেশ থেকে পাথেয় সংগ্রহের পরিপূর্ণ যোগ্যতা অর্জনের জন্য নিজেকে পূর্ণ মাত্রায় প্রস্তুত করা।

আল্লাহর দিকে একনিষ্ঠতা ও ঐকান্তিকতা পূর্ণ মাত্রায় অর্জন করা খুব সহজ-সাধ্য কাজ নয়। সে জন্য নফ্‌সকে অস্বাভাবিক কার্যাবলীতে অভ্যস্ত বানানো আবশ্যক। আর সে জন্য প্রাণপণ চেষ্টা-প্রচেষ্টা, দৃঢ়তা-অবিচলতা ও ধারা-বাহিকতা-নিরবচ্ছিন্নতা আবশ্যক। অন্যথায় সমস্ত দিকের সম্পর্ক-সম্বন্ধ ছিন্ন করে—আল্লাহ ছাড়া অন্য সব কিছু থেকে নিঃসম্পর্ক হয়ে একান্তভাবে আল্লাহ সমর্পিত হওয়া কখনই সম্ভবপর হবে না।

সমস্ত মহান ঈমানী গুণাবলী এবং তাক্‌ওয়ার উচ্চতর সমস্ত মান নিহিত রয়েছে মহান আল্লাহ্‌র দিকে একনিষ্ঠতা ও ঐকান্তিকতা গ্রহণে। যে লোক এই উচ্চতর মর্যাদায় উপনীত হতে পারবে, সে যে সৌভাগ্যের শীর্ষস্থানে পৌঁছে যাবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু একজন বান্দাহ্‌র হৃদয়-মনে যতক্ষণ পর্যন্ত দুনিয়ার মুহাব্বত বিন্দু পরিমাণও থাকবে, তার পক্ষে এই উচ্চতর পর্যায়ে উপনীত হওয়া অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। আর যে লোক রমযান মাসের জরুরী কার্যাবলী কাঙ্খিত মনে সুসম্পন্ন করতে চাইবে, তার কর্তব্য হচ্ছে মনে-প্রাণে আল্লাহ্‌র দিকে উক্ত রূপ একনিষ্ঠতা ও ঐকান্তিকতা অর্জন করা। নতুবা সে যিয়াফতের নিয়ম-কানুন পালন ও রক্ষা করতে পারবে না। মেহমানদারের উচ্চতর মর্যাদা সে হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে না। সে কার সংবর্ধনায় ও কার মেহমানদারীতে রয়েছে, তা-ও সে অনুধাবন করতে সক্ষম হবে না।

## আল্লাহ্‌র মেহমানদারী

মহানবী (সঃ) এর ভাষণ রূপে বর্ণিত ও উদ্ধৃত কথার আলোকে বলা যায়, রমযান মাসে মহান আল্লাহর সব বান্দাহ্‌-ই আল্লাহতায়ালার মেহমান। ভাষণটিতে রসূলে করীমের এই বাক্যাংশ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ঃ

ايها الناس انه قد اقبل اليكم شهر الله وقد د عيتم فيه الى ضيا فة الله

( وسائل الشيعة ج ٢ صفحه ٢٢٨ )

'হে জনগণ ! মনে রেখো, তোমাদের দিকে আল্লাহ্‌র পবিত্র মাস অগ্রসর হয়ে এসেছে। এই মাসে তোমাদেরকে আল্লাহর মেহমানদারীর দিকে দাওয়াত দেয়া হয়েছে।'



www.pathagar.com

আল্লাহর এই মাসের দিনগুলোতে তোমাদেরকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। তোমাদেরকে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করতে হবে। এই মাসে তোমাদের নিজেদের নফ্‌স্ পুরোপুরি সংশোধন করতে হবে। তোমাদের পুরোমাত্রায় উন্মুখ হতে হবে তোমাদের মহান স্রষ্টার দিকে। তোমরা যদি কোন গুনাহ্‌র কাজ করে থাক, তা'হলে আল্লাহ্‌র নিকট সে জন্য ক্ষমা চাইবে, তাঁর নিকট তওবা করবে। তোমরা এতটা সতর্ক হয়ে যাবে যেন কারুর গীবত তোমরা না কর, কারুর উপর মিথ্যা পাপ কাজের অভিযোগ ( তুহমাত. ) না তোল, কারুর বিরুদ্ধে যেন চোগলখুরী ( কারুর নিকট কারুর বিরুদ্ধে লাগানো ) কাজ না কর, কিংবা অন্য কোনরূপ গুনাহ্‌ও যেন তোমরা না কর। কেননা এরূপ অবস্থায় আল্লাহ্‌র মেহমানদারীর আদব ও মর্যাদা রক্ষা করতে পারবে না। তোমরা তো এই মাসে আল্লাহর মেহমান, তোমরা কি করে সেই আল্লাহ্‌র নাফরমানীর কাজ— গুনাহের কাজ করতে পার ?

এ মাসে তো তোমাদেরকে যিয়াফতের দাওয়াত দেয়া হয়েছে। অতএব এ মহান পবিত্র যিয়াফতের মর্যাদা রক্ষার জন্য তোমরা নিজেদেরকে প্রস্তুত কর। অন্ততঃ বাহ্যিক ও প্রকাশ্য আদব-কায়দা তো তোমরা রক্ষা করবেই।[১] রোযা রাখার অর্থ কেবল এতটুকুই নয় যে, শুধু পানাহার পরিহার করবে। যাবতীয় গুনাহ্ থেকে দূরে থাকাও একান্ত কর্তব্য। রোযার প্রাথমিক আদব ও মর্যাদা তো তা-ই। যারা নিজেদেরকে পবিত্র-পরিচ্ছন্ন শুদ্ধ করতে সচেষ্ট, তাদের জন্য এগুলো প্রাথমিক কর্তব্য। তবে যারা উচ্চতর মহত্ত্বের কেন্দ্র পর্যন্ত পৌঁছতে ইচ্ছুক, তাদের জন্য অনুসরণীয় আদব-কায়দা এ ছাড়া আরও রয়েছে। তা স্বতন্ত্রভাবে জানতে হবে।

কাজেই তোমরা অন্ততঃ এই প্রাথমিক আদব-কায়দাসমূহ তো রক্ষা কর। আর তোমরা যেমন রোযায় পানাহর থেকে দূরে থাক, তেমনি গুনাহ্ ও নাফরমানীর কাজ থেকেও দূরে সরে থাক। তোমাদের মুখ ও জিহবাকে গীবত তোহমাত ও অশ্লীল কথা-বার্তা থেকে বাঁচাও। আর তোমাদের দিল থেকে হিংসা ও পরশ্রী-কাতরতা এবং অন্যান্য যাবতীয় খারাপ ভাবধারা বহিষ্কার কর। তোমরা তোমাদের সাধ্যানুযায়ী আল্লাহর দিকে একনিষ্ঠতা ও ঐকান্তিকতা অর্জন কর। তোমাদের আমলসমূহকে রিয়াকারীর মলিন্য থেকে পবিত্র রাখো। মানুষ ও জ্বিন শয়তানের দিক থেকে তোমাদের লক্ষ্য ও আকর্ষণ অন্যদিকে ফিরিয়ে দাও।

---

(১) প্রকৃত আদব সম্পর্কিত কথার আরও ক্ষেত্র রয়েছে। তা চেষ্টা ও কষ্ট স্বীকার ব্যতীত পূর্ণত্ব লাভ করতে পারে না।



www.pathagar.com

তবে এই উন্নতমানের ঈমানী মর্যাদা পর্যন্ত পৌঁছার যোগ্য হয়ত আমরা নই—বা হতে পারব না। এটা অতি বড় সৌভাগ্যের ব্যাপার। তা অর্জন করা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নাও হতে পারে। কাজেই অন্ততঃপক্ষে এতটুকু চেষ্টা-প্রচেষ্টা তো তোমাদের অবশ্যই থাকতে হবে যে, তোমাদের রোযা যেন গুনাহে কলুষিত না হয়। অন্যথায় তা অন্য সব দিক দিয়ে যথাযথ ও সহীহ্ হলেও আল্লাহ্র সমীপে তা উপস্থাপিত-ও হবে না। কেননা বান্দাহ্র আমলসমূহ আল্লাহ্র সমীপে উপস্থাপিত হওয়া ও তার নিকট গৃহীত হওয়া তার শরীয়াত সম্মত ও সহীহ্ হওয়া থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর কথা।

রমযান মাস যখন শেষ হয়ে যাবে এবং তোমাদের মধ্যে এই এক মাসকালীন সিয়াম পালন সত্ত্বেও যদি রমযান-পূর্ব কালের তুলনায় আচার-আচরণের দিক দিয়ে কোনরূপ পরিবর্তন দেখতে না পাও, তাহলে নিশ্চিত জানবে, তোমাদের সিয়াম যথাযথ ও কাংখিত মানে পালিত হয়নি। এ ধরনের রোযাতো জন্তু-জানোয়ারের রোযার ন্যায়।

তোমরা এই পবিত্র মাসে মূলতঃ আল্লাহ্র যিয়াফতে আমন্ত্রিত। এই মাসে যদি খোদার মা'রেফাত—পরিচিতি লাভ বেশী মাত্রায় না হয়, তা'হলে বুঝবে, তোমরা আল্লাহ্র আহবানে সাড়া দাওনি যেমন সাড়া দেয়া উচিৎ ছিল। যিয়াফতের আনুষংগিকতা ও অন্যান্য কর্তব্যও তোমরা পালন করনি।

তোমাদের জানা উচিৎ, এই রমযান মাসে আল্লাহ্র রহমাতের দুয়ারসমূহ তাঁর বান্দাহ্দের জন্য উন্মুক্ত হয়ে থাকে। শয়তান ও অন্যান্য পাপীষ্ঠ-অভিশপ্ত বিতাড়িত শক্তিগুলো এই মাসে থাকে বন্দী হয়ে। তা সত্ত্বেও এই মাসে যদি তোমরা তোমাদের নফ্স-এর সংশোধন করতে সক্ষম না হয়ে থাক, তাকে পরিচ্ছন্ন ও পরিশুদ্ধ না করে থাক এবং দুনিয়ার সাথে বৈষয়িক বস্তুগত সম্পর্ক ছিন্ন করতে সমর্থ না হয়ে থাক, ক্রোধান্ধ নফ্স এর সব লালসা যদি জ্বালিয়ে ভস্ম করে না দিয়ে থাক, তাহলে এ মাস শেষ হওয়ার পর তা করতে পারা খুবই কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে।

অতএব এই সময়টিকে তোমরা অবশ্যই মহা মূল্যবান ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করবে। এই মাসের মহান দয়াদ্র পরিবেশ থেকে যতদূর সম্ভব ফায়দা গ্রহণের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করবে। এ জন্য তোমরা নিজেদের মন ও নফ্সকে প্রস্তুত কর। শয়তান যে এ মাসের প্রাক্কালে তোমাদেরকে কুপ্ররোচনায় পূর্ণ করে দিতে না পারে, এবং তোমাদের নফ্কে কলুষতায় বোঝাই করে দিতে না পারে সে ব্যাপারেও তোমরা সতর্ক থাকবে। এ মাসে শয়তানগুলো আটক থাকা সত্ত্বেও যদি তোমরা অত্যন্ত নিকৃষ্ট ও খারাপ কার্যাবলী কর, তা'হলে বোঝা যাবে যে, এই মাসটির জন্য তোমাদের কোন প্রস্তুতি বা সাধনা ছিল না।


www.pathagar.com

মানুষ বেশী বেশী গুনাহ্ ও নাফরমানীর কারণে এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে যায়, যেখান থেকে ফিরে আসা তার পক্ষে কখনই সম্ভব হয় না। তখন সে কেবল শয়তানেরই কুমন্ত্রণার মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে। শুধু তা-ই নয়, তার দিলের উপর মূর্খতার অন্ধকার পুঞ্জীভূত হয়ে চেপে বসে বিধায় সে শয়তানের রঙে রঙীন হয়ে যায়, শয়তানী চরিত্রে সে হয় পুরোমাত্রায় ভূষিত। তার আচার-আচরণ হয়ে যায় পুরোপুরী শয়তানী। এই শয়তানের রঙেরই সরাসরি বিপরীত হচ্ছে আল্লাহর রঙ। এই রঙ যে ধারণ করে না, সে অবশ্যই শয়তানের রঙ ধারণ করবে, এটাই স্বাভাবিক। আর আল্লাহর রঙে রঙীন না হওয়ার প্রধান কারণ হচ্ছে ব্যক্তির নিজের নফ্স্-এর খাহেশাত-কামনা-বাসনার অন্ধ অনুসরণ। তাই অন্ততঃপক্ষে এই মাসে তোমরা নিজেদের নফ্স এর উপর কড়া নজর রাখবে এবং যে সব কথা ও কাজে আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হন না, তা অবশ্যই পরিহার করে চলবে।

এখন এই মজলিসেই তোমরা আল্লাহর সাথে ওয়াদা কর এবং সে ওয়াদা দৃঢ় কর যে, তোমরা কখনই গীবত করবে না, কারুর উপর কোন পাপ কাজের মিথ্যা-মিথ্যি দোষারোপ করবে না এবং তোমাদের মুখের কথার দ্বারা কারুর মনে আঘাত দিবে না। এই মাসে তোমরা নিজেদের মুখের উপর, চোখের উপর, হাতের উপর, কর্ণের উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ বসিয়ে দাও। এখন তোমরা এইসব শক্তির উপর নিজেদের কর্তৃত্ব কায়েম কর। তোমাদের কথা ও কাজের উপর কড়া সতর্ক দৃষ্টি নিবদ্ধ কর। তাহ'লে খুবই আশা করা যায় যে, এই দৃঢ় মনমানসিকতা মহান আল্লাহর দয়ার দান, অনুগ্রহ ও রহমাত পাওয়ার যোগ্য ও অধিকারী তোমাদেরকে বানিয়ে দিবে। আর রমযান মাসের অবসান ও শয়তান-গুলোর মুক্তিলাভের পর তোমরা নেক্কার লোক হওয়ার সুফল লাভ করতে পারবে। অতঃপর শয়তান তোমাদের নিকট ফিরে আসবে না, তোমাদের উপর তার কুপ্রভাব ফেলতে পারবে না, পারবে না তোমাদের মনে কোন অসুসা দিতে। এই কথাটি আমি তোমাদের নিকট বার বার বলতে চাই, এই দিকে তোমাদেরকে তাকীদ করতে চাই। তোমরা এই পবিত্র মাসে তোমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর কড়া নজর রাখবে, কঠোর নিয়ন্ত্রণ বসাবে, এই দৃঢ় সংকল্প এখনই করে নাও। সব সময়ের জন্য সতর্ক হয়ে যাও, যে কাজই করার ইচ্ছা তোমরা করবে, সেদিকে এই দৃষ্টিতে অবশ্যই লক্ষ্য রাখবে। কোন বেফাস কথা-ই কখনও বলবে না। কোন অশ্লীল কথা-ই তোমাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করতে দিবে না। এই সব ক্ষেত্রে শরীয়াতের হুকুম কি, তা কখনই ভুলে যাবে না তোমরা।



www.pathagar.com

এই হচ্ছে রোযার প্রাথমিক নিয়ম-কানুন। তোমরা অন্ততঃ এইগুলো যথাযথভাবে রক্ষা করবে, পালন করবে। তোমরা যখন কোন লোককে গীবত করতে দেখতে পাও তখনই তাকে বাধা দাও। বল, কেন, আমরাতো এই মাসে হারাম কাজসমূহ থেকে দূরে থাকব বলে আগেই ওয়াদা করেছি। তা'হলে গীবতের মত একটা মহা গুনাহের কাজ কেন করবে? আর যদি তাকে গীবত থেকে বিরত রাখতে সক্ষমই না হও, তাহ'লে তার সাথে একত্রে বসাই পরিহার কর। কেননা মুসলমানদের উচিত পারস্পরিক নিরাপত্তা দান আর যে লোকের হাত, মুখ ও চোখ থেকে মুসলমানরা রক্ষা পায় না, সে প্রকৃত পক্ষে মুসলমানই নয়। সে হয়ত বাহ্যিকভাবে 'মুসলিম' হতেও পারে; কিন্তু কার্যতঃ নয়। তার অবস্থা ঠিক সেই ব্যক্তির মত যে, মুখে তো 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' উচ্চারণ করে; কিন্তু এই কালেমা বিশ্বাসের ফলশ্রুতিতে যে দায়-দায়িত্ব ও কর্তব্য নিজের উপর বর্তে, তা সে কিছু মাত্র পালন করে না। ইমাম জাফর সাদেক (আঃ) বলেছেন: রসূলে করীম (সঃ) ইরশাদ করেছেন:

الا انبئكم لم سمى المؤمن مومنا ؟ لايمان الناس عن انفسهم واموا الهم

الا انبئكم من المسلم ؟ المسلم من سلم الناس من يده ولسا نه

( سفينة البحار ماده ايمان )

মু'মিনকে মু'মিন বলা হয় কেন, তা তোমাদের জানাব কি? বলা হয়, জনগণকে তাদের জান-প্রাণ ও ধন-মালের নিরাপত্তা বিধানের জন্য। মুসলিম'কে মুসলিম বলা হয় কেন, তা তোমাদের জানাব কি?...মুসলিম হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে লোকদিগকে তার হাত ও মুখের দিক থেকে পূর্ণ নিরাপত্তা দিবে।'

খোদা না করুন, তোমরা যদি কোন একজন মুসলমানকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করার ইচ্ছা কর, তার গীবত কর, বা তার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ ও কলংকিত কর, তা'হলে মনে রেখ তোমরা আসলে আল্লাহর সংবর্ধনা ও তারই দেয়া খাদ্যভাণ্ডারের সম্মুখে উপস্থিত রয়েছ—তোমরা তারই মেহমান; তোমরা এই অবস্থায়ই এত বড় অপরাধ করছ, তা কোনক্রমেই মঙ্গলজনক হতে পারে না।

কেননা মূলতঃ আল্লাহর কোন বান্দাহ্‌কে অপমান করা স্বয়ং আল্লাহ্‌কে অপমান করারই শামিল। মানুষতো আল্লাহ্‌রই বান্দাহ্। বিশেষ করে সে বান্দাহ্ যদি ঈমান, ইসলাম এবং ইলম্ ও তাক্‌ওয়ার অধিকারী হয় তা'হলে তার অপমান অত্যন্ত কঠিন গুনাহ্ হয়ে দাঁড়ায়। তোমরা এই গুনাহ্‌কে কোনক্রমেই সামান্য মনে করবেনা। এর পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। কেননা যে লোক গুনাহ্‌র মধ্যে নিমজ্জিত থাকে,


www.pathagar.com

তার পরিণতিতে মৃত্যুকালে সে আল্লাহকে অবিশ্বাস, অমান্যকারী এবং তাঁর আয়াতসমূহকে অস্বীকারকারী হয়ে দাঁড়াবে। আল্লাহ্‌তায়ালা ইরশাদ করেছেন ঃ

ثم كان عاقبة الذين أساؤا السوئى ان كذبوا بايات الله وكانوا بها يستهزؤون ○

( الروم—١٠ )

'অতঃপর যারা অন্যায় কাজ করেছিল, তাদের পরিণাম অত্যন্ত খারাপ হয়েছে যে, তারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করত এবং তারা তাকে ঠাট্টা ও বিদ্রূপ করত।'

এই মারাত্মক খারাপ পরিণতি হঠাৎ করে কখনই হয় না। হয় ক্রমশঃ। ... তার পিছনে একদিকে থাকে হারাম জিনিসের উপর দৃষ্টি দান, অপর দিকে থাকে গীবত পর্যায়ের কথা-বার্তা। আর তৃতীয় দিকে থাকে কোন মুসলিম ব্যক্তির অপমান। এই সব গুনাহ্ ও নাফরমানীর কাজ-ই মানুষের দিলের উপর রোপিত হয়, ক্রমশঃ বর্ধিত হয়, তার উপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। আর শেষ পর্যন্ত তার দিলটাকে ঘন-কৃষ্ণ অন্ধকারে আচ্ছন্ন করে ফেলে। তখন তার ও আল্লাহর মারেফাতের মাঝখানে একটা প্রাচীর দাঁড় করে দেয়। আর শেষ পরিণতি এই দাঁড়ায় যে, ঈমানী সত্যসমূহকে সে অস্বীকার করে বসে এবং আল্লাহর আয়াত-সমূহকেও সত্য বলে মেনে নিতে রাজী হয় না।

কোন কোন বর্ণনায় উদ্ধৃত হয়েছে, আমাদের আমলসমূহ রসূলে করীম (সঃ) এর সমীপে উপস্থাপিত করা হয়।[১] ফলে যখন রসূলে করীম (সঃ) তোমাদের

---

(১) এই কথার দলীল হিসাবে সূরা তওবা' এই আয়াতটি পেশ করা হয় ঃ

وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون (التوبه ١٠٥)

"এবং বল, তোমরা আমল কর, তা'হলে তোমাদের আমল দেখবেন আল্লাহ, তাঁর রসূল এবং মু'মিনগণ, আর শিগ্‌গিরই তোমাদের প্রত্যাবর্তিত করা হবে উপস্থিত-অনুপস্থিত সবকিছু বিষয়ে অবহিত আল্লাহ্‌র নিকট। তখন তিনি তোমাদিগকে অবহিত করবেন তোমাদের কার্যাবলী সম্পর্কে।"

এছাড়া নিম্নোদ্ধৃত দুটি বর্ণনাও উল্লেখ্য ঃ

(১) আবু বুচাইর থেকে—আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত, বলেছেন ঃ বান্দাহ-গণের আমলসমূহ রসূলে করীমের সম্মুখে পেশ করা হয় প্রত্যেকদিনের সকালে নেককার লোকদের আমল ও বদকার লোকদের আমল—সবই। আর তা প্রমাণিত আল্লাহ্‌র এই কথা দ্বারা ঃ 'এবং বল, তোমরা আমল কর, আল্লাহ এবং তাঁর রসূল তোমাদের আমল অবশ্যই দেখবেন.....। এরপর চুপ হয়ে গেছেন। (পর পৃঃ দ্রঃ)



www.pathagar.com

আমলসমূহের উপর দৃষ্টিপাত করেন এবং দেখতে পান সেগুলো ভুল ও পাপে পরিপূর্ণ, তখন তিনি কতটা মানসিক কষ্ট পান, তা চিন্তা করা দরকার। অতএব তোমরা সতর্কতা অবলম্বন কর, তাকে যেন তোমরা অসন্তুষ্ট না কর। তিনি যখন তোমাদের আমলের পৃষ্ঠাসমূহে গীবত, তোহ্মাত ও মুসলিমদের প্রতি অন্যায় ও ক্ষতিকর কাজ দেখতে পান এবং দেখতে পান তোমাদের সমস্ত লক্ষ্য ও চিন্তা-ভাবনা দুনিয়া ও বস্তুগত বিষয়ের উপর নিবদ্ধ, যখন দেখেন তোমাদের দিলসমূহ উচ্ছ্বসিত হয়ে আছে ক্রোধ, আক্রোশ, হিংসা, পরশ্রীকাতরতা ও খারাপ চিন্তা ধারণায়, তখন তিনি মহান আল্লাহর সমীপে দারুণভাবে লজ্জিত হয়ে পড়েন, আল্লাহর নিকটবর্তী ফেরেশতাদের কাছেও। লজ্জিত হন এ জন্য যে, তাঁর উম্মাত আল্লাহর অশেষ নিয়ামত পেয়েও তার শোকর করছে না।

অনুরূপভাবে যে ব্যক্তির সাথে তোমার যোগাযোগ ও সম্পর্ক আছে, সে এমন কি তোমার সেবকও যদি হয়, তার কোন খারাপ কাজে তোমাকেও লজ্জিত হতে হয়। তোমাদের সাথে রসূলে করীমের (সঃ) যে সম্পর্ক রয়েছে, সেই কারণে তিনিও তোমাদের বদ-আমলের কারণে লজ্জিত হবেন তা' আর বিচিত্র কি! তোমরা দ্বীনী ইসলামের ছাত্ররা—যখন দ্বীনী শিক্ষাকেন্দ্রে প্রবেশ কর, ভর্তি হও, তখন এই ভর্তি হওয়ার সাথে সাথে তোমাদের সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে যায় ইসলামী ফিকাহ্, কুরআন মজীদ ও রসূলে করীমের (সঃ) সংগে। আর তখন যদি তোমরা কোন খারাপ কাজ কর, তা'হলে তা রসূলে করীম (সঃ)কে অবশ্যই স্পর্শ করবে। ফলে তিনি সে কাজের মূল্যায়ন করতে বাধ্য হবেন। সম্ভবতঃ—খোদা না করুন তিনি তখন তোমাদের উপর চরম অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন।

অতএব তোমরা সর্বপ্রযত্নে চেষ্টা করবে যে, মহান রসূলে করীম (সঃ)কে যেন কোনক্রমেই অসন্তুষ্ট না কর। সেই সাথে পবিত্র ইমামগণকেও।

বস্তুতঃ মানুষের দিলটা হচ্ছে দর্পণের ন্যায় পরিচ্ছন্ন, স্বচ্ছ ও জ্যোতির্ময়। কিন্তু সেটাই ময়লাযুক্ত ও ক্লেদাক্ত হয়ে যায় দুনিয়ার লালসায় পাগলপারা হলে এবং আল্লাহ্র বেশী-বেশী নাফরমানী করলে। কাজেই কেউ যদি অন্ততঃ তার রোযাটা রিয়া মুক্ত ও খালেসভাবে রাখতে পারে—(সমস্ত ইবাদাতের কথা বলছি না—যদিও

---

( পূর্ব পৃষ্ঠার পর )

(২) আবু আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত, বলেছেন, আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, তোমাদের কি হয়েছে, তোমরা রসূলকে অসন্তুষ্ট করে দিচ্ছ। তখন এক ব্যক্তি তাঁকে বলল : আমরা কি করে তাঁকে অসন্তুষ্ট করি? বললেন : তোমাদের আমল সমূহ তো তাঁর নিকট পেশ করা হয়। যখন তার মধ্যে কোন নাফরমানী দেখতে পান, তখন তিনি অসন্তুষ্ট হন। অতএব তোমরা তাঁকে অসন্তুষ্ট করবে না।



www.pathagar.com

তাতে ইখলাসের শর্ত রয়েছে) তা যেন সে অবশ্যই তাই করে। এই দীর্ঘ একটা মাসকাল যদি কেউ নফসের খাহেশাত থেকে নিজেকে মুক্ত ও পবিত্র রাখতে পারে, দুনিয়ার স্বাদ-আস্বাদন পরিহার করতে পারে, আল্লাহ ছাড়া অন্য সব কিছু থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ও নিঃসম্পর্ক হয়ে এবং সিয়ামের ইবাদতটা যথাযথভাবে ঠিক যেমন পালন করা বাঞ্ছনীয় তেমনিভাবে পালন করতে পারে, তা'হলে অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ তাকে শামিল করবে। তা'হলে তার দিলের দর্পণের উপরে সঞ্চিত ময়লা-আবর্জনা দূর হয়ে যাবে, মলিনতা দূর হয়ে স্বচ্ছতা আসবে এবং গুনাহ্‌র অন্ধকারের ছায়া চলে যাবে। এর ফলশ্রুতিতে ব্যক্তি এই দুনিয়ার হারাম স্বাদ আস্বাদন থেকে চিরদিনের তরে ও সম্পূর্ণভাবে ফিরে যাবে। অতঃপর কদর-এর আগমনের সাথে সাথে তার কল্‌ব-এর উপর নূরের বিচ্ছুরণ হতে পারে, যদিও এই নূর বিচ্ছুরিত হয় কেবল মাত্র ওলী ও মুসলিম মু'মিনের দিলের উপর।

এ-ই হচ্ছে প্রকৃত সিয়ামের শুভফল, আল্লাহ্‌র নিকট থেকে পাওয়া কর্মফল। এই 'সিয়াম' সম্পর্কে আল্লাহতায়ালা হাদীসে কুদসীতে ইরশাদ করেছেন ঃ

الصوم لى و انا اجزى به

'রোযাতো একান্তভাবে আমার জন্য। আর আমি-ই তার শুভ প্রতিফল দেই।' সিয়ামের এ ছাড়া আর কি-ই বা প্রতিফল হবে। এমন কি জান্নাতও খালেসভাবে একান্ত আল্লাহর জন্য পালিত সিয়ামের পুরোমাত্রার প্রতিফল হতে পারে না।

কিন্তু কেউ যদি ইচ্ছা করে যে, তার রোযাটা শুধু এই হবে যে, মুখের খাওয়া বন্ধ থাকবে বটে; কিন্তু তা গীবত কাজে উন্মুক্ত হয়ে যাবে, রমযানের রাত্রিগুলোতে বড় বড় মজলিস করে তাতে ব্যাপকভাবে অন্যদের উপর তোহ্‌মাত বা পাপ কাজের মিথ্যা অভিযোগ প্রচার করা হবে, মুসলমানদের অপমান করা হবে—তাদের মান-মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করা হবে, আর তা-ই চলতে থাকবে প্রতি রাতে সেহ্‌রী খাওয়ার সময় পর্যন্ত, তা'হলে নিশ্চিত জানবে, তার এই রোযা অর্থহীন, সম্পূর্ণরূপে নিষ্ফল। শুধু তা-ই নয়, সে তো আল্লাহ্‌র মেহমানদারীর রীতি-নীতিরই বরখেলাফ কাজ করল। নিয়ামতদাতার যে স্বাভাবিক হক তার উপর বর্তায়, তাকে সে বিনষ্ট করল। অথচ-এই নিয়ামতদাতা মহান আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করার পূর্বেই তার এই দুনিয়ার জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় উপায়-উপকরণ ও স্থিতির ব্যবস্থা করে রেখেছেন। ক্রমাগত পূর্ণত্ব লাভের ব্যবস্থা ও সুযোগ-সুবিধাও তিনি করে রেখেছেন। তাদের হেদায়েতের জন্যই তিনি নবী ও রসূল পাঠিয়েছেন, আসমানী কিতাব নাযিল করেছেন। উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানুষকে মান-মর্যাদা মাহাত্ম্য ও



www.pathagar.com

প্রোজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের দিকে পরিচালিত করা ও মনযিলে পৌঁছে দেয়া, মানুষকে শক্তি-সামর্থ্য, বিবেক-বুদ্ধি, অনুভূতি ও নানা প্রকারের বৈশিষ্ট্য-বিশেষত্বে ভূষিত করা।

যে আল্লাহ আমাদের প্রতি এত অফুরন্ত নিয়ামত বর্ষণ করেছেন এবং এই পবিত্র মাসে আমাদের যিয়াফতের আয়োজন করেছেন, উক্ত রূপ সব গুনাহ্‌র কাজ করেই কি আমরা তাঁর প্রতিদান দেব ? .....তা কি কোনক্রমেই সহীহ্ হতে পারে। আমরা আল্লাহ্‌র বিছানো দস্তরখানে বসে নানা প্রকারের মূল্যবান সুস্বাদু খাদ্য আহার করতে থাকা অবস্থায়ই তাঁর আইন লংঘন করব, তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করব ?'

আল্লাহ তো আমাদেরকে অনেক—অনেক উপায়-উপকরণ ও দ্রব্য-সামগ্রী দিয়েছেন। সেগুলোকে তাঁরই নাফরমানীর কাজে আমরা ব্যবহার করব, তা কি কোনক্রমেই যথার্থ আচরণ হতে পারে ?

তাতে কি আল্লাহ্‌র নিয়ামতের না-শোক্‌রি হবে না ? তাঁরই যিয়াফতে এসে তাঁরই বিছানো দস্তরখানের উপর বসে এবং তাঁরই দেয়া রিজ্‌ক খেয়ে আমরা উক্ত রূপ অন্যায় ও পাপের কাজ করব, এই সাহস আমরা কোথায় পেয়েছি ? মেহমানের তো অন্ততঃপক্ষে মেহমানদারের মান-মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিৎ; যিয়াফতের সাধারণ নিয়মনীতি মেনে চলা উচিৎ। এমন কোন কাজ নিশ্চয়ই করা উচিৎ নয় যা সাধারণ নৈতিকতা বহির্ভূত, যা মান-মর্যাদার পরিপন্থী, আল্লাহ্‌র যারা মেহমান, তাদের তো উচিৎ আল্লাহ্‌র মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং তা রক্ষা করা; তিনি তো মহান, মহা সম্মানিত, সম্মানার্হ ও প্রবল পরাক্রান্ত। তাঁর এই মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রেখেই নবী-রসূলগণ তাঁর মা'রেফাত—তাঁর সম্পর্কে জ্ঞান বেশী বেশী অর্জন করতে সদা সচেষ্ট হতেন। তাতে পূর্ণত্ব প্রাপ্তির জন্য উদ্যোগী হতেন। সেই মহত্ত্বের কেন্দ্রভূমিতে পৌঁছাতে চেষ্টিত হতেন।

বস্তুতঃ আল্লাহ্‌র যিয়াফত হচ্ছে মানুষের জন্য মহত্ত্বের কেন্দ্রভূমিতে পৌঁছার প্রবেশ পথ। আল্লাহ্ তাঁর বান্দাহ্‌গণকে ডেকেছেন, তাদের মেহমান বানিয়েছেন, যেন তারা এই উচ্চতর মানে উন্নীত হতে পারে, এই দাওয়াতে শরীক হতে পারে। কিন্তু এই যিয়াফতে উপস্থিত হওয়ার জন্য অপরিহার্য শর্ত হচ্ছে, বান্দাহ্‌কে তার যোগ্য ও অধিকারী হতে হবে।

আল্লাহ তো তাঁর বান্দাহ্‌গণকে বহু প্রকারের কল্যাণের দিকে আহবান জানিয়েছেন। বহু প্রকারের আত্মিক ও ভাবগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাদ-আস্বাদনের দিকে তাঁর আহবান চিরন্তন। কিন্তু বান্দাহ্ নিজেই যদি তার যোগ্য না হয়,



www.pathagar.com

তা'হলে তা পাওয়ার ক্ষেত্রে উপস্থিত হওয়া তার পক্ষে কি করে সম্ভব হতে পারে? যে আল্লাহ্ এই মহত্ত্বের কেন্দ্রবিন্দু, তাঁর দরবারে হাযির হওয়া এবং তাঁর যিয়াফতে শরীক হওয়া—এহেন আত্মিক আবর্জনা, নৈতিক নীচতা-হীনতা ও প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য গুনাহ্-নাফরমানী সহকারে - কেমন করে সম্ভব হবে?

আসলে ব্যাপারটি নির্ভর করছে অধিকারের উপর, উপযুক্ততার উপর, আন্তরিক-ভাবে প্রস্তুতি ও উদ্যোগ-আয়োজন গ্রহণের উপর। নানা পাপ ও গুনাহ্ যখন মুখমণ্ডলকে কালিমালিপ্ত করে দিয়েছে, তখন এই মহান উন্নত-পবিত্র ভাবধারা লাভ কোনক্রমেই সম্ভব হতে পারে না। দিল-ই যখন পাপে কলুষিত হয়ে পড়ে, তখন তো এর সম্ভাব্যতা কল্পনার অতীত। কেননা এই পাপ-গুনাহ্-নাফরমানী ও মহান ইনসাফপূর্ণ সত্যের মাঝখানে তো পুঞ্জীভূত অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রাচীর দাঁড়িয়ে আছে।

## নূর ও অন্ধকারের পর্দা

আল্লাহ ছাড়া অন্য কারুর বা কিছুর দিকে লক্ষ্য নিবদ্ধ করা হলে এক সাথে দুইটি পর্দা মানুষকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। একটি হচ্ছে নূর-এর পর্দা, আর অপরটি অন্ধকারের পর্দা। অতঃপর সমস্ত বৈষয়িক ব্যাপারাদি যখন ব্যক্তিকে পরকাল থেকে গাফিল ও বিমুখ বানাবার কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং সে সম্পূর্ণরূপে দুনিয়ার দিকে ঝুঁকে পড়ে দুনিয়ার পূজারী হয়ে পড়ে, তখন হয় অন্ধকারের পর্দার আচ্ছাদন। কিন্তু এই দুনিয়ায় যদি আল্লাহর দিকে লক্ষ্য দানের ও আল্লাহমুখী হয়ে পড়ার মাধ্যম হয়ে পড়ে এবং পরকালের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বনের নিমিত্ত হয়, তখন এই অন্ধকারের পর্দা নূর-এর পর্দায় রূপান্তরিত হয়ে যায়।[১]

পূর্বোদ্ধৃত শা'বান মাসের মুনাজাতে একান্তভাবে আল্লাহ্ সমর্পিত হওয়ার যে কথার উল্লেখ হয়েছে, তা এমন একটা অবলম্বন যার দ্বারা মানুষ সকল নূরানী ও অন্ধকারময় পর্দা দূর করতে সক্ষম হতে পারে। আর ঠিক তখনই সে আল্লাহ্র যিয়াফতে পৌঁছাতে সক্ষম হতে পারে। তা-ই হচ্ছে মহত্ত্বের কেন্দ্রভূমি। এই কারণে আমরা মনে করি, এই মুনাজাতের মধ্যেই রয়েছে দূরদর্শিতা, অন্তর্দৃষ্টি ও

---

(১) আল্লাহতায়ালা ইরশাদ করেছেন:

تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقين O

এই পরকালের জগত আমরা বানিয়ে দেব কেবল তাদের জন্য যারা দুনিয়ায় বড়ত্ব চাইবেনা, বিপর্যয়ও সৃষ্টি করবেনা। বস্তুতঃ চূড়ান্ত শুভ পরিণতিতো কেবল মুত্তাকীদের জন্য।'



www.pathagar.com

অন্তরের আলোর প্রার্থনার সমন্বয়। এরই বলে মানুষ নূর-এর পর্দা দীর্ণ করতে ও মহত্ত্বের কেন্দ্রভূমিতে উপনীত হতে পারে। এ ভাবেই দিলের দৃষ্টি নূর-এর পর্দা দীর্ণ করে দিবে। অতঃপর মহত্ত্বের কেন্দ্রভূমিতে পৌঁছে যাবে।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, মানুষ চিরকাল-ই অন্ধকারের পর্দার দ্বারা আচ্ছন্ন হয়েই থাকল।

মানুষ চিরকাল এই প্রাকৃতিক জগতের দিকেই তার সমস্ত লক্ষ্য নিবদ্ধ করে থাকল। এরা আসলে আল্লাহ বিমুখ, প্রাকৃতিক জগতের অন্তরালে—ওপারে কি আছে, তা তারা কিছুই জানে না। প্রকৃতির দ্বারেই মানুষ উপুড় হয়ে আছে। ফলে তার আত্মা পবিত্র-পরিশুদ্ধ করা কোন দিনই সম্ভব হ'ল না, হবে না। তার দিলের উপর গুনাহ্ নাফরমানীর কারণে যে মরীচা জমে গেছে তা দূর করে আত্মিক ও আধ্যাত্মিক শক্তিসমূহ দ্বারা উপকৃত হওয়াও কখনই সম্ভব হবে না। আসলে এই মানুষই হচেছ সকল হীনতা-নীচতার নিম্নদেশে অবস্থিত। আর তার অর্থ, তারা কঠিন অন্ধকার আচছাদনে আচছাদিত, মানুষের জীবন তথায় চির প্রচছন্ন। এদের কথাই আল্লাহ বলেছেন ثم رددناه اسفل سافلين 'অতপর আমি তাদের নিক্ষেপ করেছি সমস্ত নীচ-হীন জিনিসেরও নিম্নে।'

অথচ আল্লাহ্তায়ালা মানুষকে অতীব উন্নত-উচ্চতর মর্যাদায় অভিষিক্ত করে সৃষ্টি করেছেন। তিনি নিজেই 'বলেছেন, নিশ্চয়ই আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি অতীব উত্তম মানে ও মর্যাদায়'। (সূরা তীন)

হ্যাঁ, যে মানুষ তার নফ্সের খাহেশাতকে অনুসরণ করবে, যেদিন থেকে সে নিজেকে চিনেছে, সেদিন থেকেই তার নজর কেবলমাত্র অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রাকৃতিক জগতের উপর একান্তভাবে নিবদ্ধ থাকবে, সে কখনই পরকালের অবস্থিতি ও সম্ভাব্যতার কথা চিন্তা করবে না। ফলে সে সর্বক্ষণ নিতান্ত জাগতিক ব্যাপারাদিতেই একান্তভাবে মশগুল হয়ে যাবে। এদের সম্পর্কেই আল্লাহর এই কথা অতীব সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে ঃ اخلد الى الارض واتبع هواه 'জমীনের দিকেই একনিষ্ঠ হয়ে রয়েছে এবং তার নফ্সের খাহেশাতের অন্ধ অনুসরণ করেছে।' এ লোক মহান আল্লাহ থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। কেননা তার দিলটাই পুঞ্জীভূত পাপের মধ্যে নিয়োজিত—কলুষিত। ফলে তা অন্ধকারের পর্দার দ্বারা আচছাদিত। গুনাহ্-নাফরমানীর বিপুলতার ফলশ্রুতিতে তার আত্মাটাই নিস্পন্দ ও চেতনাহীন হয়ে পড়েছে। কারণ খাহেশাতে নফ্স ও দুনিয়া প্রেম মানুষের লোভ, বিবেক-বুদ্ধি ও দৃষ্টিকে পর্যন্ত অন্ধ বানিয়ে দেয়। ফলে তার পক্ষে কোন দিনই অন্ধকারাচ্ছন্ন পর্দার অন্তরাল থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া সম্ভবপর হয় না। এ অবস্থায় অন্ধকার এর



www.pathagar.com

আচ্ছাদন থেকে মুক্তি পাওয়াতো দূরের কথা এবং মহান আল্লাহর জন্য একান্ত একনিষ্ঠ হয়ে যাওয়া তো আরও সুদূর পরাহত।

হ্যাঁ এই মানুষ-ই যদি আল্লাহকে স্বীকার করে, আন্তরিকভাবে মেনে নেয়, মেনে নেয় পুলসিরাত, বরজখ্, পরকাল, কিয়ামত এবং হিসাব কিতাব, যদি জান্নাত ও জাহান্নামকে বাস্তব বলে মেনে নেয় এবং দুনিয়ার দুশ্চেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হয়েও খোদার সীমাহীন নাফরমানীর মধ্যে নিমজ্জিত হয়েও যদি এ সব মহা সত্যকে অস্বীকার করে না বসে, যদি অলীগণের মান-মর্যাদাকেও স্বীকার করে, তা'হলে তখন সে অতীব উচ্চতর মর্যাদায় উন্নীত হতে পারে। এসব তো পূর্বোল্লেখিত দোয়া ও মুনাজাত সমষ্টির সার কথার চাইতে অতিরিক্ত কিছু নয়।

---


www.pathagar.com

# ইল্‌ম ও ঈমানের পর্যায়

অনেক সময় দেখা যায়, মানুষ এই সব মহা সত্য সম্পর্কে পূর্ণ অবহিত ; কিন্তু তা সত্ত্বেও সে তা বিশ্বাস করে না, সত্য বলে মেনে নেয় না।...যে লোক মৃতের গোসল দানের কাজ করে সে মৃতকে ভয় পায় না। কেননা সে জানে যে, তাকে কষ্ট ও আযাব দেয়ার কোন ক্ষমতাই কোন মৃতের নেই। কেননা মৃত জীবনে বেঁচে থাকা অবস্থায়ই তাকে কষ্ট দিতে সক্ষম ছিল না। আর এখন সে মরে একটা নিষ্প্রাণ-নিস্পন্দ লাশে পরিণত হয়েছে, এখন তার পক্ষে অন্যকে কোনরূপ কষ্টদানের তো প্রশ্নই উঠে না।

যারা মৃতকে ভয় পায়, তারাও এই সত্যকে জানে। কিন্তু তারা তা বিশ্বাস করে না। আসলে ব্যাপারটা একান্তভাবে বিশ্বাসের, সত্য বলে মেনে নেয়ার। অনেক লোককেও তোমরা এই অবস্থায়ই দেখতে পাবে। তারা নিশ্চিত জানে যে, আল্লাহ আছেন, পরকাল ও হিসাব-নিকাশ নিশ্চয়ই হবে, কিন্তু সে বিষয়ে তাদের মনে প্রত্যয় অনুপস্থিত। বিবেক-বুদ্ধি যা অনুভব করে, দিল সে বিষয়ে কিছুই জানে না। ওরা জানে যে অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ তাদের পরিচালিত করে আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান গ্রহণের দিকে। কিন্তু এই বুদ্ধিগত যুক্তি স্বতঃই তাদের নফ্‌সের উপর একটা আবরণ হয়ে দাঁড়ায়। ঈমানের নূরকে তার উপর আলো বিচ্ছুরণে বাধা দান করে। তখন তাদের নিষ্কৃতি দান আল্লাহ ছাড়া আর কেউ-ই করে না। আর বস্তুতঃ আল্লাহ-ই অভিভাবক-পৃষ্ঠপোষক-বন্ধু হচ্ছেন সেই লোকদের যারা ঈমান এনেছে, তিনি-ই তাদের অন্ধকার থেকে আলোকের দিকে নিয়ে আসেন। আর যে মানুষের অভিভাবক-বন্ধু-পৃষ্ঠপোষক হচ্ছেন আল্লাহ এবং তিনি তাকে অন্ধকার থেকে নিষ্কৃতি দেন, সে লোক সম্ভবতঃ কোন গুনাহ্ করবে না, কারুর উপর মিথ্যা-মিথ্যি পাপ কাজের দোষারোপ-ও করবে না। তার মুমিন ভাইর প্রতি কোনরূপ হিংসা-বিদ্বেষ বা পরশ্রীকাতরতাও অনুভব করবে না। তার অন্তরে হয়ত 'নূর' সমুদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। তখন সে এই দুনিয়ার কোন মূল্য বা গুরুত্ব স্বীকার করবে না। এ দুনিয়ার কোন জিনিসেরও একবিন্দু মূল্যবোধ হবে না তার নিকট। তখন সে তেমনই হবে যেমন ইমাম আমীরুল মু'মিনীন বলেছেন ঃ সে একবিন্দু যুলুম করতেও প্রস্তুত নয়, যদিও তার মুকাবিলায় সমগ্র দুনিয়াই থাকনা কেন। আমীরুল মু'মিনীন বলেছেন ঃ



www.pathagar.com

'খোদার নামে শপথ, আমাকে যদি সাতটি বিশাল রাজ্যও দেয়া হয় তার আকাশের তলায় যা কিছু আছে সেই সব কিছু সহ,—এ জন্য যে, আমি আল্লাহতায়ালার একবিন্দু পরিমাণও নাফরমানী করব, তবুও আমি তা করব না, কক্ষণই না।'

তোমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক রয়েছে যারা সকল সীমা লংঘন করে যায়। তারাই সমাজের বড় ও মহান ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দোষ গেয়ে বেড়ায়—গীবত করে। অন্যরা হয়ত তা করে না, করলেও অন্ততঃ ইসলামের সম্মানিত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কখনই মুখ খুলে না। ওরা ইসলামের সর্বজন মান্য আলেমগণের কুৎসা রটনা করে। তাদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত দুঃসাহসী আচরণ গ্রহণ করে। তার কারণ হচেছ, ঈমান তাদের হৃদয় মনে গভীর হয়ে বসেনি। তাদের কথা ও কাজের প্রতিফল যে একদিন ভোগ করতেই হবে, এ বিষয়ে তাদের মনে দৃঢ় প্রত্যয় জাগেনি। আর পূর্ণাংগ ঈমান ব্যতীত যে নাফরমানীর কাজ থেকে বিরত থাকা সম্ভব হয় না, তা নতুন করে বলার প্রয়োজন পড়ে না।

নবী ও অলীগণকে মা'সুম মনে করার অর্থ এই নয় যে, জিব্‌রাঈল ( আঃ ) তাদের হাত ধরে চালিয়ে নিয়ে যাবেন বাঞ্ছনীয় কাজের দিকে বা ফিরিয়ে রাখবেন অবাঞ্ছিত কাজ থেকে। স্বাভাবিকভাবেই জিবরাঈল যদি এভাবে কারুর হাত ধরেন, তা'হলে তো কারুর পক্ষেই কোন হারাম কাজ করা সম্ভবপর হয় না। এতে করে যে নিষ্পাপতা, তা এখানে লক্ষ্য নয়। বরং মূলতঃ নিষ্পাপতা তো ঈমানেরই ফলশ্রুতি। ঈমানের উৎপাদন। কোন মানুষ যখন মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান গ্রহণ করে এবং তাঁকে দিলের দৃষ্টি দিয়ে দেখতে পায়—যেমন সূর্যকে নিজ চক্ষে দেখে, তার পক্ষে কোন গুনাহে লিপ্ত হওয়া অসম্ভব।

যে ব্যক্তি নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করে ও দৃঢ় প্রত্যয় রাখে যে, সে প্রত্যক্ষভাবে আল্লাহকে দেখছে, শুনছে আল্লাহর কথা, এবং সে স্থায়ীভাবে হাযির রয়েছে আল্লাহর সম্মুখে, সে নিশ্চয়ই আল্লাহর অসন্তুষ্টির কাজ করতে ভয় পাবে। যারা মা'সুম, তাঁরা যদিও পবিত্র মাটি দিয়েই তৈরী তবু তাঁরা অবিশ্রান্ত চেষ্টা-সাধনা ও উন্নতমানের নৈতিক চারিত্রিক মূল্য মান অর্জনের পর এই অবস্থায় উন্নীত হয় যে, তাঁরা নিজদিগকে প্রতিমুহূর্তেই সেই মহান আল্লাহর সমীপে উপস্থিত দেখতে পায় যে আল্লাহ সব কিছুই জানেন, সকল জ্ঞান যার আয়ত্তাধীন। মা'সুমগণ তো লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র প্রতি দৃঢ়ভাবে ঈমানদার। এই জন্য তাঁরা এই দৃঢ় প্রত্যয় লাভ করেন যে, সব জিনিস ও প্রত্যেক ব্যক্তিকেই ধ্বংস হতে হবে বলে তাদের পরিণতির উপর কক্ষণ-ই কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না। কুরআনের ঘোষণা ঃ



www.pathagar.com

كل شيء هالك الا وجهه (القصص—٨٨)

'সর্ব কিছুই ধ্বংসশীল—কেবল এক আল্লাহ ছাড়া।'

মানুষ যখন ঈমান আনে ও দৃঢ় প্রত্যয় লাভ করে যে, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সমগ্র জগত-ই আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত এবং মহান আল্লাহ সব সময়ই সর্বত্র উপস্থিত, তিনি সর্বদ্রষ্টা, সর্বশ্রোতা, তার দ্বারা কোন গুনাহ্ অনুষ্ঠিত হওয়া প্রায় অসম্ভবই হয়ে যায়।

মানুষ একটি সচেতন বালকের সম্মুখেও গুনাহ্‌র কাজ করা থেকে বিরত থাকে। তার সম্মুখে তার লজ্জাস্থান উন্মুক্ত করা থেকেও বিরত থাকে। এটাই স্বাভাবিক। তাহলে সেই মানুষ কি করে আল্লাহর সম্মুখে—তাঁরই উপস্থিতিতে গুনাহ্‌র কাজে লিপ্ত হতে পারে, এমনভাবে যে, সে তা করতে কোন ভয়—কোন আতংকই তার মনে জাগবে না! তা করতে একবিন্দু লজ্জারও উদ্রেক হবে না! নিশ্চয়ই হবে। কেননা তার সম্মুখে সেই বালকের চির উপস্থিতি সম্পর্কে তার মনে কোন সংশয় নেই। এই কারণেই তার সম্মুখে গুনাহ্ করা থেকে বিরত থাকে। তবে আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও যদি তাঁর প্রতি ঈমান না থাকে, তা হলে তার পক্ষে আল্লাহকে ভয় করে গুনাহ্ থেকে বিরত থাকা সম্ভব নয়। হ্যাঁ, যদি তার ঈমান থাকত যে, আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত হ'তে হবে, তা'হলে সে অবশ্যই গুনাহ্‌কে এড়িয়ে যেত। হারাম কাজ সম্মুখে আসলেই সে ভয় পেয়ে তা থেকে দূরে সরে যেত। পক্ষান্তরে বেশী বেশী আল্লাহর নাফরমানীর ফলে দিল কালো হয়ে যায়, ফলে আল্লাহর নিকট হাযির হওয়ার প্রতি ঈমান এবং তিনি যে বান্দাহ্‌র সব কাজ সম্পর্কে অবহিত এ সম্পর্কিত বিশ্বাসকে দুর্বল করে দেয়। ঈমানের পথে তা প্রবল প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। কেননা মানুষ যদি কুরআনে উদ্ধৃত এ সব খবরকে সত্য বলে দৃঢ় প্রত্যয় রাখে, পরকাল সম্পর্কিত ওয়াদা এবং আযাবের ভয় প্রদর্শনকেও নির্ভুল মনে করে, তা'হলে সে অবশ্যই তার আচার-আচরণ পুনর্বিবেচনা করে দেখবে এবং সে লজ্জা-শরম মুক্ত বা বল্গাহারা হয়ে কখনই থাকতে বা চলতে পারবে না।

তুমি যে পথ অতিক্রম করতে চাও, তোমার মনে যদি এই আশংকা জেগে উঠে যে, সেই পথে কোন হিংস্র আক্রমণকারী জন্তু রয়েছে সে তোমার উপর হামলা করতে পারে বলে মনে ভয় জাগে; কিংবা ডাকাত পড়ার ভয় থাকে যা তোমার পথে বিপদ ডেকে আনতে পারে, তা' হলে নিশ্চয়ই তুমি সেই পথে চলবে না, চলতে সাহস পাবে না। তুমি চলা থামিয়ে দিবে, লোকদের সাথে আলোচনা করবে, প্রকৃত



www.pathagar.com

ব্যাপার সন্ধান করবে। তখন এই বিপদের আশংকার দরুন এই পথ অতিক্রম করা থেকে বিরত থাকা কি উচিৎ হবে না?

অনুরূপভাবে, কুরআন মজীদে জাহান্নামের অবস্থিতি ও তাতে চিরদিন থাকার কথা যা বলা হয়েছে তাকে পরম সত্য মেনে নেয়ার পর-ও কোন লোকের পক্ষে আল্লাহর অসন্তুষ্টিমূলক কাজ করার দুঃসাহস করা কি করে সম্ভব হতে পারে? আল্লাহর সম্মুখে হাজির হতে হবে এবং আল্লাহ প্রতি মুহূর্ত দেখছেন, এই বিশ্বাস থাকার পরই বা কি করে কারুর পক্ষে গুনাহ্‌র কাজ করা সম্ভব। বস্তুতঃ মানুষ চিরন্তনভাবে আল্লাহ্‌র পর্যবেক্ষণের অধীন, তিনি তার সব আমলের প্রতিফল দিবেন, তার হিসাব করবেন, এই কথা স্মরণে থাকলে কারুর পক্ষেই পাপ কাজে লিপ্ত হওয়া সম্ভব নয়। আল্লাহর ঘোষণা ঃ

مايلفظ من قول الالد يه رقيب عتيد

'বান্দাহ্ যে কথাই মুখে উচ্চারণ করে, তারই নিকট রয়েছে সদা প্রস্তুত পর্যবেক্ষণকারী— তার রেকর্ডকারী।'

এই বিশ্বাসের দরুন একজন বান্দাহ্ মুখে যা-ই বলবে, যে পদক্ষেপই গ্রহণ করবে, যে কাজ-ই সে করবে, নিশ্চয়ই পূর্ণ সতর্ক ও সংযম রক্ষা করে করবে। সে সদা সচেতন থাকবে। দায়িত্বহীনভাবে সে কিছু বলবে না, কিছু করবেও না।

বস্তুতঃ উক্ত রূপ বিশ্বাস থাকার পরও কোন লোক আল্লাহকে ভয় করে চলবে না, তা ধারণাও করা যায় না।

পূর্বোল্লেখিত মহা সত্যসমূহ দৃঢ় প্রত্যয় সহকারে গ্রহণ না করা বড় বিপদ নয়, তার সম্ভাবনা বিশ্বাস না করা ও তার আশংকা বোধ মনে না জাগাই বড় বিপদ। তা সত্ত্বেও কতক লোকের আচার-আচরণ ও তাদের জীবনে অবলম্বিত পথ দেখে মনে হয়, তারা এই প্রাকৃতিক জগতের অবসানের পর আর একটি জগতের অস্তিত্ব সম্পর্কে কোন আশংকাবোধও রাখে না। কেননা শুধু এই আশংকাবোধ-ই মানুষকে বহু প্রকারের অন্যায়-অবাঞ্ছিত কাজ থেকে বিরত রাখার জন্য খুবই যথেষ্ট।

## সতর্ক হওয়াই প্রথম পদক্ষেপ

তোমরা আর কতকাল তোমাদের নিশ্চিত পরিণাম সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকবে? আর কতকাল তোমরা বিপর্যয় ও ধ্বংসের মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে থাকবে? ·· তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, ভয় কর তোমাদের পরিণতিকে। আর


www.pathagar.com

কতকাল অচেতন হয়ে পড়ে থাকবে? তোমাদের গাফলতির মহা নিদ্রা থেকে জেগে উঠ। গাফলতিকে পরিহার কর। ... তোমরা এখনও হুশের মধ্যে আসনি, এখনও জেগে উঠনি, এখনও প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করনি।

প্রথম পদক্ষেপই হচ্ছে সতর্ক হওয়া, গাফলতির মহা নিদ্রা থেকে জেগে উঠা। তোমরা তো এখন পর্যন্ত মহা নিদ্রায় অচেতন হয়ে পড়ে আছ। অবশ্য চক্ষু তোমাদের খোলাই আছে, কিন্তু তোমাদের দিল গভীর অচেতনতার মধ্যে ডুবে আছে।

তোমাদের দিল যদি সে রূপ না হ'ত, যদি তা বেশী-বেশী গুনাহ্ ও নাফরমানীর দরুন মরীচাচ্ছন্ন হয়ে না থাকত, তা'হলে তোমরা নিশ্চয়ই এই রূপ হতে না। তোমাদের নিজেদের পরিণতি সম্পর্কে এভাবে নিশ্চিন্ত ভাবনা মুক্ত হয়ে থাকতে পারতে না। তোমাদের যে জওয়াবদিহি করতে হবে আল্লাহর নিকট, সে ব্যাপারে এরূপ অনুভূতি বা চেতনাহীন হয়ে থাকা তোমাদের পক্ষে কিছুতেই সম্ভবপর হ'ত না। সে ভয়াবহ বিপদের কথা চিন্তা করে তোমরা নিশ্চয়ই কেঁপে উঠতে, বিচলিত হয়ে পড়তে। তোমরা যদি তোমাদের পরকালীন ও পরিণতি সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে সামান্য চিন্তাও করতে, তা'হলে তোমরা বর্তমানের তুলনায় নিশ্চয়ই আরও অধিক দায়িত্ব জ্ঞানসম্পন্ন হ'তে, জওয়াবদিহির ব্যাপারে আরও সচেতন হ'তে। এই ব্যাপারে তোমাদের কাঁধে চাপানো কঠিন দায়িত্বের কথা তোমরা এক মুহূর্তের তরেও ভুলে যেতে পারতে না।

তোমরা নিশ্চিত জানবে, এই জগতের পরে আর একটি জগত রয়েছে। তখন এই জীবনের যাবতীয় কাজ-কর্মের হিসাব-নিকাশ হবে। তোমরা দুনিয়ার অন্যান্য সৃষ্ট বস্তু ও জন্তুর মত নও। ওদের জন্য পরকাল বলতে কিছু নেই, নেই কোন হিসাব কিতাবের ব্যাপার। তা'হলে তোমরা কেন সচেতন হচ্ছ না? কেন তোমরা জাগ্রত ও সচেতন হচ্ছ না? কেন, কেন? তোমরা গীবত করতে খুবই পটু। তোমাদের মুসলমান ভাইদের ক্ষতিকর কাজ কর্ম করতেও একবিন্দু দ্বিধান্বিত হও না! কেন তোমরা এমন কাজ করছ, কেন তোমরা পূর্ণ মাত্রায় নিশ্চিন্ততা সহকারে গীবতের কথা-বার্তাগুলো শুনছ? এই যে, জিহবাগুলো গীবতের কাজে এতটা দরাজ হয়ে আছে, তোমরা কি জানো না যে, তা কিয়ামতের দিন পায়ের তলায় দলিত-মথিত হবে? তোমরা কি জানো না যে, গীবত হচ্ছে জাহান্নামের কুকুরগুলোর খাদ্য বিশেষ? রসূলে করীমের (সঃ) একটি হাদীসে তো তাই বলা হয়েছে! তোমাদের পারস্পরিক মতপার্থক্য, বিবাদ-বিসম্বাদের অত্যন্ত খারাপ পরিণতির কথাটি তোমরা আদৌ কখনো চিন্তা করেছ? তোমাদের



www.pathagar.com

পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ ও খারাপ ধারণার পরিণতি যে অত্যন্ত খারাপ, এ বিষয়ে কোন চিন্তাই কি তোমাদের মনে জাগেনি? তোমাদের আত্মম্ভরিতা, অহংকার, হাম্বড়ামি তো অত্যন্ত মারাত্মক পরিণতি নিয়ে আসবে তোমাদের জন্য। এসব নীচ-হীন কাজের পরিণতিতে তোমাদের চিরদিন জাহান্নামে পড়ে থাকতে হতে পারে, তা কি তোমাদের একেবারেই জানা নেই!

কষ্টদায়ক কোন রোগে আক্রান্ত না হওয়া নিশ্চয়ই একজন লোকের অতি বড় সৌভাগ্যের ব্যাপার সন্দেহ নেই। যে রোগ তীব্র পীড়া দেয়, সে কষ্ট দূর হতে পারে কেবল সুচিকিৎসার ফলে। সে জন্য চিকিৎসককে অবশ্যই ডাকতে হয়, অথবা ভর্তি হতে হয় হাসপাতালে। কিন্তু যে রোগ কোনরূপ কষ্ট দেয় না, মানুষ হয়ত তা অনুভব-ও করে না। যদি তা পীড়া দিতে থাকে তবেই মানুষ তার বিপদটাও তীব্রভাবে অনুভব করে। কিন্তু অনুভব না করার দরুন তার চিকিৎসার প্রতি খুব একটা ভ্রূক্ষেপ করা হয় না। যদিও সময় অতিবাহিত হওয়ার দরুন ক্রমশঃ সে রোগ কঠিন হয়ে দাঁড়ায় এবং অতপর চিকিৎসা অত্যন্ত দুরূহ হয়ে পড়ে।

মনস্তাত্ত্বিক রোগেরও এই অবস্থা। তা যদি পীড়াদায়ক হয়, তা'হলে রোগী তৎপর হয় তার অবিলম্বিক চিকিৎসার জন্য। কিন্তু তখন আমরা কি করি! রোগের পীড়া অনুভব না করার দরুন রোগের মারাত্মকতা যখন সাংঘাতিক হয়ে পড়ে, তখন আমাদের পক্ষে কি করা সম্ভব হয়?

অহংকার, আত্মম্ভরিতা, অহমিকা ও সর্ব প্রকারের না-ফরমানীর গুনাহ্ ব্যক্তির দিলকে নষ্ট করে, রূহকে বিপর্যস্ত করে, যদিও সে জন্য দেহে কোন কষ্ট অনুভূত হয় না। এ ধরনের রোগ যে কষ্ট বা পীড়া দেয় না শুধু তা-ই নয়, তা বরং কিছুটা সুখ বা পুলক দান করে। গীবতের ও চোগলখুরীর কার্যাদি খুবই সুখকর হয়ে থাকে।

আত্মপ্রেম ও দুনিয়া প্রেম-ই হচ্ছে সকল পাপের মৌলিক উৎস। বস্তুত দুনিয়া প্রেম সমস্ত পাপের মূল, সমস্ত বিপদের উন্মুক্ত দ্বার, সমস্ত অশান্তি ও বিপর্যয়ের লক্ষণ, সমস্ত দুর্ভাগ্যের প্রধান কারণ।[১] অথচ মানুষ এগুলোতে খুবই স্বাদ ও আনন্দ পেয়ে থাকে। এগুলো করতে বুক স্ফীত হয়ে উঠে। কারো পানি পিপাসায় যখন গলা শুকিয়ে যায় এবং শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা দেখা দেয়, তখন সে পানি পেলে পানি পানের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত পানির স্বাদ পেতে থাকে।

---

(১) تحف العقول



www.pathagar.com

যে রোগে কষ্ট পাওয়া যায় না, মানুষ সে রোগে বরং কিছুটা স্বাদ-ও পায়। সে রোগের চিকিৎসার জন্য সে খুব তাড়াতাড়ি তৎপরও হয় না। যতক্ষণ পর্যন্ত তার বিপদটা তীব্রভাবে অনুভূত না হয়। তাকে যদি বলা হয়, সে রোগাক্রান্ত, তা'হলে হয়ত সে বিশ্বাস-ই করবে না। সে বরং নিজের অবস্থাকে খুবই ভাল বলবে।

মানুষ যখন দুনিয়া প্রেমে ও নফ্‌সের খাহেশ পূরণে নিমগ্ন হয়ে পড়ে, দুনিয়াটা দিলের উপর রীতিমত সওয়ার হয়ে বসে, তখন সে আল্লাহ বিরোধী ও দুনিয়ার ব্যাপারাদিতে গভীরভাবে মশগুল হয়ে পড়ে। অপর দিকে সে তখন আল্লাহ্‌র বান্দাহ্‌দের—ফেরেশতা, নবী ও অলীগণের সাথে চরম শত্রুতা করতে শুরু করে দেয় (আল্লাহ তা থেকে রক্ষা করুন)। তাঁদের প্রতি চরম হিংসা ও বিদ্বেষ পোষণ করতে আরম্ভ করে। কিন্তু যখন তার আয়ুষ্কাল ফুরিয়ে আসে, তার জান কবজ করার জন্য ফেরেশতা এসে উপস্থিত হয়, তখন সে তাদের অত্যন্ত খারাপ জানে এবং সে তাদের ঘৃণা করতে শুরু করে। কারণ তারা তার সাথে জড়িত সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন ও নিঃসম্পর্ক করতে চায়। অথচ সে সব জিনিসকে সে একদিন খুব ভালোবেসেছে, আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেছে। তার প্রিয় সব কিছু থেকে কি তারা তাকে সরিয়ে নিচ্ছে এটা সে দেখতে পায় ফলে তাদের ওপর ক্ষেপে এবং তাদের ঘৃণা করতে থাকে। তার পরিণাম এটাই যে, সে আল্লাহ পাকের শত্রু হয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়।

কাজরীফ-এর একজন বুযুর্গ লোক বর্ণনা করেছেন, তিনি এক মুমূর্ষু ব্যক্তির নিকট উপস্থিত ছিলেন। তখন তিনি তাকে বলতে শুনলেন,

> 'আমার উপর কেবল আল্লাহই যুলুম করেছে, তেমন যুলুম আর কেউ করেনি আমার উপর। আমি আমার সমস্ত অন্তর দিয়ে চেষ্টা করেছি আমার সন্তানদের লালন-পালনের জন্য। কিন্তু আল্লাহ চাচ্ছেন আমাকে তাদের নিকট থেকে দূরে সরিয়ে নিতে। আমার প্রতি এর চেয়ে বড় যুলুম আর কি-ইবা হতে পারে।'

বস্তুতঃ একজন মানুষের এরূপ খারাপ পরিণতিই মূলতঃ ভয় করার জিনিস। কেননা মানুষ যখন নিজেকে সুসংগঠিত ও পরিচ্ছন্ন-পবিত্র করে না, দুনিয়া থেকে বিমুখ ও তার প্রতি অনাগ্রহী হয় না, দুনিয়াকে মনের উপর থেকে দূরে সরিয়ে রাখে না, তার সম্পর্কেই এই আশংকা থেকে যায় যে, সে দুনিয়া ত্যাগ করবে এমন অবস্থায় যে, আল্লাহ ও তাঁর অলীগণের প্রতি চরম প্রতিহিংসা তার মনে ভরপুর হয়ে থাকবে।



www.pathagar.com

হ্যাঁ, এই অত্যন্ত খারাপ পরিণতি মানুষের জন্য অপেক্ষা করছে। মানুষ আশ্‌রাফুল মখলুকাত হওয়া সত্ত্বেও অত্যন্ত খারাপ পরিণতি লাভের শিকার হয়ে যেতে পারে। কিন্তু উপরে আলোচিত অবস্থার দৃষ্টিতে সে কি 'আশ্‌রাফুল মখলুকাত' থাকতে পারল, না নিকৃষ্টতম সৃষ্টিতে পরিণত হ'ল? আল্লাহ্‌র ইরশাদ হচ্ছে ঃ

والعصر ان الانسان لفى خسر ○ الا الذين امنوا وعملوا الصلحت ○ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ○

'কালের শপথ! মানুষ চরম ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত। কেবল তারাই তা থেকে রক্ষা পেতে পারে যারা ঈমান এনেছে, ঈমান-উপযোগী নেক আমল করেছে। আর পরস্পর সত্যের উপদেশ দিয়েছে, দিয়েছে ধৈর্য ধারণের উপদেশ।'

বস্তুতঃ ক্ষতি—অবক্ষয় ও ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেতে পারে কেবল মাত্র সে সব লোক যারা ঈমান সহকারে ঈমানের সাথে সামঞ্জস্যশীল নেক আমল-সমূহ করেছে। বস্তুতঃ এই নেক আমল-ই হচেছ মানুষের অবলম্বন। এই অবলম্বন ধারণ করেই মানুষ দাঁড়াতে পারে। এই আমল-ই মানুষের রূহের সাথে সামঞ্জস্যশীল। কিন্তু আমরা দেখছি, অনেক মানুষেরই আমল তাদের রূহের সাথে নয়, তাদের দেহের সাথে সংগতিসম্পন্ন। উপরন্তু কুরআনের উপরোক্ত সূরাটিতে যে পারস্পরিক উপদেশ ও পরামর্শদানের কথা বলা হয়েছে, তা তাদের আমলে সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত।

তোমরা যখন তোমাদের কার্যাবলীকে দুনিয়ার প্রেম ও আত্ম-প্রেমের ভিত্তিতে গড়ে তুলবে, তখন সে ভিত্তিই হবে তোমাদের উপর বিজয় ও প্রভাবশালী। এই ভিত্তিই খালেসভাবে আল্লাহর জন্যে কাজ করার পথে একটা প্রবল বাধা হয়ে দাঁড়াবে। তথায় সত্য ও ধৈর্যের জন্য পারস্পরিক উপদেশ বা পরামর্শ দানের কোন স্থান থাকতে পারে না। ফলে তোমরা নিজেরাই নিজেদের হেদায়েত লাভের মাঝখানে একটা সুউচ্চ প্রাচীরের আড়াল গড়ে তুলবে। তখন সুস্পষ্ট ক্ষতি ও অবক্ষয় ভিন্ন আর কিছুই থাকবে না। তখন তোমাদের জীবন আল্লাহ্‌র এই কথার সাথে সামঞ্জস্যশীল হয়ে পড়বে ঃ

خسرالد نيا و الا خرة

'দুনিয়ায়ও ক্ষতি এবং পরকালের দিক দিয়েও ক্ষতি।'



www.pathagar.com

কেননা তোমরা তো তোমাদের যৌবন কালটাই নিরর্থক ও নিষ্ফল কাজে অতিবাহিত করে ফেলেছ। ফলে তোমরা নিজদেরকে পরকালীন নিয়ামত থেকেও বঞ্চিত করেছ। তোমাদের ইহকাল ও পরকাল সবকিছুই সম্পূর্ণ শূন্যতায় ভরে গেছে। সবকিছুই হারিয়ে ফেলেছ। অন্যান্য যেসব লোক জান্নাতের পথে এক কদমও চলেনি, যারা নিজেরাই নিজেদের মুখের উপর আল্লাহ্‌র রহমাতের দ্বারসমূহ বন্ধ করে দিয়েছে এবং জাহান্নামে চিরদিন থাকার যোগ্য হয়েছে, তারা অন্ততঃ দুনিয়ার স্বাদ-আস্বাদন করেছে এবং তার মজা লুটেছে। কিন্তু তোমরা ..... ?

তাই দুনিয়া প্রেম বাড়ানোকে তোমরা অবশ্যই ভয় করবে। আত্ম-প্রেম, আত্মম্ভরিতা তোমাদের মনে ক্রমশঃ বৃদ্ধি না পায়, সে দিকে অত্যন্ত সতর্ক দৃষ্টি রাখবে। অন্যথায় ব্যাপার এতটা খারাপ হয়ে যেতে পারে যে, শয়তান তোমাদের ঈমান চুরি করে নিতে পারে। কেননা শয়তানের যাবতীয় চেষ্টা-প্রচেষ্টা তো এই উদ্দেশ্যেই নিয়োজিত। মানুষের ঈমান নষ্ট করার জন্য এমন কোন পথ নেই যা শয়তান অবলম্বন করে না। আর তোমরা তো ঈমানের স্থায়িত্বের জন্য কারুর নিকট থেকে কোন সনদ লাভ করোনি যে, অবস্থা যা-ই হোক না কেন, তোমাদের ঈমান কোন অবস্থায়ই বিনষ্ট হবে না। আর সম্ভবতঃ এটাকেই বলা হয় স্বল্প স্থায়ী ঈমান ايمان مستودع (১) শয়তান এই ঈমান খুব সহজেই কেড়ে নিতে পারে। এরূপ অবস্থায় মৃত্যু হলে তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর অলীগণের সাথে চরম শত্রুতা নিয়েই দুনিয়া থেকে চলে যাবে। অথচ তোমরা সারাটি জীবন কাটালে আল্লাহ্‌তালার নিয়ামতের মধ্যে, তোমরা ডুবেছিলে এবং তোমরা যুগের ইমাম প্রদত্ত খাদ্য ভাণ্ডারের সম্মুখে উপস্থিত ছিলে। সম্ভবতঃ এরপর তোমরা তোমাদের প্রতি নিয়ামতদাতার পরম শত্রু হয়েই থাকবে। আল্লাহ রক্ষা করুন!

তোমরা যখন দুনিয়ার সাথে গভীরভাবে সম্পর্কিত ও জড়িত হয়ে আছ, দুনিয়ার জন্য আন্তরিক ভালবাসা পোষণ করছ, তোমাদের প্রাণপণ চেষ্টা হওয়া উচিৎ এই সম্পর্ককে সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন করার জন্য। কেননা এই দুনিয়ার যতই চাকচিক্য ও জাঁকজমক থাকনা কেন, মানুষের নিকট কোন মর্যাদা বা ভালবাসা পাওয়ার যোগ্যই নয় কিন্তু যারা, এই দুনিয়ার দ্রব্য-সামগ্রী ভোগ-ব্যবস্থায় মশগুল হয়ে থাকে, তা'রা কি করে তা থেকে বঞ্চিত হতে চাইবে ?

---

(১) কথাটি হযরত আলী (আঃ)এর একটি ভাষণের অংশ। তাতে বলা হয়েছেঃ এক প্রকারের ঈমান হচ্ছে যা দিলে সুদৃঢ় ও স্থায়ীভাবে আসীন হয়ে থাকে। আর এক প্রকারের ঈমান হয় উড়ন্ত, যা দিল ও বুকের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবস্থান করে। —شرح المنهج للشيخ محمد عبده ص ١٥٢



www.pathagar.com

পক্ষান্তরে এ দুনিয়ায় তোমরা কি পেয়েছ, কেনইবা তোমাদের দিল এর জন্য পাগল হয়ে পড়েছে ? তোমরা দুনিয়ার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও। তোমাদের সম্মুখে রয়েছে মসজিদ, আছে মেহ্‌রাব, মাদরাসা ; কিংবা ঘরের কোণ। এমতাবস্থায় এই মসজিদ ও মেহরাব নিয়ে পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে এবং বিবাদের কারণ ঘটাবে, এটা কি তোমাদের জন্য যথার্থ কাজ হবে ?...এ জন্য কি তোমরা জনগণের জীবনে বিপর্যয় ও অশান্তি ডেকে আনবে ?...যদি ধরেও নেয়া যায় যে, তোমরা দুনিয়ার সেই সব মহামূল্য সম্পদ লাভ করে ফেলবে যা বড় বড় বিলাসী ও জাঁক-জমক প্রিয় লোকদের করায়ত্ত রয়েছে, তা'হলে তো তোমরা তোমাদের গোটা জীবনই আনন্দ-স্ফুর্তি ও স্বাদ-আস্বাদনে অতিবাহিত করে দেবে। তারপর জীবন অবসান কালে প্রত্যক্ষ করতে পারবে যে, এই সব আনন্দ-স্ফুর্তি স্বাদ-আস্বাদন ও জাঁক-জমক একটা অপসৃয়মান স্বপ্নমাত্র, যা খুব তীব্র গতিতে মহাশূন্যতার মধ্যে মিলিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এই পর্যায়ে যে দায়-দায়িত্ব, যা কিছু শাস্তি ও দণ্ড, তাতো তোমাদের জন্য অবধারিত হয়ে থাকবে এবং তোমাদের গলা চেপে ধরবে।

এই বিলীয়মান পৃথিবীর যা কিছু বাহ্যিক প্রকাশ তা সবই প্রতারণাময়। অতি অল্প সময়ে নিঃশেষিত এই স্বাদ-আস্বাদনের কি-ইবা মূল্য আসে সেই চিরন্তন আযাবের বিনিময়ে, যার কোন সীমা নেই, শেষ নেই।.. দুনিয়া পূজারীদের জন্য এই আযাব যে এক অশেষ ও চিরন্তন ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে, তাতে কি কোন সন্দেহ আছে ?

যে সব দুনিয়া পূজারী লোক মনে করে যে, তারা দুনিয়ার উপর আধিপত্য স্থাপিত করতে পারবে এবং তার উপর তারা কর্তৃত্বশালী হয়ে বসবে তারা দুনিয়াকে আকণ্ঠ ভোগ করতে গিয়ে কঠিন গাফলতির মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে রয়েছে। এখন কি হবে ? আসল কথা হচ্ছে, প্রত্যেক ব্যক্তিই সমস্ত ব্যাপারকে একান্ত-ভাবে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখে থাকে। আর যেমন দেখে, মনে করে, পৃথিবীটা বুঝি ঠিক সেই রকমেরই। কিন্তু মানুষ এই জগতটাকে যা মনে করে করতে পারে, জগতটা তার চাইতেও অনেক বড় ও বিরাট। তারা এখানে কর্তৃত্বও প্রতিষ্ঠিত করেছে, তাকে আবিষ্কার, উদঘাটন করেছে, তার গূঢ় রহস্যাবলী তারা পরীক্ষা করে দেখেছে। জানতে পেরেছে যে, এই জগতে মানুষের জন্য সীমা-সংখ্যাহীন উপায়-উপকরণ রয়েছে, মানুষের দ্বারা ব্যবহৃত হওয়ার জন্য এই জগতের দ্রব্যসামগ্রী প্রস্তুত হয়ে আছে। অথচ হাদীসে উদ্ধৃত হয়েছে, আল্লাহতায়ালা এই দুনিয়ার প্রতি রহমাতের দৃষ্টি নিক্ষেপ করেননি।... তা'হলে মহান আল্লাহ



www.pathagar.com

কোন্ জগতের উপর রহমতভরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন, তা আমাদেরকে অবশ্যই সন্ধান করে দেখতে হবে।

আল্লাহ্তায়ালা মানুষকে মহত্ত্বের আকরের দিকে আহবান জানিয়েছেন। কিন্তু তা কি রকম ?

সত্যি কথা হচ্ছে, মহত্ত্বের কেন্দ্রভূমিকে অনুধাবন করার ক্ষেত্রে মানুষ খুবই নগণ্য! তোমরা যখন তোমাদের নিয়্যতসমূহকে খালেস্ করবে, তোমাদের আমলসমূহকে করবে যথার্থ, সুষ্ঠু, নিখুঁত ও নির্দোষ, আর তোমাদের মন থেকে আত্মপ্রেম ও সম্ভ্রম-প্রীতি নিঃশেষ ও নির্মূল করতে পারবে, তখন মনে করতে পার, উচ্চতর মর্যাদা ও উন্নত স্থানসমূহ তোমাদের প্রস্তুত, তোমাদের জন্য প্রতীক্ষমান হয়ে আছে।

এ দুনিয়ার এত অপরিমেয় সম্পদ ও চাকচিক্য থাকা সত্ত্বেও আসলে তার কোন মূল্য-ই নেই। এক দানা বরাবর দাম-ও এর নেই, সেই জিনিসের মুকাবিলায় যা আল্লাহতায়ালা তাঁর নেক বান্দাহ্দের জন্য তৈরী করে রেখেছেন। অতএব তোমরা এমনভাবে কাজ কর যেন তোমরা এই উন্নত মর্যাদা ও উচ্চতর স্থানসমূহে পৌঁছতে পার। তোমরা যদি পার, তা'হলে তোমরা সেখানে পৌঁছানোর উপযোগী কাজ করতে থাক। তবে, তখন আবার নিজেদের মান-মর্যাদার পরিমাপে ব্যস্ত হয়ো না। ওসব উন্নত স্থানসমূহ লাভ করার লক্ষ্যে তোমরা আল্লাহর ইবাদত করবে না। ইবাদত করবে এই জন্য যে, ইবাদত করার যোগ্য একমাত্র তিনিই, ইবাদত পাওয়ার অধিকার একমাত্র তাঁরই।[১] তোমরা সিজ্দা কর আল্লাহকে—আল্লাহর উদ্দেশে। তোমাদের কপাল মাটি মিশ্রিত কর। তোমরা তখনই নূর-এর পর্দা দীর্ণ করে ফেলবে, এবং মহত্ত্বের কেন্দ্রভূমে পৌঁছে যাবে। কিন্তু তোমরা কি এই মর্যাদা লাভ করতে চাও তোমাদের আমলের জোরে ? তোমাদের আচার-আচরণের বিনিময়ে ? তোমরা কি মনে কর, আল্লাহর আযাব থেকে মুক্তি এবং ভয়াবহ পরিণতি থেকে নিষ্কৃতি লাভ এত সহজেই সম্পন্ন হয়ে যাবে ? তোমরা কি এই ধারণা করে বসে আছ যে, পবিত্র ইমামগণের ক্রন্দন এবং সর্বাধিক সিজদাকারী ইমামের ফরিয়াদ কি শুধু আমাদের শিক্ষা দানের জন্য ছিল ?

---

(১) আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী (আঃ) বলেছেন : কিছু লোক আল্লাহ্র ইবাদাত করছে কিছু পাওয়ার আগ্রহ নিয়ে। তাদের এই ইবাদাত ব্যবসায়ীর ইবাদাত। কিছু লোক তাঁর ইবাদাত করছে ভয়ে ভীত হয়ে। তা হচ্ছে দাস ব্যক্তিদের ইবাদাত। আর কিছু লোক আল্লাহর ইবাদাত করছে শোকর আদায় স্বরূপ। এই ইবাদাতটাই হচ্ছে স্বাধীন ব্যক্তিদের ইবাদাত।
(নাহ্জুল বালাগাহ্)



www.pathagar.com

তাঁদের উন্নত মর্যাদা এবং উচ্চতর ও অতুলনীয় সম্মান থাকা সত্ত্বেও তাঁরা ভয়ে কাঁদতেন। কেননা তাঁরা ভালো জানতেন, যে পথে তাঁরা অগ্রসর হচ্ছেন, তা অত্যন্ত বিপদ সংকুল। এই পথের দুর্গমতা ও চড়াই-উতরাই সম্পর্কে কোন কিছুই তাঁদের অজানা ছিল না। পথ অতিক্রম করার ক্ষেত্রে আনুকুল্যের দিকগুলো সম্পর্কেও তাঁরা পুরোমাত্রায় অবহিত ছিলেন। এই পথ-ই হচ্ছে তাঁদের জীবনের প্রথম ভাগ, আর দ্বিতীয় ও শেষ ভাগ হচ্ছে পরকাল। কবর, বরজাখ, কিয়ামত ও তার প্রাণান্তকর পরিণতিমূলক পরিস্থিতি সম্পর্কেও তারা সজাগ ছিলেন। আর এই কারণেই তাঁদের না ছিল স্বস্তি, না ছিল স্থিতি। তাঁরা সার্বক্ষণিকভাবে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতেন এবং পরকালীন ও কিয়ামতের আযাব থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য আল্লাহর নিকট কাতর আকুতি করতেন।

কিন্তু তোমরা এই কষ্টকর পরিণতি থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য কি চিন্তা-ভাবনা করেছ?..... সে তো এমন পরিণতি, যা প্রতিহত করার কোন মাধ্যমই কারুর নেই। কোন্ পথকে তোমরা গ্রহণ করেছ তা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য? তোমরা নিজেদের সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করা, নিজদিগকে সুশিক্ষিত ও পরিশুদ্ধ করে তোলার জন্য কবে থেকে কার্যক্রম গ্রহণ করার ইচ্ছা করেছ?...হ্যাঁ তোমরা এখন যুবক। যৌবন শক্তি তোমাদের রয়েছে পুরোমাত্রায়। এখন তোমরা তোমাদের শক্তি-সামর্থ্যের সাহায্যে যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পার। এখন পর্যন্তও কোনরূপ দুর্বলতা দেখা দেয়নি তোমাদের দেহে। এখনও যদি তোমরা তোমাদের নিজদিগকে পবিত্র-পরিশুদ্ধ করতে এবং নিজদিগকে সুগঠিত করতে সচেষ্ট না হবে, তা হলে তা করার আর অবসর কখন—কোন্দিন পাবে? আজকেই যদি তা না করলে, তা'হলে কাল কি করে সমর্থ হবে তা করার জন্য? কেননা তখন তো দুর্বলতা-অক্ষমতা তোমাদেরকে ভীষণভাবে পেয়ে বসবে। জরা, শক্তিহীনতা তোমাদের উপর বিজয়ী হয়ে দাঁড়াবে। তখন দৃঢ় সংকল্প গ্রহণের প্রবণতাই হারিয়ে ফেলবে তোমরা। ইচ্ছা শক্তিই লোপ পেয়ে যাবে। দিলে সমাচ্ছন্ন অন্ধকারের চাপে গুনাহের বোঝা অত্যন্ত ভারী হয়ে যাবে। তখন তোমরা কি করে সক্ষম হবে নিজেদের সুগঠিত করতে, নিজদিগকে পরিশুদ্ধ ও পরিচ্ছন্ন করতে?

তোমরা যে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ কর, যে দিকেই যে পদক্ষেপ গ্রহণ কর, তোমাদের জীবনের যে মুহূর্তগুলোই অতিবাহিত কর, তোমাদের নিজেদের সংশোধনের ব্যাপারটি অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। আর সেই সাথে বৃদ্ধি পেয়ে যায় দিলের অন্ধকার, ধ্বংস ও প্রতারণার মাত্রা।

মানুষের বয়স যত বাড়ে, সৌভাগ্য অর্জনের পথ ততই বন্ধুর ও কষ্টকর হয়ে যায়। সংশোধন ও পুনর্গঠনের শক্তি-সামর্থ্য তত বেশী দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে



www.pathagar.com

তোমরা যখন বার্ধক্যে পদার্পণ করবে ( অন্য কথায় তোমাদের মন যখন বুড়িয়ে যাবে ), তখন উচ্চতর গুণ ও তাক্ওয়া-পরহেজগারী অর্জন খুব দূরের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। এমন কি, তখন তোমরা তওবাও করতে পারবে কেননা প্রকৃত পক্ষে 'আমি আল্লাহর নিকট তওবা করছি' এই মৌখিক উচ্চারণেই তওবা হয়ে যায় না। সে জন্য আন্তরিক অনুশোচনা, আত্মধিক্কার হওয়া দরকার, একান্ত প্রয়োজন গুনাহ্ ত্যাগ করার সুদৃঢ় সংকল্পের। আর অনুশোচনা ও দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ সেই লোকদের পক্ষে খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়ায় যারা গীবত, কুৎসা রটনা, পরচর্চা ও মিথ্যা কথা বলার মধ্য দিয়ে জীবনের পঞ্চাশটি কিংবা ততোধিক বৎসর অতিবাহিত করেছে এবং গুনাহ্ ও নাফরমানীর কাজ করতে করতে দাড়ি সাদা হয়ে গেছে। ...এই ধরনের লোকেরা তাদের শেষ জীবন পর্যন্ত গুনাহ্ ও নাফরমানীর শৃংখলে অসহায় বন্দী হয়ে থাকতেই বাধ্য হয়। অতএব যুবকদের উচিৎ এই লক্ষ্যেই কর্মতৎপর হওয়া বার্ধক্য আক্রান্ত হওয়ার পূর্বে। আমরা যেহেতু এই পর্যায়ে যথারীতি পৌঁছে গেছি। আমরা প্রত্যক্ষভাবে জানি এ সব বিপদ ও অসুবিধার জটিলতা। তোমরা যদ্দিন যৌবনের পর্যায়ে থাকবে, ততদিন যা ইচ্ছা হয় তা-ই করতে পারবে। যতদিন পর্যন্ত তোমাদের যৌবনের দৃপ্ত সংকল্পবদ্ধতা থাকবে, থাকবে যৌবনোচিত ইচ্ছা-বাসনা ততদিন তোমরা নিজেদের থেকে নফ্সের খাহেশাত ও পাশবিক ইচ্ছা-বাসনা-প্রবৃত্তি দূরে সরিয়ে রাখতে সমর্থ হবে। কিন্তু সে জন্য তোমরা যদি এখনই পদক্ষেপ গ্রহণ না কর, এখনই তোমাদের নিজেদের সংশোধনের জন্য উদ্যোগী না হও, তা'হলে তোমরা যখন বার্ধক্যে পদার্পণ করবে, তখন তা করা তোমাদের পক্ষে খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। তাই বলছিলাম, তোমরা যুবক থাকতেই এই কাজের চিন্তা কর। অক্ষম-দুর্বল-বৃদ্ধ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত তোমরা অপেক্ষা করবে না।

বস্তুতঃ যুবকের দিল খুব স্বচ্ছ, সূক্ষ্ম ও মালাকুতী ভাবধারাসম্পন্ন হয়ে থাকে। বিপর্যয় প্রতিরোধের ক্ষমতা থাকে খুবই দুর্বল। পরে মানুষ যখন বড় ও অধিক বয়স্ক হয়ে যায়, তখন তাদের হৃদয়-জমীনে পাপ-নাফরমানীর বৃক্ষ-শিকড় খুব শক্ত ও গভীর বিস্তীর্ণ হয়ে থাকে। শেষ পর্যন্ত তা উৎপাটন করা খুব দুরূহ ব্যাপার হয়ে থাকে। আবু জা'ফর (আঃ) থেকে জরারার বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

مامن عبد الاوفى قلبه نكتة بيضاء فاذا اذنب ذنبا خرج من النكتة نكتة سوداء فان تاب ذهب ذلك السواد وان تمادى فى الذنوب زاد ذلك السواد حتى يغطى البياض فاذا البياض لم يرجع صاحبه الى خير ابدا وهو قول الله عز وجل بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ○ (التطفيف—١٤)



www.pathagar.com

'প্রত্যেক বান্দাহ্‌র দিলে-ই একটি শ্বেত-শুভ্র বিন্দু চিহ্ন রয়েছে। যখন সে কোন গুনাহ্ করে; তখন সে বিন্দুতে একটি কালো চিহ্ন বে'র হয়ে পড়ে। অতঃপর সে যদি তওবা করে, তা হলে সে কালো দাগ দূর হয়ে যায়। আর যদি গুনাহ্‌র মধ্যে দীর্ঘ স্থায়ী হয়ে থাকে, সেই কালোর কৃষ্ণত্ব ঘনীভূত হয়। এমনকি শ্বেত-শুভ্র চিহ্নকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। এই শ্বেত-শুভ্র চিহ্ন তখন তার মালিককে কখনই প্রকৃত কল্যাণের দিকে ফিরিয়ে আনতে পারে না। এই কথা-ই বলা হয়েছে আল্লাহ্‌র এ বাণীতে 'কক্ষণই নয়, বরং এই লোকদের দিলের উপর তাহাদের পাপ কাজের মরীচা জমে গেছে।[১] (আত্তাতফীফ—১৪)

এই ধরনের লোকদের একটি দিন বা একটি রাত্রিও এমন অতিবাহিত হয় না, যখন তারা আল্লাহ্‌র নাফরমানী ও গুনাহ্‌র কাজ করে না। বৃদ্ধ বয়সে তাদের দিলের পক্ষে প্রাথমিক অবস্থায় ফিরে আসা অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

খোদা না করুন, তোমরা যদি নিজেদের সংশোধন করতে না পারলে, আর কালো দিল সহ দুনিয়া থেকে চলে গেলে; চোখ, কান, মুখ থাকলো নানা প্রকারের গুনাহ্ কলুষিত, তা'হলে তোমরা আল্লাহ্‌র সম্মুখে দাঁড়াবে কেমন করে? মহান আল্লাহ তোমাদেরকে এই যে সব আমানত দিয়েছেন চূড়ান্ত মাত্রার পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা সহকারে সেগুলোকে হীনতা-নিকৃষ্টতার মলিনতায় জড়িয়ে তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট ফিরিয়ে দিবে কেমন করে?

এই চোখ, আর কান তো তোমাদের ইখ্‌তিয়ারের মধ্যেই ছেড়ে দিয়েছেন। এই হাত ও এই মুখ তোমাদের কর্তৃত্বাধীন করে দেয়া হয়েছে। এই অংগ-প্রত্যংগ—যার সাহায্য নিয়ে তোমরা বেঁচে আছ। এ সব-ই তো মহান আল্লাহর আমানত। তিনি এইগুলোকে তোমাদের নিকট সোপর্দ করেছেন অত্যন্ত পবিত্রতা ও পরিশুদ্ধতা সহকারে। এইগুলোকে গুনাহ্-নাফরমানীর কাজে যখনই ব্যবহার করা হয়, তখনই তা মলিন, পংকিল ও কলুষিত-কলংকিত হয়ে যায়। তোমরা যখনই এইগুলোকে আল্লাহর নিকট ফিরিয়ে নিয়ে যাবে তখনই তিনি তোমাদিগকে এইগুলো সম্পর্কে কঠিনভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন ঃ

এভাবেই কি আমানত রক্ষা করা হয়? ...এইগুলোকে কি এইরূপ অবস্থায় তোমাদের নিকট আমানত হিসাবে সোপর্দ করেছিলাম? যে দিল কেবলমাত্র তোমাদেরকেই দিয়েছিলাম, তা কি এই রকম ছিল? যে চক্ষু তোমাদের নিকট গচ্ছিত রেখেছিলাম, তার অবস্থা কি এই রকম ছিল? এ ছাড়া অন্যান্য যেসব

---

১। وسائل الشيعة ج ١١ ص ٢٣٩



www.pathagar.com

অংগ-প্রত্যংগ তোমাদের ইখতিয়ারভুক্ত করে দিয়েছিলাম, তা কি এই রকমের মলিনতাযুক্ত ও অপরিচ্ছন্ন ছিল ?

এ সব প্রশ্নের কি জওয়ার দিবে তোমরা ? আল্লাহ্‌র আমানতসমূহে এইরূপ খিয়ানত করে তোমরা আল্লাহ্‌র সম্মুখে দাঁড়াবে কেমন করে, কোন্ মুখে দাঁড়াবে ?.....তোমরা এখনও যুবক। তোমরা কি সিদ্ধান্ত নিয়েছ যে, তোমাদের গোটা যৌবন কালটিকে এমন পথে পরিচালিত ও অতিবাহিত করবে, যা'তে তোমাদের উল্লেখযোগ্য কোন বৈষয়িক ফায়দা হবার নয় ? তোমরা যখন জীবনের এই মহা মূল্যবান সময়—যৌবনের বসন্তকালকে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করবে মহান পবিত্র সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে, তখন তোমরা একবিন্দু ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। বরং তার ফলে ইহকাল-পরকাল সর্বক্ষেত্রেই পরম লাভবান হবে। কিন্তু যদি বর্তমানের অভ্যাস মতই তা কাটিয়ে দাও, তা'হলে তোমাদের জীবনের সব মূল্যমানই নিষ্ফল করে ফেলবে। আর পরকালে আল্লাহতায়ালার নিকট খুব সাংঘাতিকভাবে জওয়াবদিহির মধ্যে পড়ে যাবে। তোমাদের এ সব বিপর্যয়মূলক কার্যকলাপের প্রতিফল প্রাপ্তি কেবল পরকালের জন্যই অপেক্ষমান হয়ে থাকবে না। তোমরা এই দুনিয়ায়ই সে কারণে সর্বদিকব্যাপী কঠিন বিপদ-আপদে পরিবেষ্টিত দেখতে পাবে। পৃথিবীর বিশালতা তোমাদের সম্মুখে রুদ্ধ হয়ে যাবে, তোমাদের জীবন-পরিসর হয়ে পড়বে অত্যন্ত সংকীর্ণ। তোমরা এমন সব বিপদে নিপতিত হবে, যেখানে তোমাদের জীবনের সব উৎসই নিঃশেষ হয়ে যাবে। তোমাদের ভবিষ্যৎ হয়ে পড়বে অন্ধকারাচ্ছন্ন। শত্রুরা চারিদিক থেকে তোমাদিগকে পরিবেষ্টিত করে ফেলবে। ওরাতো তোমাদের জন্য জাহান্নামের সব রূপরেখাই প্রস্তুত করে রেখেছে, যা অত্যন্ত ধ্বংসাত্মক। আর এই সব শিক্ষা কেন্দ্রই হচ্ছে তা কার্যকর করার সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্র। ওরা ইসলামের আবরণে তোমাদের জন্য কঠিন বিপদের পরিকল্পনা বানিয়ে রেখেছে। তোমরা তাদের শয়তানী পরিকল্পনা থেকে কখনই এবং কিছুতেই নিষ্কৃতি পেতে পারবে না। সে জন্য তোমাদের নিজেদের দুর্গ নির্মাণ করতে হবে, সুসংগঠিত করে তুলতে হবে। কেবল মাত্র এই উপায়েই তোমরা তোমাদের অপরাধমূলক কার্যকলাপের কুফল বিনষ্ট করতে পার।

আমি এক্ষণে আমার জীবনের শেষ দিনগুলো অতিবাহিত করছি। হয়ত অল্প বা দীর্ঘ কিছুকাল পরই আমি তোমাদের নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে চলে যাব। কিন্তু তোমরা যদি নিজেদের সঠিকভাবে সংশোধন না কর, তা'হলে আমি তোমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হওয়ার কঠিন আশংকা বোধ করছি।.....

———



www.pathagar.com

# শিক্ষা-কেন্দ্রসমূহের পুনর্গঠন

খোদা না করুন, তোমরা যদি আত্মরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ না কর, তা'হলে তোমরা নিঃসন্দেহে ধ্বংস, বিপর্যয়ের গ্রাসের মধ্যে পড়ে আছ। তোমাদের পাঠ্য সংক্রান্ত ব্যাপারাদি সুসংগঠিত ও তোমাদের অবস্থা সুসংযত হতে হবে। অতএব তোমাদের সময় চলে যাওয়ার পূর্বেই সে বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা কর। তোমাদের দ্বীনী ও শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়াদির উপর শত্রুদের আধিপত্য হওয়ার পূর্বেই তার প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। খুব করে ভাব, সতর্ক হও, গুরুত্ব দাও। এই জন্য প্রথম প্রয়োজন হচ্ছে নিজেদের নফসকে পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র করা, নিজেদের পারস্পরিক সম্পর্ক সুষ্ঠু করা। সে জন্য যুগোপযোগী উপায়-উপকরণ গ্রহণ করবে। শিক্ষা কেন্দ্রের ব্যাপারাদির সমগ্র দিককে নিয়মানুবর্তী ও সুশৃংখল করে তুলবে। এই শিক্ষা কেন্দ্রসমূহের অবস্থার উন্নয়নের জন্য অন্য লোকদের ডাকবে না অবশ্যই। কেননা তাদের ডাকলে শত্রুরা বলবার সুযোগ পাবে যে, আলেমদের কোন কিছু করার যোগ্যতাই নেই। ওরা সব নিষ্ক্রিয় অক্ষম ও অপদার্থ। কোন কাজেরই যোগ্যতা রাখে না। তা'ছাড়া ওরাতো এসব শিক্ষা কেন্দ্রের অবস্থার সংশোধন ও উন্নয়নের নামে এগুলোকে ধ্বংসই করে দিতে চায়। আসলে ওরা চায় তোমাদের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করতে। তাই ওদেরকে ডেকে এনে ওদের অসদুদ্দেশ্য পূরণ করার সুযোগ করে দিও না। তোমরা নিজেরাই যদি নিজেদের সমস্ত ব্যাপার সুসংবদ্ধ করে নিতে পার, পার নিজদিগকে পরিশুদ্ধ ও পরিচ্ছন্ন করতে, নিজেদের সমস্ত অবস্থা আয়ত্তাধীন করে নিতে, তা'হলে শত্রুরা কোনরূপ ক্ষতি করার বাসনা করতে পারবে না। আমাদের এই সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোনরূপ নাক গলাবার সুযোগ-ও পাবে না তারা।

তোমরা নিজেরাই নিজেদের পরিশুদ্ধ কর, পূর্ণরূপে প্রস্তুত কর, সর্বপ্রকারে উপায়-উপকরণ কাজে লাগানোর প্রক্রিয়া আয়ত্তাধীন কর। তোমাদের পথে প্রতি-বন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে এমন কোন কাজ-ই তোমরা করবে না। সকল প্রকারের বিপর্যয় এড়িয়ে যাবে। মূল শিক্ষা-কেন্দ্রসমূহকে এতটা সক্ষম বানিয়ে দাও, যেন সম্মুখবর্তী সকল সমস্যা ও অসুবিধা নিজস্বভাবেই দূর করা সম্ভবপর হয়। মনে হচ্ছে—আল্লাহ্ না করুন-তোমাদের সম্মুখে অনেক কালোদিন তোমাদের অপেক্ষায় রয়েছে। অনেক অনেক দুঃখময় দিন রয়েছে সম্মুখে। সাম্রাজ্যবাদের ধ্বজাধারীরা ইসলামের নাম-চিহ্ন—গোটা অস্তিত্বকেই চিরদিনের তরে নির্মূল করার চেষ্টায় রত



www.pathagar.com

রয়েছে। এরূপ অবস্থায় তোমাদের দুর্জয় দুবিনীত সাহসিকতার পরিচয় দিতে হবে। কিন্তু তোমাদের মধ্যে আত্ম-প্রেম, অহংকার-গৌরব ও মান সম্মানের প্রেম জাগরুক থাকলে তোমাদের পক্ষে ইসলামের জন্য দুরন্ত সাহসিকতার ভূমিকা পালন করা সম্ভব হবে না। যে আলেমে দ্বীন দুনিয়ার ব্যাপারাদি নিয়েই মশগুল হয়ে আছে, সে 'খারাপ আলেম'—'আলেমে-সূ'। সে আলেম দিন-রাত তার প্রতিষ্ঠান ও মাতুব্বরী সংরক্ষণের চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত। ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা এই ধরনের আলেমের পক্ষে কখনই সম্ভব নয়। এই লোকটির দ্বারা ইসলামের যে ক্ষতি হবে, অন্যান্য সকলের কৃত ক্ষতির তুলনায় অনেক গুণ বেশী। অতএব তোমরা যারা দ্বীনের জন্য কাজ করতে প্রস্তুত, তোমাদের ভূমিকা ও পদক্ষেপগুলো নিশ্চয়ই আল্লাহমুখী হতে হবে। তোমাদের দিল থেকে দুনিয়া প্রেম নিঃশেষ কর। তারপরই তোমাদের পক্ষে দ্বীন-ইসলামের জন্য জিহাদ করা সম্ভবপর হবে। এই মুহূর্তেই তোমরা এই মন্ত্রণার বীজটি তোমাদের দিলের জমীনে বপন কর এবং লালন-পালন-সংরক্ষণ করে তাকে প্রবৃদ্ধ কর। অতঃপর তোমাদের প্রত্যেকেরই কথা হবে ঃ আমি একজন সত্যপন্থী কল্যাণকামী মুসলিম সৈনিক হতে চাই; 'আমি ইসলামের জন্য কোরবান হ'তে চাই'; 'আমি ইসলামের জন্য কাজ করতে করতে শহীদ হতে চাই।' তোমরা নিজেদেরকে দ্বীনী জিহাদ থেকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য কোন ওযর বা বাহানার আশ্রয় নিবে না। কখনই বলবে না যে, 'এই জিহাদ আজকের প্রয়োজনের অনুকূল নয়,' তোমাদেরকে কঠিন দুঃসহ শ্রম স্বীকার করতে হবে, প্রাণ-পণ ও দীর্ঘমেয়াদী সাধনা ও সংগ্রাম করে যেতে হবে। তা'হলেই তোমরা ভবিষ্যতে ইসলামের জন্য কল্যাণকর কিছু করতে সক্ষম হবে। এক কথায় তোমরা সকলেই সঠিক মানুষ রূপে গড়ে উঠতে পারবে।

মনে রেখো, সাম্রাজ্যবাদের কর্মকর্তারা মানুষকে বড্ড ভয় পায়, ওরা আমাদের সকল সম্পদই হরণ করে নিতে চায়, ওরা এ-ও চায় না যে, আমাদের শিক্ষা কেন্দ্রেসমূহে 'প্রকৃত মানুষ' গড়ার কাজ চলুক। কেননা, আগেই বলেছি, ওরা মানুষ'কে ভয় করে। কোন একটি দেশে একজন 'প্রকৃত মানুষ' থাকলে সে তাদের জন্য খুবই ভয়ংকর হয়ে দাঁড়ায়, তাদের জন্য যা কিছু লাভজনক তা সব-ই সে ধ্বংস ও বিনষ্ট করে দেয়।

তাই বলছি, তোমাদের কর্তব্য নিজদিগকে আদর্শ ও পরিপূর্ণ মানুষ রূপে গড়ে তোলা। ইসলামের দুশমনদের সব অসৎ উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনাকে সম্পূর্ণ মাটি করে দেয়ার জন্য শক্ত হয়ে দাঁড়ানো। কিন্তু তোমাদের যদি নিজদিগকেই



www.pathagar.com

সে জন্য সুসংগঠিত এবং সকল প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণসহ প্রস্তুত না কর, আর এই অবস্থায়ই ইসলামের উপর আসা আঘাতসমূহ মকাবিলা করতে চাও, তা'হলে তোমরা নিজেদেরকে ভয়ানকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। ইসলামের হুকুম-আহকাম ও আইন-কানুনও তোমরা বিপর্যস্ত করে ফেলবে আর সে জন্য শেষ পর্যন্ত তোমাদেরকেই দায়ী হতে হবে ··· হে আলেমগণ! ··· হে ছাত্রগণ! ·· হে দ্বীনী জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার্থীগণ! ··· হে মুসলিম জনগণ! ·· তোমরা সকলেই সে জন্য দায়ী...জওয়াবদিহি করতে একান্তভাবে বাধ্য! তবে প্রথম পর্যায়েই দায়ী হবেন আলেমগণ ও তাঁদের ছাত্রগণ তারপরে সাধারণ মুসলিম জনগণের দায়িত্ব। হাদীসে উদ্ধৃত হয়েছে ঃ

كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته

তোমরা সকলেই দায়িত্বশীল এবং তোমরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে জওয়াবদিহি করতে বাধ্য।'

হে যুব সমাজ! তোমাদের ইচ্ছাশক্তিকে বলিষ্ঠ ও চূড়ান্ত করা একান্ত আবশ্যক। তা'হলেই সকল প্রকারের যুলম ও স্বৈরাচার প্রতিকার করা তোমাদের পক্ষে সম্ভব হবে। স্মরণে রাখতে হবে, এ ছাড়া কিন্তু কোন পথ নেই, উপায় নেই। তোমাদের ইসলামী রাষ্ট্রসমূহের মান ও মর্যাদা একান্তভাবে নির্ভর করে সকল প্রকার ত্যাগ তিতিক্ষা অকাতরে মেনে নেয়ার উপর।

আমরা আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করছি, তিনি যেন ইসলাম, মুসলমান ও ইসলামী দেশসমূহকে শত্রুদের সকল অনিষ্ট থেকে রক্ষা করেন। তিনি যেন ইসলামের দ্বীনী শিক্ষা-কেন্দ্রসমূহকে সাম্রাজ্যবাদী ও খিয়ানতকারীদের সব অনিষ্ট থেকে বাঁচিয়ে রাখেন। তিনি যেন ইসলামের আলেমগণকে ও বড় বড় দ্বীনী ব্যক্তিত্বকে মহান শরীয়াতের আইন-কানুন ও কুরআনের পবিত্র বিধানসমূহ সংরক্ষণের শক্তি দান করেন। আলেম ও তালেবে ইল্‌মদেরকে সম্মুখবর্তী সকল প্রকারের বিপদ সম্পর্কে যা তাদের জন্য অত্যন্ত মারাত্মক হয়ে দেখা দিতে পারে—অবশ্যই সতর্ক করে দিন এবং তা থেকে বেঁচে থাকার জন্য পূর্ণ সাবধানতা অবলম্বনের তওফীক দিয়ে তাদের উপর অর্পিত বিরাট দায়িত্ব সম্পর্কেও যেন তারা পুরোমাত্রায় সচেতনতা লাভ করেন। অনুরূপভাবে মহান আল্লাহর নিকট এই প্রার্থনাও করি যে তিনি যেন মুসলিম জনগণ এবং তাদের উচ্চতর শিক্ষা কেন্দ্র-সমূহকে তাদের নিজেদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখার ও পবিত্র পরিচ্ছন্ন করণের তওফীক



www.pathagar.com

দেন। তারা যেন খাবে গাফলত্ থেকে জেগে উঠে। সব আলস্য, কর্মবিমুখতা, স্থবিরতা ও জড়তা কাটিয়ে উঠে ইসলামের উচ্চতর শিক্ষানুযায়ী জিহাদী ও সাবিক মৌলিক পরিবর্তনমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে সক্ষম সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ও ইসলামের দুশমনদের কালো হাত চূর্ণ করতে ও কেটে ফেলতে সমর্থ হন যেন শেষ পর্যন্ত নিজেদের দেশসমূহের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে পারেন।

ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ، ربنا وتقبل دعاء